NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ অধিকাংশ ছেলেরই সংস্রব এমন অশুচি ও অপমানজনক ছিল...

পশ্চিমবঙ্গ সহ তিন রাজ্যে রেল টেকার ডাক কুড়মিদের ৫

কলকাতা ২২ অগস্ট ২০২৩ ৪ ভাদ্র ১৪৩০ মঙ্গলবার সপ্তদশ বর্ষ ৭২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 22.8.2023, Vol.17, Issue No.72, 8 Pages, Price 3.00

ইডির অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে সোমবার সকাল থেকেই দুর্নীতিকাণ্ডের অন্যতম অভিযুক্ত সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে 'কালীঘাটের কাকু'-র প্রাক্তন অফিস 'লিপ্স অ্যান্ড বাউন্ডে' হানা কেন্দ্রীয় তদন্তকারী গোয়েন্দা সংস্থা ইডির। শুধু তাই নয়, সুজয়ের আলিপুরের ফ্ল্যাট ও জামাইয়ের ফ্ল্যাটেও চলে তল্লাশি। নিয়োগ দুর্নীতি-কাণ্ডের 'কিংপিং'-কে খুঁজে পেতেই এই তল্লাশি।

বিস্তারিত শহরের পাতায়

রাজ্যপালকে পার্টি করার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: উপাচার্য নিয়োগ মামলায় এবার রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস তথা আচার্যকে পার্টি করার নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। অর্থাৎ, উপাচার্য নিয়োগ বিতর্কে সব পক্ষকেই পার্টি করার নির্দেশ দিল শীর্ষ আদালত। সোমবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত ও বিচারপতি সূর্যকান্তর বেঞ্চ এই নির্দেশ দেয়। পরবর্তী শুনানি ২ সপ্তাহ পর। শীর্ষ আদালতের নির্দেশ, মধ্যবর্তী এই সময়ে দু'পক্ষকে আলোচনায় বসতে হবে। কোনও সমাধানসূত্র বার করা যায় কিনা, তা দেখতে হবে বলেও জানায় শীর্ষ আদালত। শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, কোনও প্রতিষ্ঠান রেগুলার ভাইস চ্যান্সেলর ছাড়া কাজ করতে পারে না।

বিস্তারিত শহরের পাতায়

রীতির মৃত্যুর তদন্তে সিআইডি

নিজস্ব প্রতিবেদন: অন্ধ্রপ্রদেশে পড়তে গিয়ে রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয়েছে কলকাতার নেতাজিনগরের কিশোরী রীতি সাহার। ভিন রাজ্যে পড়তে গিয়ে মেয়ের মৃত্যু কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না তাঁরা। রীতি সাহা নামের ওই কিশোরীকে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ তাঁর বাবার। এরপর ঘটনা জানিয়ে রাজ্য সরকারের দ্বারস্থ হন রীতির বাবা শুকদেব সাহা। ওই ঘটনায় নেতাজি নগর থানায় খুনের অভিযোগও দায়ের করা হয়েছে রীতির পরিবারের তরফ থেকে। সেই এফআইআর-এর ভিত্তিতে এই ঘটনার তদন্তভার নিতে চলেছে সিআইডি। এমনটাই জানা গিয়েছে রাজ্যের গোয়েন্দা সংস্থার তরফে।

বিস্তারিত শহরের পাতায়

ডামি পুতুল ফেলে ঘটনার ফের পুনর্নির্মাণ যাদবপুরে

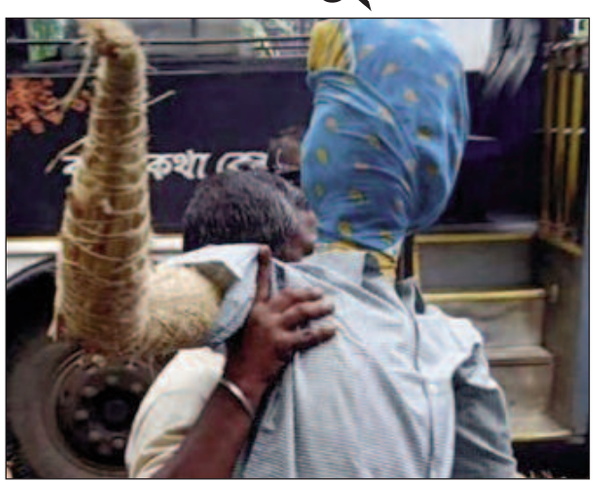

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাদবপুরকাণ্ডে ঠিক কী ঘটনা ঘটেছিল তার ফের পুনর্নির্মাণ হল সোমবার। এদিন ডামি পুতুল নিয়ে গিয়ে পুনর্নির্মাণ করতে দেখা যায় কলকাতা পুলিশের তদন্তকারীদের। এর আগেও পুনর্নির্মাণ হয়েছে। এদিন ধৃতদের নিয়ে যাওয়া হয় ঘটনাস্থলে। এদিন ডামি ডল নিয়ে চলে পুনর্নির্মাণ। মৃত পড়ুয়ার শরীরের আনুমানিক ওজন ও উচ্চতা অনুযায়ী একটি ডামি পুতুল নিয়ে যাদবপুরের মেন হস্টেলে যান আধিকারিকরা। হোস্টেলের এ-২ ব্লকে পুনর্নির্মাণ হয়।

এখানে বলে রাখতেই হয়, যাদবপুর মেন হস্টেলের এ-১ ব্লকের ১০৪ নম্বর রুম। প্রথমবর্ষের ওই পড়ুয়াকে ঘটনার দিন এই ঘরে নিয়ে গিয়ে চিঠিতে সই করানো হয়েছিল বলেই জানা গেছে। অন্যদিকে এই ব্লকেরই ৬৮ নম্বর ঘরে ওই ছাত্র থাকত। হস্টেলের তিনতলার ৬৮ নম্বর ঘর, চারতলায় ১০৪ নম্বর ঘর। তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, ১০৪ নম্বর ঘরে ছেলেটিকে নিয়ে গিয়ে অন্য এক ছাত্রনেতার নামে চিঠি লেখাতে বাধ্য করা হয়। যদিও তদন্ত চলার পর জানা যায়, দীপশেখর নামে ধৃত আরেক পড়ুয়া সেই চিঠি লিখে দেয়। তাতে সই করে ওই প্রথমবর্ষের ছাত্র। সই করানোর পর আবারও ৬৮ নম্বর ঘরে ফিরিয়ে আনা হয়। অভিযোগ, এরপর সেই ঘরে চলে অকথ্য নির্যাতন। অভিযোগ, সেই নির্যাতন সহ্য করতে পারেনি বিএ প্রথমবর্ষের ওই ছাত্র। এরপর পাশেই এ-২ ব্লকের বারান্দা থেকে নীচে পড়ে যায় সে। এদিকে কলকাতা পুলিশের তদন্তকারীদের কাছে এ তথ্যও রয়েছে, এখানে আসার প্রথমদিন থেকেই ওই ছাত্রের উপর মানসিক নির্যাতন শুরু হয়। তবে এখন কলকাতা পুলিশের আধিকারিকদের একটাই লক্ষ্য, এই ঘটনা খুন, দুর্ঘটনা নাকি আত্মহত্যা তা খুঁজে বের করা।

দ্বিতীয় রিপোর্টেও সন্তুষ্ট নয় ইউজিসি

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাদবপুরে ছাত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে পাঠানো দ্বিতীয় রিপোর্টেও সন্তুষ্ট হল না ইউজিসি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে যে দ্বিতীয় দফায় উত্তর দেওয়া হচ্ছে তা অসন্তোষজনক বলে ইউজিসির তরফে ফের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে চিঠি দেওয়া হয়েছে। সেখানে একটি বিস্তারিত ব্যাখ্যা এবং পদক্ষেপও জানতে চাওয়া হয়েছে ইউজিসির তরফ থেকে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে ইউজিসির পর্যবেক্ষণ, র‍্যাগিং খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের এটি নজরে আনা উচিত। ইউজিসি মনে করে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের একটি সুস্থ পরিবেশ দেওয়া উচিত। আর সেই কারণেই বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়া রিপোর্টে সন্তুষ্ট নয় তারা। এমনটা জানিয়ে যাদবপুরকে ফের চিঠি পাঠানো হয়েছে ইউজিসির তরফ থেকে এমনটাই জানানো হয়েছে ইউজিসির তরফ থেকে। এই প্রসঙ্গে উপাচার্যকে প্রশ্ন করা হলে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালযের নবনিযুক্ত উপাচার্য জানান, 'অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটির বৈঠকের পর আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেবে।'

সিপিএমকে আক্রমণ মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: এদিন ইমাম সভার মঞ্চ থেকে দাঁড়িয়ে যাদবপুরে ছাত্র মৃত্যু নিয়ে মুখ খুললেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সরাসরি যাদবপুরের ছাত্র মৃত্যুতে বাম ইউনিয়নকেই দায়ী করলেন তিনি। যাদবপুরে ছাত্র মৃত্যুর প্রসঙ্গ তুলে আক্রমণ শানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে আগে এত গর্ব করতাম। আর দেখুন ওখানে একটা ছেলেকে কীভাবে মেরে ফেলল সিপিএমের ইউনিয়ন। এত রক্ত নিয়েও এরা একটুও বদলাল না। এরা জীবনে বদলাবে না। বছরের পর বছর এরা রক্ত নিয়ে খেলেও ওদের শান্তি নেই।' বাম ছাত্র সংগঠনকে আক্রমণে মুখ্যমন্ত্রী। ইমাম মোয়াজ্জেম সম্মেলনের মঞ্চ থেকে তিনি বিজেপি মুক্ত ভারত গড়ার স্লোগান তোলেন।

রাজ্যে আর্থিক সঙ্কট সত্ত্বেও ইমাম ও পুরোহিতদের ভাতা বাড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেন্দ্রের লাগাতার আর্থিক বঞ্চনার কারণে আর্থিক সঙ্কটে রাজ্য। তা স্বত্ত্বেও দীর্ঘ দিনের দাবি পূরণ করে রাজ্যের ইমাম - মোয়াজ্জেম ও দুঃস্থ পুরহিত সম্প্রদায়ের পাশে দাঁড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এক দশক পর রাজ্যে ইমাম, মোয়াজ্জেম ও পুরহিতদের ভাতা বাড়ানোর কথা ঘোষণা করেছেন তিনি। তাদের মাসিক ভাতা আড়াই হাজার থেকে ৫০০ টাকা বাড়িয়ে তিন হাজার টাকা করা হচ্ছে।

কলকাতার নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে আজ ইমাম মোয়াজ্জেম সমাবেশে অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রীয় ঋণ ও আর্থিক বঞ্চনার কারণে রাজ্য সরকারের সাধ থাকলেও সাধ্য নেই। তাও সরকার যথাসম্ভব সংখ্যালঘুদের পাশে দাঁড়িয়েছে। ভাতার পাশাপাশি ইমাম মোয়াজ্জেম বা তাঁদের পরিবারের কোনও সদস্য ব্যবসা করে স্বনির্ভর হতে চাইলে ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পের আওতায় ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সরকারি গ্যারান্টিতে ঋণ দেওয়া হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন।

সংখ্যালঘু উন্নয়ন প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'সংখ্যালঘু স্কলারশিপে বাংলা এক নম্বর। গত ১২ বছরে তিন কোটি ৬৩ লক্ষ সংখ্যালঘু স্কলারশিপ দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার ওবিসি-দের টাকা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। কেন জানেন, এ রাজ্যে ৯৭ শতাংশ সংখ্যালঘু ওবিসি-র মধ্যে পড়েন। এছাড়া শিক্ষাশ্রী, কন্যাশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী, কোনও প্রকল্পেই হিন্দু-মুসলিমে কোনও ভেদাভেদ নেই।'

এদিকে বিজেপি রাজনৈতিক স্বার্থে গোষ্ঠী সংঘর্ষে প্ররোচনা দিচ্ছে বলে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেছেন। তাঁর দাবি, কিছু কিছু নেতা সংখ্যালঘুদের মধ্যে ভাগাভাগি করার জন্য কারও কারও হাতে নগদ টাকাও তুলে দিচ্ছে। বিজেপি-সিপিএম-কংগ্রেসের একযোগে বোর্ড গঠন করার কথাও উল্লেখ করেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। মমতা বলেন, 'বিজেপির কাজ হচ্ছে সিপিএম আর কংগ্রেসকে আমাদের বিরুদ্ধে কাজে লাগানো।' সদ্য সমাপ্ত পঞ্চায়েত ভোটে বিজেপি-সিপিএম- কংগ্রেসের একযোগে বোর্ড গঠন করেছে বলে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন।

এনআরসি প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'অনেক রাজ্যে এনআরসি হয়েছে, আমার রাজ্যে করতে দিইনি, আর দেবও না। অসমে সংখ্যালঘুদের নাম বাদ দিয়ে দিল, আমি প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলাম, তাঁদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। এমনকী, প্রতিবাদ করেছিলাম বলে এফআইআর করা হয়েছিল অসমে।' সংখ্যালঘুদের কোনও প্ররোচনায় পা না দিয়ে শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জানান। পাশাপাশি ফুরফুরা শরীফের মত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রাজনীতিতে যুক্ত হবে না বলেও মুখ্যমন্ত্রী এদিন আশা প্রকাশ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'দরগা বলে ফুরফুরা শরিফকে আমরা সম্মান করি, শ্রদ্ধা করি। আমি আশা করি ফুরফুরা শরিফ রাজনীতিতে প্রবেশ করবে না। যেমন আমরা আশা করি বেলুড় মঠ কোনও রাজনীতিতে প্রবেশ করবে না।'

পয়লা বৈশাখে 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' পালন করতে চায় রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকার ২০ জুনের বদলে পয়লা বৈশাখ পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন করতে চায়। একই সঙ্গে রাজ্যের নিজস্ব সঙ্গীতেরও পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। প্রাক্তন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ সুগত বসুর নেতৃত্বে গঠিত পশ্চিমবঙ্গ দিবস নির্ধারণ সংক্রান্ত কমিটি সোমবার বিধানসভায় বৈঠকে বসে। সেই বৈঠকেই এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এ প্রসঙ্গে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, মঙ্গলবার থেকে শুরু হতে চলা বিধানসভার অধিবেশনে এই মর্মে একটি প্রস্তাব আনা হচ্ছে।

এব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে কমিটির চেয়ারম্যান সুগত বসু বলেন, তাঁরা সরকারের কাছে নিজেদের প্রস্তাব জমা দিয়েছেন। সরকারই এব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে।

গত ২০ জুন বিজেপি পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠা দিবস হিসেবে পালন করেছিল। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশেই রাজভবনে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। বিষয়টি নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতিষ্ঠা দিবস কবে হবে, সেই নিয়ে বিধানসভায় একটি কমিটি তৈরি হয়। কমিটির উপদেষ্টা হয়েছিলেন বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ সুগত বসু। সদস্য ছিলেন ব্রাত্য বসু, ফিরহাদ হাকিম, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়-সহ অন্যান্যরা। অধ্যক্ষের ঘরে বৈঠকের পর পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন নিয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে খবর। এই নিয়ে এবার বিধানসভায় প্রস্তাব আনা হতে পারে। বিশেষজ্ঞ মহলের বক্তব্য, পশ্চিমবঙ্গ দিবস বলে যে দিনটি ঘিরে এত আয়োজন, ১৯৪৭ সালের সেই ২০ জুন তৎকালীন অখণ্ড বাংলা বিভাজনের বিষযটি উত্থাপিত হলে, বঙ্গভঙ্গের পক্ষে বেশি ভোট পড়ে। ফলে দু'টুকরো হয়ে যায় বাংলা। তৈরি হয় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমানে বাংলাদেশ) এবং একটি অংশ ভারতে রয়ে যায় পশ্চিমবঙ্গ নামে। এর পর ১৯৪৭ সালের ১৫ অগস্ট স্বাধীনতা অর্জন করে ভারত। কিন্তু সেই স্বাধীনতা অর্জিত হয় পঞ্জাব এবং বাংলা বিভাজনের মাধ্যমে। আজও সেই যন্ত্রণাময় ইতিহাস কুরে কুরে খায় শিকড় বিচ্ছিন্ন মানুষদের। ইংরেজ চলে গেলেও, তাদের টেনে যাওয়া বিভাজনের ক্ষত রয়ে গিয়েছে। তাই পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালনের সিদ্ধান্তে বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

সুপ্রিম নির্দেশ, পুরসভা নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে করবে সিবিআই-ই

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুরসভা নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় শীর্ষ আদালতে মুখ পুড়ল রাজ্যের। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে সিবিআই তদন্তের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে যে আবেদন জানানো হয়েছিল তা সোমবার খারিজ করে দিয়ে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশই বহাল রাখে। অর্থাৎ পুর-নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তদন্ত চালিয়ে যাবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই-ই। সোমবার এই মামলার শুনানিতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার পক্ষে অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল এএসভি রাজু জানান, শিক্ষক দুর্নীতি মামলা ও পুরসভা নিয়োগ দুর্নীতি মামলা- দুটি ক্ষেত্রেই একাধিক সাধারণ অভিযুক্ত রয়েছেন। এই সওয়ালকে মান্যতা দিয়েছে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ।

এদিকে স্কুলে শিক্ষক ও পুরসভার নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় একে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে কি না তা নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন। এই মামলার কে তদন্ত করবে সিবিআই না রাজ্য পুলিশ তা নিয়েও মামলা চলেছে কলকাতা হাইকোর্টে। এদিকে এই মামলায় হাইকোর্টের নির্দেশেই সমান্তরালভাবে তদন্ত করছে সিবিআই-ইডি। সেই বিষয়টিকে চ্যালেঞ্জ করেই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় রাজ্য।

সোমবারের শুনানিতে দেশে শীর্ষ আদালতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার পক্ষে অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল এএসভি রাজু সওয়াল করতে গিয়ে জানান, শিক্ষা দুর্নীতি মামলা তদন্ত করতে গিয়ে অয়ন শীলের হদিশ পাওয়া যায়। তাঁর বাড়িতে তল্লাশি করতে গিয়ে গুরুত্বপূর্ণ নথি মিলেছে। এই নথি থেকেই পুরসভা দুর্নীতির কথা জানা গিয়েছে। ২০১৪ সাল থেকে এখনও বাংলার একাধিক পুরসভায় ১৮০০ নিয়োগ হয়েছে। ১৬টা পুরসভায় দুর্নীতির প্রমাণ মিলেছে। একই ব্যক্তি স্কুলে ও পুরসভার নিয়োগ দুর্নীতিতে জড়িত। আর এই ঘটনা যে সত্য তার বড় প্রমাণ অয়ন শীল। এই অয়ন শীল 'ইন্টারমেলিংয়ের' কাজ করেছেন। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আইনজীবী আরও সওয়াল করেন, দুটি ক্ষেত্রেই নিয়োগে দুর্নীতিতে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী, বিধায়কের ভূমিকাও থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে এই তদন্ত অত্যন্ত জরুরি।

এরপরই রাজ্যের তরফে আইনজীবী কপিল সিবল দুটি যুক্তি সামনে আনেন। প্রথম যুক্তি, এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হাতে পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত কোনও জোরাল তথ্য প্রমাণ নেই। সেখানে এই তদন্তের কোনও প্রয়োজনীয়তাই নেই। দ্বিতীয় যুক্তি, কেন রাজ্য পুলিশকে এক্ষেত্রে যুক্ত করা হচ্ছে না তা নিয়েই। পুলিশকে এড়িয়ে কেন তদন্ত করছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এ প্রশ্নও তোলা হয়। যদিও সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট করে দেয়, সিবিআই সুনির্দিষ্ট এফআইআর দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে। সেক্ষেত্রে রাজ্যের বলা 'তথ্য প্রমাণ নেই' সংক্রান্ত যুক্তি আদালতে গ্রাহ্য হচ্ছে না।

মণিপুরে অনির্দিষ্টকালের পথ অবরোধ

ইম্ফল, ২১ অগস্ট: দিল্লিতে বিক্ষোভ হয়েছিল আগেই। এ বার মণিপুরের কুকি-জো জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন সংগঠনের তরফে জনজাতি এলাকায় প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহের দাবিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য পথ অবরোধের ডাক দেওয়া হল। দাবি মানা না হলে নাগাল্যান্ডের বাণিজ্যকেন্দ্র ডিমাপুরের সঙ্গে মণিপুরের রাজধানী ইম্ফলের সংযোগ রক্ষাকারী জাতীয় সড়ক-২ অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু হবে বলে জানিয়েছে কয়েকটি জনজাতি সংগঠনের যুক্তমঞ্চ 'জনজাতি ঐক্য কমিটি' (সিওটিইউ)। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'যতদিন পর্যন্ত না পরিস্থিতি বদলায়, ততদিন অবরোধ চলবে।' কট্টরপন্থী জনজাতি সংগঠন 'কুকি-জো ডিফেন্স' ফোর্স আগামী ২৬ অগস্ট থেকে অনির্দিষ্ট কালের পথ অবরোধের ঘোষণা করেছে সোমবার।

খোঁজ চলছে চন্দ্রযান-৩-এর সফট ল্যান্ডিংয়ের

শ্রীহরিকোটা, ২১ অগস্ট: চাঁদের মাটিতে চন্দ্রযান-৩-এর নির্ধারিত সফট ল্যান্ডিংয়ের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন ভারতবাসী প্রত্যেকেই। এই মুহূর্তে চন্দ্রযান-৩-এর 'বিক্রম' ল্যান্ডারে একটি 'স্যালভেজ মোড' রয়েছে। শেষ মুহূর্তে কোনওরকম ত্রুটি-বিচ্যুতি হলেও মহাকাশযানটিকে চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণে সাহায্য করবে এটি। একইসঙ্গে ইসরোর তরফ থেকে জানানো হয়েছে, 'চন্দ্রযান-২-এর ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে চন্দ্রযান-৩-এ আনা হয়েছে একাধিক পরিবর্তন। চন্দ্রযান-৩ যে চাঁদের বুকে সফল অবতরণ করবেই সেই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।' সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, চন্দ্রযান-৩ ল্যান্ডারের তোলা চাঁদের সাম্প্রতিক ছবিগুলো কিছু বিশিষ্ট গর্ত চিহ্নিত করেছে। বুধবার সন্ধ্যায় অনাবিষ্কৃত চাঁদের দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে সফল অবতরণের আগে বিক্রম ল্যান্ডারটিকে একটি নিরাপদ অবতরণ এলাকা খুঁজে পেতে ক্যামেরায় তোলা ছবিগুলোর সাহায্যে নিচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে বিজ্ঞানী রাধাকান্ত পাধি জানান, '২০১৯ সালে চন্দ্রযান-২-এর সফল অবতরণ নিয়ে অতি আত্মবিশ্বাসী হয়ে পড়েছিলেন বিজ্ঞানীরা। সেটিও যে ভেঙে পড়তে পারে তার কারণ সে সময় অনুধাবন করতে পারেননি তাঁরা। তবে এই মিশন ব্যর্থ হওয়ার পর ব্যর্থতার কারণগুলি খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করা হয়। তবে যে কোনও অবস্থাতেই এবার চন্দ্রযান-৩ চাঁদের বুকে অবতরণ করবে। সেই রকমভাবেই নির্মিত হয়েছে চন্দ্রযান-৩।' একইসঙ্গে চন্দ্রযান-৩-এর সফল অবতরণ নিয়ে আশা প্রকাশ করেন রাধাকান্ত পাধি। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর তাঁর কণ্ঠস্বর। তিনি জানান, 'ছয়টি সিগমা বাউন্ড'- এর জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, তাই এটি আরও শক্তিশালী। বিক্রম ল্যান্ডার অবতরণের স্থান অনুসন্ধানের জন্য বিপদ সনাক্তকরণের কাজ করতে সক্ষম। 'বিক্রম' ল্যান্ডারে দুটি অন-বোর্ড কম্পিউটার রয়েছে। চন্দ্রযান-২-এ শুধুমাত্র একটি অন-বোর্ড কম্পিউটার ছিল। আমি ৯৯.৯ শতাংশ আত্মবিশ্বাসী যে বিক্রম ল্যান্ডারটি প্রত্যাশা অনুযায়ী পারফর্ম করবে।'

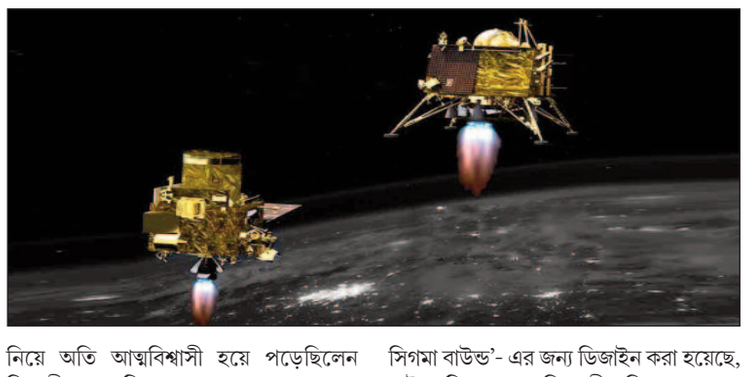

এখানে বলে রাখা শ্রেয়, চন্দ্রযান-২ ও চন্দ্রযান-৩ দুই মিশনের সঙ্গেই জড়িত। বেঙ্গালুরুর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সের মহাকাশ বিভাগের চন্দ্রযান-৩ মিশনে অবদান রয়েছে যথেষ্ট।

চন্দ্রযান-৩ নিয়েও স্পেস ফিজিক্স ল্যাবরেটরির ডিরেক্টরকে রাজীবের গলাতেও একই সুর। তিনি অবশ্য জানান, 'অবতরণের আগের সময়কালটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল। কারণ এই পর্যায়ে 'পাওয়ার ডিসেন্ট'-এর ধাপ পেরোতে হবে। তারপর আসবে নেভিগেশনের বিষয়টি। এরপরই চাঁদের বুকে নরমভাবে অবতরণ করবে চন্দ্রযান-৩। সুতরাং এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। তবে সফল অবতরণের পরেই আমরা আসল ফলটা হাতে পাব। নিরাপদ অবতরণের জন্য আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। অবতরণের পর রোভারটি চন্দ্রপৃষ্ঠে খনিজের সন্ধান করবে। প্রথমবার ভারত চাঁদের রোগোলিথ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ করতে চলেছে। চন্দ্রযান-২-এর অরবিটারটি এখনও কাজ করে চলেছে ও তথ্য সংগ্রহ করছে।'

এদিকে রবিবার ইসরোর তরফে জানানো হয়, চন্দ্রযান-৩ বুধবার, ২৩ অগস্ট চাঁদের পৃষ্ঠে সন্ধ্যা ৬টা ৪ মিনিটে অবতরণ করবে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী
গত 10/05/23 S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 69 নং এফিডেভিট বলে Tapas Dey S/o. Dilip De ও Tapas Dey S/o. Late D. Dey সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME
I, **Kaustabh Saha,** S/O Mr. Ram Pada Saha R/O, 35 Gobinda Barrack, Gobinda Chatterjee, P.O. & P.S.- Barasat, District-North 24 Parganas, Kolkata-700124 have amended a middle name of my minor son Avyaan Saha aged about 3 years and he shall hereafter be known as Avyaan Nag Saha. I hereby solemnly affirm and declare that both **Avyaan Saha** and **Avyaan Nag Saha** are indicating & referring to same and one identical person vide Affidavit No 14452 dated 22.06.2023 before the First Class Executive Magistrate at Barasat, North 24 Parganas.

নাম-পদবী
গত 21/07/23 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 7210 নং এফিডেভিট বলে Debolina Hazra, Debolina Mitra ও Debolina Hazra (Mitra) W/o. Kaustab Hazra D/o. Shankar Mitra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম পরিবর্তন
আমি সামিনা খাতুন সরদার, স্বামী- আরিফ হোসেন লস্কর, গ্রাম-মির্জাপুর পোঃ-হাঁসুরি থানা- মগরাহাট, জেলা- দঃ ২৪ পরগণার স্থায়ী বাসিন্দা। সরকারী সমস্ত নথিতে আমার নাম সামিনা খাতুন সরদার থাকলেও ভুলবশতঃ পি.এফ কমিশনের অফিসে সামিনা খাতুন বলে নথিভুক্ত হয়। গত 19/8/2023 বারুইপুর ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেটের অধীন এফিডেভিট বলে সমিনা খাতুন সরদার বলে সর্বত্র পরিচিত হলাম। সামিনা খাতুন সরদার ও সামিনা খাতুন এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম-পদবী
গত 07/08/23 S.D.E.M., সদর হুগলী কোর্টে 21 নং এফিডেভিট বলে Gouranga Sikdar ও Gouranga Chandra Sikder S/o. Rajendra Nath Sikdar সাং মহানাদ দক্ষিণপাড়া, পোলবা, হুগলী-৭১২১৪৯ পঃবঃ সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত 17/08/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 12582 নং এফিডেভিট বলে আমি ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Birendra Kumar Das ও B. K. Das, Birendra Kr. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

CHANGE OF NAME
I, Hitlar Hore S/O Madhab Hore, residing at Vill - Doulatpur, P.O. Sendanga, P.S. Ashoknagar, Dist - North 24 Parganas, Pin - 743272.. My original name is Hitlar Hore but wrongly recorded as Hitlar Horh in all the educational certificates.That Hitlar Hore and Hitlar Horh are the same person vide affidavit on 16.08.23 at First Class Judicial Magistrate, Barasat, North 24 Pgs.

CHANGE OF NAME
I, NAZRUL HAQUE S/O Late Hadish Haque resident of H. No. 3/2, BL. No. 15, P.O. - Jagatdal, Dist - 24 Pgs (N), PIN - 743125 hereby declare vide affidavit filed in the court of 1st Class Judicial Magistrate, Barrackpore dated 05.08.2023 that my actual and correct name is NAZRUL HAQUE and recorded in my Aadhar Card but inadvertently it has been recorded NAJRUL HAQ in my son NASIM AHMAD's passport. NAZRUL HAQUE and NAJRUL HAQ is the same and one identical person.

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ২২ শে আগস্ট। ৪ঠা ভাদ্র। মঙ্গলবার। ষষ্ঠী তিথি। জন্মে তুলা রাশি অষ্টোত্তরি বুধের মহাদশা, ও বিংশোত্তরী রাহূর মহাদশাকাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : শারীরিক সুস্থতার দিন। যারা দীর্ঘ সময় ধরে চিকিৎসা তে ছিলেন আজ শরীর আরোগ্য হওয়ার দিন। খাওয়া এবং পথ্য তার দিকে নজর দেওয়া শুভ। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশী সহযোগিতা প্রাপ্তি এবং যারা লৌহ এবং তরল পদার্থের ব্যবসা করেন তাদের অর্থবৃদ্ধি সম্ভাবনা প্রবল। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : জীবনের কঠিন সময়ের একটা নতুন দৃঢ় পদক্ষেপ দেখা দেবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। তবে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তিন মাথার বুদ্ধির প্রয়োজন। বিবাহ বিষয়ে যে কথা আটকে ছিল তার সম্ভাবনা। চলচ্চিত্র দূরদর্শনের মধ্যে যারা কাজে জড়িত তাদের সাফল্য নিশ্চিত। বাড়ির গৃহ মন্দিরে লাল ফুল দ্বারা দেবী মহাকালীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

মিথুন রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। গৃহ শান্তি থাকলেও তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে নিয়ে বিবাদ এর সম্ভাবনা রয়েছে সতর্ক থাকতে হবে। সেলস রিপ্রেসেন্টেটিভ দের বিশেষত যারা মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেশন করেন তাদের সতর্ক থাকা ভালো। বান্ধব যোগে উপকৃত হবেন। প্রতিবেশীর দ্বারা উপকৃত হবেন। গৃহ পরিবেশ বিষয়ে সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে হলুদ পুষ্পদ দারা দেব দেবীদের আরতী করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কর্কট রাশি : পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। আজ দেখা দেবে দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে হঠাৎ তর্ক বিতর্ক সম্ভাবনা। তৃতীয় একজন ব্যক্তির দ্বারা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিবাদের কারণ। যারা বেতন ভোগ কর্মচারী তাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে কিছু বিবাদ হবে। কম কথা বলা এবং বুদ্ধির প্রয়োগে আপনার জয়লাভ। আজকের দিনে নতুন বান্ধব কে বিশ্বাস না করাই ভালো। গুপ্ত শত্রুর চক্রান্ত বা ষড়যন্ত্র থাকবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জালুন এবং আতপ চাল নৈবিদ্য দিয়ে সর্ব দেব দেবীর আরতি করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : শুভ দিন নতুন কোন সম্ভাবনা আপনার দরজায় টোকা দেবে। অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিশেষত জমি বাড়ি বাস্তু বিষয়ে যারা কাজ করেন তাদের অর্থপ্রাপ্তির নতুন দিক। গৃহ শান্তি পারিবারিক শান্তি থাকবে। বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন আজ মন আনন্দে ভরপুর থাকবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ যারা গবেষণা করছেন তাদের জন্য অতীব শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে দুর্বাসহ দেব-দেবীর আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কন্যা রাশি : আজ শুভ-অশুভ মিলিয়ে দিনটি থাকবে। গ্রহ অবস্থান যা বলছে তাতে যা অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল তা একটু পিছিয়ে যাবে। ধৈর্য ধরতে হবে। ফোন কল দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। গৃহবধূদের জন্য দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। বিদ্যার্থীদের দিনটি ঠিক নয়। শুভ-অশুভ নতুন ব্যবসা-বাণিজ্য যারা শুরু করবেন তাদের ধৈর্য ধরতে বলব। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্বলিত করে হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

তুলা রাশি : আজ অতীব শুভ দিন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। প্রতিবেশীর সহযোগিতা, বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের সহযোগিতা, বন্ধু-বান্ধবের বুদ্ধির দ্বারা নতুন পথ দেখা যাবে। পরিবারের দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে শান্তির পরিবেশ। যে কাজটি করবেন ভেবেছিলেন আজ শুরু করতে পারেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল এবং প্রদীপ প্রজ্জলন করে দুর্গা মায়ের নাম করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ দেখা যাবে। সকাল বেলাতেই বিবাদের সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি টেনশন বৃদ্ধি হবে। গুপ্ত শত্রু চক্রান্ত থাকবে। ছলনাময়ী নারীর দ্বারা আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। বিশেষভাবে আজকের দিনটি সতর্ক থাকা উচিত। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান শ্রী শিব পূজা করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

ধনু রাশি : আজকের দিনটি লক্ষ্য পূরণের দিন। কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে চাপে রেখেছিল আজ সেখান থেকে মুক্তির পথ। বিশেষত যারা প্রশাসনিক কর্মে রত রয়েছেন। তাদের আজকের দিনটি সৌভাগ্য সূচক। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ কর্মপ্রার্থী কর্মের আবেদন যারা করছেন তাদের জন্য শুভ। আজ বান্ধবযোগে আনন্দিত হওয়ার দিন বাড়ি গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে, হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : যারা বেতনভুক কর্মচারী তাদের সৌভাগ্য যোগ। আজ সম্মান প্রাপ্তির দিন। প্রতিবেশীর দ্বারা কোন সমস্যা মুক্তির দিন। বান্ধবী দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা, প্রেমিক প্রেমিক যুগল শুভদিন বিবাহের বিষয়ে পাকা কথা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। ব্যাবসা বৃদ্ধির দিন প্রবীণ নাগরিকদের জন্য নতুন কোন সুখবরে আনন্দ প্রাপ্তি বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে হর হর মহাদেব বলুন। এগিয়ে চলুন।

কুম্ভ রাশি : আজ ব্যবসা-বাণিজ্যের নতুন কোন দিক দেখা দেবে যারা চিকিৎসক তাদের আজ বিশেষ সম্মান প্রাপ্তি। সামাজিক কাজে, যারা তাদেরও সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। প্রবীণ নাগরিকদের পূর্ণ সহযোগিতায় আপনার বাধা প্রাপ্ত কাজটি আজ হয়ে যাবে। বেতনভুক কর্ম যারা করেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বিবাহের বিষয়ে নতুন কথা হতে পারে। যাদের বিচ্ছেদের মামলা চলছে আজ তাদের জন্য নতুন কোন সুখবর প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে আতপ চাল দ্বারা দেবদেবীর পূজা করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : সতর্ক আজকের দিনটি থাকা উচিত। বন্ধুর বেশে শত্রু দেখা দেবে। বিবাদ বিতর্কের দ্বারা মানসিক কষ্ট বৃদ্ধি হবে পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। প্রবীণ নাগরিকের চিকিৎসার জন্য দুশ্চিন্তা হঠাৎ করেই কোন দুঃসংবাদে মন কষ্ট বৃদ্ধি হবে। বেতনভোগ কর্মচারী যারা তাদের সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ি গৃহ মন্দির এ নারিকেলসহ গণেশ দেবতার পূজো করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

সন্ধান চাই

আমি নিম্নে উল্লেখিত ব্যক্তি, সকলকে জানাইতেছি যে, আমার পুত্র রাজিন্দার দাস, বিগত ইংরাজী ৩১/১২/২০১০ তারিখ থেকে আমার বসতবাটী হইতে নিখোঁজ হইয়াছে। আমি সেই মর্মে ব্যান্ডেল পি.পি. তে একটি মিসিং ডায়েরী করিয়াছি। যাহার নম্বর ব্যান্ডেল পি.পি. জি.ডি. ইং নং ২৪৬, তাং ৯/১/২০১১। অনেক খোঁজাখুঁজি করিয়াও আমার পুত্রের সন্ধান আমি পাই নাই। তখন তার বয়স ছিল ৩৩ বৎসর। তার উচ্চতা ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি, রং- ফর্সা, নিখোঁজ হওয়ার সময় তার পরনে ছিল ফুল প্যান্ট ও ফুল হাতা জামা। তার হারানোর সংবাদ ফটোসহ প্রকাশিত হইল। তাকে সনাক্তকরনের জন্য বিশেষ কোন চিহ্ন তার শরীরে নেই। যদি কেহ তাহার সন্ধান পান তাহা হইলে আমার সাথে নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করিবেন। আমার ঠিকানা- রঘুবংশ দাস, পিতা মৃত মোহিত দাস, ঠিকানা- নিউ পার্ক, পোঃ- ব্যান্ডেল, থানা- চুঁচুড়া, জেলা-হুগলী। পিন- ৭১২১২৩ (মহাত্মাগান্ধী হিন্দি স্কুলের পিছনে)

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নীল সাদা থেকে গেরুয়া, নতুন রূপে আসছে নতুন বন্দে ভারত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ছিল নীল সাদা, এখন রং বদলে হল গেরুয়া। শুধু গেরুয়াই নয় সাদা ও ধূসর রঙেও নতুন রূপে সুসজ্জিত হয়ে আসতে চলেছে 'বন্দে ভারত এক্সপ্রেস'। পাশাপাশি যাত্রী সুরক্ষা ও পরিষেবায় বিদেশের ট্রেনকে টেক্কা দিতে পারবে বলেই আশা রেল মন্ত্রকের।

রবিবার সোশ্যাল মিডিয়াতে গেরুয়া রঙে নতুন রূপে দেশের সেমি হাই স্পিড ট্রেন বন্দে ভারতের ছবি প্রকাশ করা হয়। রাজনীতির রং নয় বরং দেশের জাতীয় পতাকা থেকেই উদ্বুদ্ধ হয়ে ২৮ তম বন্দে ভারতেকে দেওয়া হয়েছে গেরুয়া রং। এছাড়াও সাদা ও ধূসর রংও থাকছে বন্দে ভারতে। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকবার মহড়াও নেওয়া হয়েছে এই নতুন রঙের ট্রেনের। রেল বোর্ডের পক্ষ থেকে জানান হয়েছে, চেন্নাইয়ের ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরি বা আইসিএফ-এ তৈরি হয়েছে নতুন রূপের বন্দে ভারতের রেকগুলো। প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্প মেক ইন ইন্ডিয়ার অন্তর্গত বন্দে ভারত রুপে এবার আগের চেয়েও অনেক বেশি স্মার্ট ও অত্যাধুনিক হবে বলেই দাবি করেছে ভারতীয় রেল বোর্ড। পাশাপাশি আরও দাবি করা হয়েছে, যাত্রী পরিষেবা ও স্বাচ্ছন্দের ক্ষেত্রেও এই নতুন রেকগুলো আরও অনেক বেশি উন্নত হয়েছে। সম্প্রতি রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব চেন্নাইয়ে আইসিএফ-এ গিয়ে নতুন রেকের পরিদর্শন করেন। এরপরই তিনি এই রেকগুলোর ছবি সোশাল মিডিয়াতে দেন। পরিদর্শনের শেষে রেলমন্ত্রী জানান, রাজনীতির রং নয় বরং দেশের জাতীয় পতাকার থেকেই অনুপ্রাণিত হয়ে বন্দে ভারতকে এই নতুন রঙে রাঙানো হয়েছে। এছাড়াও প্রায় ২৫ ধরনের পরিবর্তন করা হয়েছে ট্রেনে । যাত্রী যাত্রী সুরক্ষার দিকগুলি বিশেষভাবে নজর দিয়ে সেগুলো আরও অত্যাধুনিক এবং মজবুত করা হয়েছে । টেস্ট ট্র্যাকে বেশ কয়েকবার নতুন রূপের 'বন্দে ভারত' সফল ট্রায়াল রানও দিয়েছে।

উল্লেখ্য দেশ জুড়ে বর্তমানে ২৫ টি রুটে ৫০ টি বন্দে ভারত চলে যার রং নীল-সাদা । এছাড়াও আরও দুটি ট্রেন যেগুলি এখনও পরিষেবা দেওয়া শুরু করেনি, সেগুলির রংও নীল সাদা। তবে ২৮ তম ট্রেন থেকে এই সেমি হাই স্পিড ট্রেন হবে সাদা গেরুয়া ও ধূসর রংয়ের । যদিও এখনও পর্যন্ত যা খবর, তাতে ট্রেনের বাইরের দিকে নতুন রঙের পরত পড়লেও ট্রেনের ভেতরের সাজসজ্জা একই রয়েছে । অর্থাৎ জেনারেল ক্লাসের রং থাকছে নীল সাদা এবং এক্সিকিউটিভ ক্লাসের রং থাকছে লাল-সাদা । এছাড়াও আসন, শৌচালয়, প্যান্ট্রি, পাদানি, মোবাইল চার্জিং পয়েন্ট, আলো-সহ আরও বেশ একাধিক ফিচারে লক্ষণীয় পরিবর্তন আনা হয়েছে । যদিও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানিয়েছেন গোটা বিষয়টি এখনও পরীক্ষামূলকস্তরেই রয়েছে । এই বন্দে ভারতকে উন্নত থেকে আরও উন্নততর তৈরি করতে রেল বোর্ড বদ্ধপরিকর। তাই যাত্রীদের থেকে নিয়মিত পরামর্শও নিয়ে রেকের ডিজাইন এবং প্রযুক্তি নিয়ে ভাবনা চিন্তা এবং পরীক্ষা চালাচ্ছে রেল বোর্ড। যদিও যাত্রী সুরক্ষা ও পরিষেবায় বিদেশের ট্রেনকে টেক্কা দিতে পারবে বলেই দাবি রেল মন্ত্রকের।

মহিলা কনস্টেবলের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বরানগর পুলিশ আবাসন থেকে এক মহিলা কনস্টেবলের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো। মৃতার নাম বিথীকা দাস (৩০)। সোমবার ভোরে বরানগর থানার পুলিশ ওই আবাসনের একটি ফ্ল্যাট থেকে ওই মহিলা কনস্টেবলের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করেছে। সূত্র বলছে, আবাসিক ৩৪ বছরের বিবাহিত পুলিশ কর্মী সৌভিক ভট্টাচার্যের সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ের সম্পর্ক ছিল বিথীকার। ওরা লিভ ইন থাকতেন। কিন্তু কি কারনে ওই মহিলা কনস্টেবল আত্মহত্যা করেছে, তা নিয়ে অন্ধকারে উক্ত আবাসনের আবাসিকরা। বরানগর থানার পুলিশ জানিয়েছে, এ কে মুখার্জি রোডের সরস্বতী আবাসন কমপ্লেক্স থেকে এদিন ভোরের দিকে এক মহিলার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। বরানগর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে।

টিকিয়াপাড়ায় মা ও মেয়ের অস্বাভাবিক মৃত্যু, ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার জোড়া দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হল মা ও মেয়ের জোড়া দেহ। সোমবার দুপুরে হাওড়ার টিকিয়াপাড়া এলাকার বশিরউদ্দিন মুন্সী লেনের তিন তলার ফ্ল্যাটে বিছানায় পড়েছিল মায়ের দেহ। মেয়ের নিথর শরীর পড়েছিল মেঝেতে। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতের মায়ের আয়েশা খাতুন (৫৫) ও মেয়ের নাম শারজাহা খাতুন (৩৫)।

জানা গিয়েছে, এদিন দুপুরে আয়েশার বড় মেয়ে ফ্ল্যাটে ঢুকে দেখেন মা ও বোন পড়ে রয়েছে। তাঁর চিৎকার শুনে ওই ফ্ল্যাটে ছুটে আসেন প্রতিবেশীরা। এরপর হাওড়া থানায় খবর দেওয়া হলে, পুলিশ এসে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে হাওড়া থানার পুলিশ। মৃতের প্রতিবেশী সূত্রে খবর মৃত আয়েশা খাতুন নামে ওই মহিলার স্বামী রেলের অস্থায়ী কর্মী হিসাবে কর্মরত রয়েছেন। সোমবারের ঘটনার কিছুদিন আগেই আয়েশার স্বামী আয়েশাকে তালাক দেয়। তারপর থেকে ওই মহিলা ফ্ল্যাটে একাই থাকতেন। দিন তিনেক আগে মহিলার চার মেয়ের মধ্যে এক মেয়ে শারজাহা খাতুন মায়ের কাছে থাকতে আসেন। তিনি কয়েকদিন মায়ের সঙ্গেই থাকছিলেন বলেই স্থানীয় সূত্রের খবর। রবিবার রাতে ওই মহিলাকে শেষবার বাজার করে বাড়ি ফিরতে দেখেন বলেই জানাচ্ছেন প্রতিবেশীরা। যদিও সোমবার সকাল থেকে তাদেরকে দেখতে পাননি কেউ। সোমবার আয়েশার বড় মেয়ে মায়ের খোঁজ করতে ফ্ল্যাটে এসে দেখতে পান তার মা ও বোনের মৃত্যু হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর বছর দুয়েক আগে ওই মহিলার ছেলে এবং ছেলে বউ এই ফ্ল্যাটেই মারা যান। যদিও সোমবারের ঘটনায় প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান ফ্লাটে ইঁদুরের উৎপাত ছিল। ইঁদুর তাড়াতে মহিলা বিহারের দেশের বাড়ি থেকে ইঁদুর এবং পোকামাকড় মারার ওষুধ আনেন। সেই ওষুধ খাবারের চারপাশে ছড়ানোর ফলে কোনওভাবে তাদের খাবারেও বিষক্রিয়া হয়। সেই বিষক্রিয়া থেকেই মৃত্যু হয় মা এবং মেয়ের বলেই প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান। যদিও মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে দেহগুলি ময়নাতদন্তের পাশাপাশি ভিসেরা পরীক্ষা করা হবে। তারপরই এই মৃত্যুর সঠিক সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হবে বলেই পুলিশ সূত্রে খবর।

দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন, জঞ্জাল সমস্যা দেখতে কলকাতায় জাপানি দল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভারতের একাধিক উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড খতিয়ে দেখতে কলকাতায় এলেন জাপানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্প সংস্থার ২১ জন সদস্যের এক প্রতিনিধি দল।

জাপান সোসাইটি অফ মেটিরিয়াল সাইকেল এন্ড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের উদ্যোগে রবিবার এই প্রতিনিধিদল কলকাতায় এসে পৌঁছয়। কলকাতায় তাদের স্বাগত জানান মূল উদ্যোক্তা ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি অফ ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট এয়ার অ্যান্ড ওয়াটার ইন্ডিয়ার প্রতিনিধিরা। জাপান থেকে আগত এই প্রতিনিধিদল বৃহস্পতিবার পর্যন্ত এ রাজ্যের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিল্প সংস্থা, আবাসন ও অন্যান্য জায়গা পরিদর্শন করবেন। সোমবার সকাল থেকে টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ, সাউথ সিটি ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, হেরিটেজ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি এবং দ্য হেরিটেজ স্কুল পরিদর্শন করে সেখানকার শিক্ষা পদ্ধতি খতিয়ে দেখেন। শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেন তাঁরা। এরপর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং সেমিনার হলে ইন্দো-জাপান গবেষণা ও একাডেমিক সহযোগিতা বিষয়ক এক আলোচনাসভায় অংশ নেন। সেখানে একাডেমিক ইনস্টিটিউট, শিল্প এবং গ্রাম স্তরের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় দুই দেশের অগ্রগতি তুলে ধরা হয়। মূল উদ্যোক্তা অধ্যাপক ড সাধন কুমার ঘোষ বলেন, 'স্বচ্ছ ভারত আভিযানের মাধ্যমে ২০১৪ সাল থেকে ভারতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বহু কার্যক্রম শুরু হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উদ্যোগে ২০১৪ সালের ২ অক্টোবর থেকে ভারতে শুরু হয় স্বচ্ছ ভারত অভিযান। যেখানে ৬২ টি ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এবং ৯১টি শহর সহ গঙ্গা নদী তীরবর্তী ৪,৩৫৪ টিরও বেশি শহর এই অভিযানে অংশ নেয়।' এর পাশাপাশি সম্প্রতি নতুন শিক্ষানীতি চালু হওয়ার ফলে ভারতে স্কুল ছুট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কমতে শুরু করেছে।

সল্টলেক ও কল্যাণীতে লিজ দেওয়া জমির নিঃশর্ত মালিকানার প্রস্তাব বিবেচনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকার এবার সল্টলেক ও কল্যাণীতে লিজ জমির মালিকদের ফ্রি হোল্ড বা নিঃশর্ত মালিকানা দেওয়ার প্রস্তাব বিবেচনা করছে। আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি ওই সব এলাকার বাসিন্দাদের নিজেদের সম্পত্তি বিক্রি ও হস্তান্তরের সুযোগ করে দিতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পুরো ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের নেতৃত্বে এক মন্ত্রীগোষ্ঠী এবিষয় নানা দিক খতিয়ে দেখে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। গত জানুয়ারি মাসে পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর নিঃশর্ত মালিকানা পেতে ওয়েস্ট বেঙ্গল ল্যান্ড কনভার্শন (লিজ হোল্ড ল্যান্ড টু ফ্রি হোল্ড) ২০২২ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে।

পাশাপাশি রাজ্য ভূমি সংস্কার দপ্তরও শিল্প-বাণিজ্যে লিজে দেওয়া সরকারি জমির নিঃশর্ত মালিকানা দেওয়ার জন্য আইন সংশোধন করে ফি সংক্রান্ত নির্দিষ্ট বিধি প্রণয়ন করেছে। গত জানুয়ারি মাসেই নগরোন্নয়ন দপ্তর কেএমডিএ, হিডকো, নিউটাউন কলকাতা ডেভেলপমেন্ট অথরিটি, হলদিয়া ডেভেলপমেন্ট অথরিটি সহ রাজ্যের ১৮টি উন্নয়ন পর্ষদ এলাকার নিয়ন্ত্রণাধীন দীর্ঘমেয়াদী লিজ জমিকে নিঃশর্ত মালিকানায় রূপান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এর ফলে শিল্প সংস্থার পাশাপাশি লিজ জমিতে গড়ে ওঠা আবাসন প্রকল্পগুলি নিঃশর্ত মালিকানা পেতে বিশেষ উৎসাহ দেখাচ্ছে বলে দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে।

এ দিকে সল্টলেকে সব জমিই নগরন্নোয়ন দপ্তর থেকে দীর্ঘমেয়াদি লিজের ভিত্তিতে দেওয়া রয়েছে। সল্টলেকের বাসিন্দাদের মধ্যে এই জমির মালিকানা পাওয়ার আগ্রহ বেশি। কারণ জমির মালিকানা পাওয়া গেলে হস্তান্তর করা সহজ হবে। হিডকোর জমির ক্ষেত্রে যে সুযোগ রয়েছে। ভূমি সংস্কার দপ্তরের কর্তাদের মতে, নিঃশর্ত মালিকানা দেওয়া হলে রাজ্য সরকারের আয় দু'ভাবে বৃদ্ধি পাবে।

সাংসদ অর্জুন সিংয়ের উপস্থিতিতে প্রধানের শপথ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: গত ১১ আগস্ট ছিল ব্যারাকপুর ব্লক-২ অধীনস্থ শিউলি গ্রাম পঞ্চায়েতের নতুন বোর্ড গঠন। কিন্তু সেদিন তৃণমূলের নির্বাচিত ২৪ জন সদস্যের মধ্যে ১৯ জন অনুপস্থিত ছিলেন। ফলে ভেস্তে গিয়েছিল বোর্ড গঠন। পরবর্তীতে জট কাটাতে আসরে নামেন তৃণমূল নেতৃত্ব। গত ১৮ আগস্ট তৃণমূলের দমদম-ব্যারাকপুর জেলা কার্যালয়ে জেলা সভাপতি তাপস রায়, জেলার চেয়ারম্যান নির্মল ঘোষ ও সেচ মন্ত্রী পার্থ ভৌমিকের উপস্থিতিতে ভোটাভুটি ছাড়াই সর্বসম্মতভাবে বিদায়ী প্রধান অরুণ ঘোষকেই ফের প্রধান হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছিল। সোমবার সাংসদ অর্জুন সিংয়ের উপস্থিতিতে শিউলি গ্রাম পঞ্চায়েতে নতুন বোর্ড গঠিত হল এবং প্রধান হিসেবে শপথ নিলেন অরুণ ঘোষ। নতুনকরে বোর্ড গঠন নিয়ে সাংসদ অর্জুন সিংয়ের প্রতিক্রিয়া, 'বড় দল হলে একটু জটিলতা থাকে। তবে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা মিটেও যায়। এদিন প্রধান ও উপ-প্রধান হিসেবে শপথ নিয়েছেন যথাক্রমে অরুন ঘোষ ও সোমা মালিক।'

পিএনবি-র তরফে অনুষ্ঠিত হল 'পিএনবি-পলাশ' কার্যক্রম

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দেশের শীর্ষস্থানীয় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক, পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক (পিএনবি) আট মাস ধরে বিশ্বের পরিবেশগত স্থিতিশীলতার ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য একটি পরিবেশগত উদ্যোগ নিয়েছে। যার নামে দেওয়া হয়েছে 'পিএনবি পলাশ'। এই অভিযানের মধ্যে দিয়ে ব্যয় সাশ্রয় করে শক্তি ও সম্পদ সংরক্ষণের মাধ্যমে কর্মক্ষম দক্ষতা বৃদ্ধির বার্তা দেওয়া হচ্ছে। এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য, সংরক্ষণ প্রচেষ্টায় সক্রিয়ভাবে অবদান রাখা, স্থায়ী অনুশীলন গ্রহণ করা এবং সক্রিয় কর্মীদের জড়িত করা। এই কার্যক্রম উপলক্ষে পিএনবির দক্ষিণ ২৪ পরগনার সার্কেল অফিস, 'মৌদি নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে' চারা রোপণের কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। এই কার্যক্রমে অংশ নেন সার্কেল হেড অভয় কুমার সিনহা এবং অন্যান্য কর্মচারীরাও।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২২ অগস্ট ৪ ভাদ্র, ১৪৩০, মঙ্গলবার

উপাচার্য নিয়োগে রাজ্যপালকে পার্টি করার নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: উপাচার্য নিয়োগ মামলায় রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস তথা আচার্যকে পার্টি করার নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। অর্থাৎ উপাচার্য নিয়োগ বিতর্কে সব পক্ষকেই পার্টি করার নির্দেশ দিল শীর্ষ আদালত। সোমবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত ও বিচারপতি সূর্যকান্তর বেঞ্চর এই নির্দেশ দেয়। পরবর্তী শুনানি ২ সপ্তাহ পর। শীর্ষ আদালতের নির্দেশ, মধ্যবর্তী এই সময়ে দু'পক্ষকে আলোচনায় বসতে হবে। কোনও সমাধানসূত্র বার করা যায় কিনা, তা দেখতে হবে বলেও জানায় শীর্ষ আদালত। একইসঙ্গে শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, কোনও প্রতিষ্ঠান রেগুলার ভাইস চ্যান্সেলর ছাড়া কাজ করতে পারে না। প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে রাজ্য সরকার ও আচার্যকে আলোচনায় বসা উচিত। শীর্ষ আদালত এটাও স্পষ্ট করে দেয়, এক্ষেত্রে কে বেশি প্রভাবশালী, তা নিয়ে একেবারেই ভাবিত নয় বিচারব্যবস্থা।

এদিকে শিক্ষা মহলের ধারণা, উপাচার্য নিয়োগ মামলায় সোমবার বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত ও বিচারপতি সূর্যকান্তের বেঞ্চের তরফে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ। আদালত জানিয়েছে মূল বিতর্ক যা নিয়ে, আচার্য না রাজ্য সরকার, কে উপাচার্য নিয়োগ করতে পারবে, তা নিয়ে ভাবিত নয় আদালত। শীর্ষ আদালতের ডিভিশন বেঞ্চের সাফ বক্তব্য, আদালত কেবল চায় প্রতিষ্ঠানে সঠিক উপাচার্য নিয়োগ হোক। গোটাটাই হোক একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে।

এদিনের শুনানিতে রাজ্যপাল অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য সিভি আনন্দ বোসকে পার্টি করার নির্দেশের পাশাপাশি উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে যখন বিতর্ক দানা বাঁধছে তখন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী কেন আগেই প্রস্তাবিত তালিকা পাঠাচ্ছেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি সূর্যকান্ত। এর উত্তরে রাজ্যের তরফে আইনজীবী অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি বলেন, '২০২৩ সালে রাজ্যের তরফে একটি নতুন বিল পাশ করা হয়েছে। সেখানে নিয়োগের প্রক্রিয়া কীভাবে হবে, তা ধাপে ধাপে উল্লেখ করে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।' রাজ্যের বক্তব্য, আচার্য সেই নিয়ম না মেনেই কাজ করছেন। উল্লেখ্য, এই বিল এখনও রাজ্যপালের কাছেই রয়েছে। সেটিতে এখনও সই করেননি রাজ্যপাল। এরপর শীর্ষ আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ বলে, কোনও প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে এক সঙ্গে বসে কথা বলে কাজ করুক।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনায় জনস্বার্থ মামলা দায়ের বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতাত: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনায় এবার হাইকোর্টের দ্বারস্থ বিজেপি। জনস্বার্থ মামলা দায়ের করে এনআইএ তদন্তের দাবি করা হয়। উল্লেখ্য, এর আগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলারক্ষার দাবিতে জনস্বার্থ মামলা করা হয়েছিল তৃণমূলের তরফেও। আদালত সূত্রে খবর, কবকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে বিজেপি নেতা তথা মুখপাত্র রাজর্ষি লাহিড়ী জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন। একইসঙ্গে দাবি করা হয়েছে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ইউজিসি গাইডলাইন মেনে চলা হোক। প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে মামলা দায়েরের অনুমতি চেয়ে আইনজীবী আবেদন করছেন বলে জানা গিয়েছে।

এর আগেও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা নিয়ে মামলা দায়ের করা হয়েছে। গত শনিবার যাদবপুরের এক প্রাক্তনী জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন। সিবিআই তদন্তের দাবিতে মামলা করেন ওই প্রাক্তন ছাত্র। সূত্রে খবর, মামলাকারীর নাম অভ্র সেন। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলা করা হয়। এই ঘটনায় সিবিআইয়ের পাশাপাশি এনআইকেও তদন্তে যুক্ত করার আবেদন জানান তিনি।

এদিকে আবার যাদবপুরের ঘটনা নিয়ে তৃণমূলের তরফেও মামলা দায়ের করা হয়েছে। তৃণমূল ছাত্র পরিষদ নেতা সুদীপ রাহা এই মামলা দায়ের করেন বলে জানা যায়। মামলা গ্রহণ করে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। মূলত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, সিসিটিভি বসানো, বহিরাগতদের প্রবেশ নিষেধাজ্ঞা জারি করার ব্যাপারে মামলা দায়ের করা হয় আদালতে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা নিয়ে এখনও পর্যন্ত তদন্ত করছে কলকাতা পুলিশ। ইতিমধ্যে ঘটনায় ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। প্রথমে সৌরভ চৌধুরী নামে এক প্রাক্তনীকে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর আরও দুই পড়ুয়াকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এরই পাশাপাশি যাদবপুরের ঘটনার পুনর্নির্মাণ করেছে পুলিশ। ধৃতদের মোবাইল ঘেঁটে দেখা হচ্ছে। উদ্ধার হয়েছে একটি সন্দেহজনক ডায়েরি। যাদবপুরের ঘটনায় ইতিমধ্যে পড়ুয়ার উপর শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতনের তত্ত্ব উঠে আসছে। ঘটনার সময় কারা সেখানে উপস্থিত ছিল, মৃত্যুর পিছনে সঠিক কী কারণ আছে, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। তবে ঘটনার আসল কারণ নিয়ে এখনও সরকারি ভাবে কিছু জানায়নি পুলিশ। ঘটনাটি নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজাও।

টালিগঞ্জে ছাত্রীর মৃত্যুতে তদন্ত করবে সিআইডি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অন্ধ্রপ্রদেশে পড়তে গিয়ে হস্টেলে রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয়েছে কলকাতার টালিগঞ্জের কিশোরীর। সেই ঘটনায় তদন্ত শুরু করল সিআইডি।

মেডিক্যালের প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য অন্ধ্রপ্রদেশে পড়াশোনার পাশাপাশি বিশেষ প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন ওই ছাত্রী। আচমকাই খবর আসে হস্টেলে ওপর থেকে পড়ে গিয়ে ছাত্রী আহত হয়েছেন। পরে তার মৃত্যু হয়। মেয়ের মৃত্যুতে একাধিক অসঙ্গতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তাঁর বাবা। গত রবিবার ওই ছাত্রীর বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। মন্ত্রীর ফোনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কথা বলেন মৃতা ছাত্রীর বাবার সঙ্গে। তদন্তে সমস্ত রকম সহযোগিতার আশ্বাসও দেন।

এই ঘটনায় নেতাজি নগর থানায় খুনের অভিযোগও দায়ের করা হয় ছাত্রীর পরিবারের তরফ থেকে। সেই এফআইআর-এর ভিত্তিতে এই ঘটনার তদন্তভার নিতে চলেছে সিআইডি। এমনটাই জানা গিয়েছে রাজ্যের গোয়েন্দা সংস্থার তরফে।

যদিও আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'একটি রাজ্যের পুলিশ অপর রাজ্যের ঘটনার তদন্ত করতে পারে না।' ছাত্রীর বাবা শুকদেব সাহা বলেন, 'মন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী আমরা কলকাতা পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছি। মুখ্যমন্ত্রী কথা বলেছেন আমাদের সঙ্গে এবং সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন।'

পারিবারিক সূত্রে খবর, বিশাখাপত্তনমের একটি কোচিং প্রতিষ্ঠানে দ্বাদশ শ্রেণি এবং নিটের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন ওই ছাত্রী। তাঁর স্বপ্ন ছিল ডাক্তার হওয়ার। কিন্তু পরীক্ষার আগেই রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয়। ঘটনাটি ঘটেছে গত ১৪ জুলাই। রাত ১১টা নাগাদ হস্টেলের সুপার ফোন করে জানান ৪ তলা থেকে পড়ে মৃত্যু হয়েছে ছাত্রীর। অন্ধ্রপ্রদেশের আদালত ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। পরিবারের অভিযোগ, তাঁদের মেয়ের ঠিক মতো চিকিৎসা করা হয়নি। এদিন মৃত ছাত্রীর বাবা বলেন, 'কলকাতায় মেয়ের শেষকৃত্য সম্পন্নের পর আমরা অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্টে যাব। সেখানে শুনানির পর কোর্ট কমিশনারের কাছ থেকে সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করব।'

চিত্তরঞ্জন দাশের দার্জিলিংয়ের বাড়ি সংস্কারের নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের দার্জিলিংয়ে একটি বাড়ি ছিল। সেই বাড়ি রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এখন প্রায় ভগ্নপ্রায় অবস্থা। সেই বাড়ি অবিলম্বে সংস্কারের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। আগামী ১২ সপ্তাহের মধ্যে সংস্কারের কাজ শুরু করতে হবে, জানাল প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চ।

অভিযোগ, দেশবন্ধুর দার্জিলিংয়ের বাড়িতে বহুদিন কোনও সংস্কারের কাজ করানো হয়নি। এমনকী, বাড়ির মধ্যে যে মিউজিয়াম রয়েছে, সেটাতে তালা দেওয়া রয়েছে। কাউকে ঢুকতে দেওয়া হয় না। ওই হেরিটেজ ভবন সংস্কার ও মিউজিয়াম খোলার দাবিতে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল।

সোমবার প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি ছিল। শুনানিতে রাজ্যের তরফে আইনজীবী বিশ্বব্রত বসু মল্লিক জানান, 'চিত্তরঞ্জন দাশের দার্জিলিংয়ের বাড়ি ও সেখানে থাকা মিউজিয়াম সংস্কারের জন্য আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে। সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ এবং প্রশাসনিক অনুমতি চেয়ে গত ২৮ জুলাই উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদে চিঠি পাঠিয়েছেন দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক।'

তিনি বলেন, 'উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের তরফে প্রয়োজনীয় অর্থ এবং হেরিটেজ ভবন সংস্কারে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক অনুমতি মিললেই কাজ শুরু করা যাবে।'

মামলার শুনানি শেষে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, ওই হেরিটেজ ভবন সংস্কারের জন্য অবিলম্বে প্রয়োজনীয় অর্থ এবং প্রশাসনিক অনুমতি দিতে হবে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের অতিরিক্ত সচিবকে। ১২ সপ্তাহের মধ্যে সংস্কারের কাজ শুরু করতে হবে।

মাদক সেবনের লোভ দেখিয়ে প্রতারণার অভিযোগ হরিদেবপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সোশ্যাল মিডিয়ায় মাদক সেবনের প্রলোভন দেখিয়ে প্রতারণার অভিযোগ হরিদেবপুরে। সূত্রের খবর, ফেসবুক গ্রুপে আলাপের পর মাদক সেবনের জন্য আহ্বান করা হয়। আর তা করতে এসেই ফাঁদে পড়েন এক যুবক। পুলিশের ভয় দেখিয়ে তাঁর কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগও উঠেছে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে হরিদেবপুর থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতারকদের ফাঁদে পড়া যুবকের নাম অরিত্র দাস। তিনি বেহালা শখেরবাজারের বাসিন্দা। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে অরিত্র দাসের সঙ্গে একটি গ্রুপের পরিচয় হয়। দু'দিন আগে অরিত্র দাসকে ম্যাসেঞ্জারের মাধ্যমে বলা হয়, মাদক সেবনের বিষয়ে। অরিত্র রাজি হওয়ায় হরিদেবপুর জোড়া পুকুর এলাকায় রাতে এক যুবতীর সঙ্গে বাইক নিয়ে দেখা করতে আসে। অভিযোগ সেই সময় একটি স্করপিও গাড়ি করে পাঁচজন যুবক আসে এবং যারা নিজেদের পুলিশ বলে পরিচয় দেয়। সেখানে কোনও মেয়ে ছিল না বলেও জানায় অরিত্র।

যুবকের অভিযোগ তাকে নানা ভাবে ভয় দেখায় পুলিশ পরিচয় দেওয়া ওই ব্যক্তিরা। এরপর অভিযোগকারী যুবককে গাড়িতে তুলে প্রায় ২ ঘণ্টা ধরে বিভিন্ন জায়গায় ঘোরানো হয়। সঙ্গে হুমকি দেওয়া হয় এক লক্ষ টাকা দেওয়ারও। আর এই টাকা না দিলেগাঁজা কেসে ফাঁসিয়ে দেওয়ার ভয় দেখানো হয় বলেও অভিযোগ। এরপরই যুবকের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে টাকা চাওয়া হয়। এরপর ৪০ হাজার টাকা দেওয়া হয়। আরও ২০ হাজার টাকা দিলে অরিত্রর বাইক ফেরত দেওয়া হবে বলেও জানানো হয়।

ওই যুবকদের হাত থেকে ছাড়া পেয়েই হরিদেবপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ওই যুবক। অভিযোগ দায়েরের বেশ কিছুক্ষণের মধ্যে একজন যুবককে নাকতলা থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এবং বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে বলে জানানো হয়েছে হরিদেবপুর থানার পুলিশের তরফে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এর আগেও ওই গ্রুপটি অনেক যুবককে নেশা করার প্রলোভন দেখিয়ে প্রতারণা করেছে।

শিক্ষক পোস্টিং দুর্নীতি মামলায় তদন্ত শুরু সিবিআইয়ের, ডাক ৩৪৪ জনকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নিয়োগ দুর্নীতির পাশাপাশি শিক্ষকদের পোস্টিং দেওয়া নিয়েও বিস্তর দুর্নীতির অভিযোগও উঠেছে। বদলির পোস্টিংয়ে যে দুর্নীতি হয়েছে তা নিয়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। এবার এ নিয়ে তদন্ত শুরু করল সিবিআই। তদন্তের জন্য ৩৪৪ জনকে ডেকে পাঠাল সিবিআই। ধাপে ধাপে নিজাম প্যালেসে হাজিরা দিতে হবে তাঁদের। ডিআই অফিস থেকে সিবিআই হাজিরার কথা বলা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তাঁরা।

অভিযোগ, পছন্দের জেলায় বদলি নেওয়ার জন্য অর্থ দিয়ে 'সেটিং' হয়েছে। নিয়ম বহির্ভূত ভাবে অর্থের বিনিময়ে পোস্টিং দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা পর্ষদের একাংশ এর সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ। আর এই অভিযোগ খতিয়ে দেখতেই এই তদন্ত।

ডিআই অফিসের আধিকারিকদের পাশাপাশি অর্থের বিনিময়ে 'পছন্দের পোস্টিং 'পাওয়া শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় সিবিআই। সে জন্য তাঁদেরকেও তলব করা হচ্ছে।

৫ দিন বন্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদন: পূর্ব রেলের তরফ থেকে জানানো হয়েছে শিয়ালদার দক্ষিণ শাখার বালিগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন কাকুলিয়া রোডে রেলওয়ে ক্রসিং গেট জরুরি রক্ষণাবেক্ষণের কারণে গেট সংলগ্ন রাস্তা রাত ১০টা থেকে সকাল ৬ টা পর্যন্ত ব্যবহারকারীদের জন্য বন্ধ থাকবে। এই ক্রসিং গেটে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলবে ২১, ২২ ২৩, ২৪ এবং ২৫ অগাস্ট।

প্রজ্ঞাদীপার রহস্যমৃত্যুতে তদন্তের গতি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ বিচারপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তরুণী চিকিৎসক প্রজ্ঞাদীপা হালদারের রহস্যমৃত্যুর তদন্তের গতি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। এরপরই সোমবার এই মামলার শুনানি কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত নির্দেশ দেন, তদন্তকারী অফিসারের বিরুদ্ধে বিভাগীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

পাশাপাশি নির্দেশ দেন, ডিআইজি ও ডিজিকে ব্যারাকপুর থানার ওই তদন্তকারী অফিসারের বিরুদ্ধে বিভাগীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং কমিশনকে মঙ্গলবারের মধ্যে চার্জশিট পেশ করতে হবে আদালতে। বিচারপতি জানান,'৫৯ দিন হয়ে গেল। তদন্তকারী অফিসার অপেক্ষা করছেন যাতে ৬০ দিন পেরিয়ে যায়। তাহলে ওই অভিযুক্তকে জেল থেকে বের করতে পারবেন।' মামলাকারীর আইনজীবী লিটন মৈত্রের বক্তব্য, 'এই মামলায় গত শুনানিতে নির্দেশ ছিল তদন্তকারী অফিসার ১০ অগস্টের মধ্যে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এসএসকেএম-এ জমা করবেন। কিন্তু তিনি তা না করে ওই রিপোর্ট জমা করেন ১৮ তারিখ। সেই জন্য এসএসকেএম এখনও কোনও রিপোর্ট আদালতে পেশ করতে পারেনি।'

প্রসঙ্গত, প্রজ্ঞাদীপা হালদার পেশায় একজন চিকিৎসক ছিলেন। তাঁর সঙ্গে কৌশিক সর্বাধিকারি নামে বারাকপুর সেনা হাসপাতালের চিকিৎসকের বিয়ে হয় ২০১৯ সালে। তারপর চলতি বছরের ২০ জুন বারাকপুর সেনা ছাউনির মেন্ডলা হাউজ থেকে প্রজ্ঞাদীপার দেহ উদ্ধার হয়। প্রাথমিকভাবে এটিকে আত্মহত্যার ঘটনা বলে মনে করে পুলিশ। তদন্ত সেভাবেই এগোচ্ছিল। তদন্তের স্বার্থে পুলিশ আবার যে ঘর থেকে দেহ উদ্ধার হয়, সেখানে তল্লাশি চালায়। সেখানে একটি বিয়ারের বোতল উদ্ধার হয়। তার নীচে একটা কাগজের টুকরো চাপা ছিল। দু'জনের মধ্যে অশান্তি চলছিল। তা নিয়ে মানসিক অবসাদে ছিলেন প্রজ্ঞাদীপা। কৌশিকের বিরুদ্ধে প্রজ্ঞাদীপাকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। এরপরই জুন মাসের ২৩ তারিখে তাঁর স্বামীকে গ্রেপ্তারও করা হয় ।

গণধর্ষণে অন্তঃসত্ত্বা নাবালিকা, ২৪ সপ্তাহে গর্ভপাতের অনুমতি কোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গণধর্ষণের শিকার, অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়া ১১ বছরের নাবালিকাকে ২৪ সপ্তাহে গর্ভপাতের অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। মেডিক্যাল বোর্ড এ ব্যাপারে সম্মতি দেওয়ার পর বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্যর নির্দেশ, মেয়েটির যত দ্রুত সম্ভব গর্ভপাত করানো হোক এসএসকেএম হাসপাতালে । বিচারপতি ভট্টাচার্য জানান, মেডিক্যাল টার্মিনেশন অফ প্রেগন্যান্সি আইনের (১৯৭১) ৩ নম্বর ধারা অনুযায়ী ২৪ সপ্তাহের পরে গর্ভপাতের বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে নাবালিকার ভবিষ্যৎ নিয়ে আদালত চিন্তিত। তাই সময় নষ্ট না করে বৃহস্পতিবার সকালেই এ বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়।

১৮ অগস্ট নির্মিত মেডিক্যাল বোর্ড সোমবার কলকাতা হাইকোর্টকে জানায়, ২৪ সপ্তাহের অন্তঃসত্ত্বা মেয়েটির গর্ভপাত করানো যাবে। তবে সেটা তমলুক হাসপাতালে না করে একটু আধুনিক হাসপাতালে করলে ভাল হবে বলে জানানো হয়েছে। এরপরই বিচারপতি নির্দেশ দেন, এসএসকেএম হাসপাতালে সেই কাজ হোক। এসএককেএম হাসপাতালকেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেখানে একটি মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করে যত দ্রুত সম্ভব মেয়েটির গর্ভপাত করানোর ব্যবস্থা করার জন্য।

জানা গিয়েছে, তমলুকের বাসিন্দা, পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়া, ১১ বছরের ওই নাবালিকা কয়েক মাসে আগেই গণধর্ষণের শিকার হয়। তবে তার জেরে যে সে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে, তা এত দিন জানতে পারেনি পরিবার। মেয়ে ছ'মাসের অন্তঃস্বত্ত্বা হয়ে পড়ার পর বাবা-মা বিষয়টি জানতে পারেন। জানতে পারার পরে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে তাঁদের। সিদ্ধান্ত নেন গর্ভপাতের। তবে এ জন্য হাসপাতালে গেলে সেখান থেকে তাদের বলা হয়, ২৪ সপ্তাহ পেরিয়ে গিয়েছে। এখন উচ্চ বা শীর্ষ আদালতের অনুমতি ছাড়া কোনও ভাবেই গর্ভপাত সম্ভব নয়।

তাই তাঁরা কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন চলতি মাসের ১৬ তারিখে। আবেদন করেন, ২৪ সপ্তাহের ভ্রূণ গর্ভপাত করাতে চান মেয়ের। আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার পরে জরুরি ভিত্তিতে এই মামলার শুনানি হয়। তাতে বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য উদ্বেগ প্রকাশ করেন নাবালিকার বয়স নিয়ে। মেয়েটির পরিবারের আইনজীবী আদালতে জানান, মেয়েটি একটি দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল। এখন সে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে চায়। তবে সেই নাবালিকা সন্তান জন্ম দেওয়ার মতো মানসিক বা শারীরিক অবস্থায় নেই। ২৪ সপ্তাহের পরে গর্ভপাতের নজির বিরল, তবে এক্ষেত্রে নাবালিকার পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে আদালত অনুমতি দিক।

আইনজীবী জানিয়েছেন, মেয়েটির পরিবার আর্থিক ভাবে খুবই দুর্বল। লেখাপড়াও বিশেষ জানা নেই, আইনকানুন সম্পর্কে অবহিত নন তাঁরা। সেই কারণেই গণধর্ষণের রিপোর্টও পুলিশকে জানাতে দেরি হয়েছে। রাজ্য শিশু অধিকার রক্ষা কমিশনের সাহায্যে পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাট থানায় এফআইআর দায়ের করা হয়েছে সবেমাত্র গত মাসে। তার পর থেকে নাবালিকা এখন হোমে রয়েছে। সে শারীরিক এবং মানসিক ভাবে বেশ দুর্বল। তাছাড়াও একটি ১১ বছরের মেয়ের পক্ষে সন্তানের জন্ম দেওয়া ও দায়িত্ব নেওয়া প্রায় অসম্ভব। তার মেডিক্যাল রিপোর্টও বলছে, বয়স কম হওয়ায় গর্ভস্থ সন্তানের ওজন কম রয়েছে এবং অন্য সমস্যাও বেশ কিছু রয়েছে। এছাড়াও এত কম বয়সে মা হলে সামাজিক লাঞ্ছনার আশঙ্কা তো রয়েছেই। সব মিলিয়ে একটা অনিশ্চয়তার পরিবেশ তৈরি হবে, গর্ভপাত না করাতে পারলে।

এর পরেই, এমন অবস্থায় নাবালিকার গর্ভপাত সম্ভব কিনা তা জানতে পূর্ব মেদিনীপুরের মুখ্য স্বাস্থ আধিকারিক ও তমলুক হাসপাতাল সুপারকে নিয়ে মেডিক্যাল বোর্ড গঠনের নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট। আদালত আরও জানায়, পরের ৪৮ ঘণ্টায় নাবালিকার যাবতীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হবে। সেই মোতাবেক সোমবার হাইকোর্টে জমা পড়ে রিপোর্ট। মেডিক্যাল বোর্ডের সেই রিপোর্ট খতিয়ে দেখে ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরে পরামর্শ শুনেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে আদালত।

আইন অনুযায়ী, চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে ২০ সপ্তাহ সময় পর্যন্ত গর্ভপাতের সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। বিশেষ পরিস্থিতিতে তা ২৪ সপ্তাহ পর্যন্ত বাড়ানো যায় ঠিকই, তবে সব দিক বিবেচনা করে চিকিৎসকরা যদি নিরাপদ বোঝেন তবেই। এরও পরে গর্ভপাত করাতে গেলে আদালতের অনুমতি প্রয়োজন।

ইডির হাতে গ্রেপ্তার ইউরো গ্রুপের ডিরেক্টর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ইডি-র হাতে গ্রেফতার চিটফান্ড কর্তা বিশ্বপ্রিয় গিরি। ইডি সূত্রে খবর, আমানতকারীদের টাকা তছরূপের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয় তাঁকে। উল্লেখ্য, বেসরকারি অর্থলগ্নি সংস্থা ইউরো গ্রুপের ডিরেক্টর হলেন এই বিশ্বপ্রিয়। তাঁর বিরুদ্ধেই প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকা তছরূপের অভিযোগ।

এর আগে ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল তাঁকে। এরপর রবিবার একই অভিযোগে ইডি আধিকারিকরা তাঁকে সমন পাঠায়। চলে জিজ্ঞাসাবাদ। বয়ানে একাধিক অসঙ্গতি থাকার পাশাপাশি তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত অসহযোগিতা করারও অভিযোগ ওঠে। এরপরই গ্রেপ্তার করা হয় বিশ্বপ্রিয়কে।

সঙ্গে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, ইউরো একটি চিটফান্ড কোম্পানি। একাধিক ব্যবসার নামে প্রচুর মানুষের কাছে অনেক টাকা তোলার অভিযোগ রয়েছে তাদের নামে। সারদা গোষ্ঠীর আর্থিক কেলেঙ্কারি ধরা পড়ার পর যে সমস্ত বেসরকারি লগ্নি সংস্থার বিরুদ্ধে বেআইনি ভাবে টাকা তোলার এবং তা ফেরত না-দেওয়ার অভিযোগ উঠছিল, ইউরো গ্রুপ অব কোম্পানিজ তার অন্যতম।

পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথির বাসিন্দা এই বিশ্বপ্রিয় গিরি। এর আগে ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাস নাগাদ বিধাননগরের সেক্টর ফাইভ থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স থানার পুলিশ। সেই সময় তাঁর বিরুদ্ধে আটটি প্রতারণার অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল।

এরপর দীর্ঘকাল আত্মগোপন করে ছিলেন তিনি। বহুবারই পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর বিধাননগর সেক্টর ফাইভ থেকে ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

সম্পাদকীয়

সততা শব্দটি আপেক্ষিক বলেই কী প্রতীয়মান হবে

শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে এটাই কি প্রথম দুর্নীতি? আসলে এই দুর্নীতির সূচনা যে কোন পর্বে শুরু হয়েছিল তা অনুসন্ধান করা শুধু মুশকিল নয়, দুরূহও বটে। সরকারি চাকরিতে প্রবেশের ছাড়পত্রের অপেক্ষায় থাকা অসংখ্য যুবক-যুবতী এটা জেনেই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন যে, কিছু স্বজনপোষণ থাকবেই। দুর্ভাগ্যজনক হল, সেটা কত শতাংশ, কেউ জানতেই পারেন না। আজ যাঁরা সমালোচনায় বিভোর হয়েছেন, তাঁরা নিজেরাও জানেন, এই শিক্ষাব্যবস্থাটিতেই তাঁরা দলীয় কর্মীদের এক সময় কী ভাবে নিয়োগ করেছেন। স্কুল দফতরে এবিটিএ, রাজ্য সরকারি দফতরে কোঅর্ডিনেশন কমিটির আধিপত্য কি শুধুই কমিউনিজমে আস্থা রেখে? সম্ভবত নয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, এগুলিকে প্রমাণ করা সম্ভব নয়। আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে শুধু বৈভব ও প্রতিপত্তির জোরে বিচারব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে অপরাধী তার পক্ষে বিচারের রায় কার্যকর করতে সক্ষম; কথাটি সখেদে জানিয়েছেন ভারতের এক বিচারক। অতএব, ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করার কোনও মানে হয় না।

একটু পিছন দিকে ফেরা যাক। তখন কংগ্রেসি নৈরাজ্যের অবসান ঘটিয়ে এই রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছে জ্যোতি বসুর নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট। ১৯৭৭ সালে জ্যোতিবাবু বসালেন তিনটি কমিশন; বিচারপতি হরতোষ চক্রবর্তী কমিশন, বিচারপতি শর্মাসরকার কমিশন, বিচারপতি অজয় বসু কমিশন! ৩৪ বছরেও সময় পাওয়া গেল না সেই কমিশনগুলির রিপোর্ট সামনে আনার। বামফ্রন্টের পক্ষে সওয়াল করা সবচেয়ে সরব অ্যাডভোকেট মানুষটিকে সেই কথা মনে করিয়ে আজ আর কেউ বিড়ম্বনায় ফেলেন না। কংগ্রেসি জমানার সবচেয়ে কুখ্যাত পুলিশ অফিসার বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পরে সামান্য পুলিশ সাব ইনস্পেক্টর থেকে উন্নীত হয়ে অবসর নিলেন ডেপুটি কমিশনার হিসেবে। তিনি কত যে তরতাজা যুবক-যুবতীর ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দিয়েছিলেন, তার হিসাব নেই। নিম্ন আদালতে দোষী সাব্যস্ত হয়েও হাই কোর্টে তিনি জামিন পেয়ে যান, জেল না খেটেই।

আজ সেই সব অবরুদ্ধ ইতিহাস। বলতে বাধ্য হচ্ছি, আইনের চোখে সবাই দোষী সাব্যস্ত হবেন এই নিশ্চয়তা কোথায়, যদি গোটা আইনব্যবস্থাটিকেই প্রভাবিত করা যায়? বর্তমান পরিস্থিতিতেও হয়তো বিচার প্রক্রিয়া প্রলম্বিত হবে, আখেরে লাভ হবে না কিছুই। সততা শব্দটি আপেক্ষিক বলেই প্রতীয়মান হবে।

জন্মদিন

আজকের দিন

শম্ভু মিত্র

১৯১৫ *বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব শম্ভু মিত্রের জন্মদিন।*
১৯৫৫ *বিশিষ্ট অভিনেতা ও রাজনীতিবিদ চিরঞ্জীবির জন্মদিন।*
১৯৭৬ *বিশিষ্ট ওড়িশি নৃত্যশিল্পী ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*

অধিকাংশ ছেলেরই সংস্রব এমন অশুচি ও অপমানজনক ছিল...

ইন্দ্রজিৎ সেনগুপ্ত

রবীন্দ্রনাথও একসময় এই ধরণের 'ব্যাগিং' বা বুলিং-এর আক্রমণ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পেরেছিলেন। পরবর্তীকালে সে ঘটনার বর্ণনা যেমন জীবনস্মৃতিতে উল্লেখ করেছেন তেমনি ছোটগল্পের মধ্যে দিয়েও তা প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'ক্রমশ নর্মাল স্কুলের স্মৃতিটা যেখানে ঝাপসা অবস্থায় পার হইয়া স্ফুটতর হইয়া উঠিয়াছে সেখানে কোনো অংশেই তাহা লেশমাত্র মধুর নহে। ছেলেদের সঙ্গে যদি মিশিতে পরিতাম, তবে বিদ্যশিক্ষার দুঃখ তেমন অসহ্য বোধ হইত না। কিন্তু সে কোনোমতেই ঘটে নাই। অধিকাংশ ছেলেরই সংস্রব এমন অশুচি ও অপমানজনক ছিল যে, ছুটির সময় আমি চাকরকে লইয়া দোতলায় রাস্তার দিকের এক জানলার কাছে একলা বসিয়া কাটাইয়া দিতাম। মনে মনে হিসাব করিতাম, এক বৎসর, দুই বৎসর, তিন বৎসর - আরো কত বৎসর এমন করিয়া কাটাইতে হইবে। শিক্ষকদের মধ্যে একজনের কথা আমার মনে আছে, তিনি এমন কুৎসিত ভাষা ব্যবহার করিতেন যে তাহার প্রতি অশ্রদ্ধাবশত তাহার কোনো প্রশ্নেরই উত্তর করিতাম না। সংবৎসর তাহার ক্লাসে আমি সকল ছাত্রের শেষে নীরবে বসিয়া থাকিতাম। যখন পড়া চলিত তখন সেই অবকাশে পৃথিবীর অনেক দুরূহ সমস্যার মীমাংসার চেষ্টা করিতাম'।...

রবীন্দ্রনাথ আরও জানাচ্ছেন - 'গিন্নি' বলিয়া একটা ছোটগল্প লিখিয়ছিলাম, সেটা নর্মাল স্কুলেরই স্মৃতি হইতে লিখিত।'

সেই গিন্নি ছোটগল্পে আশুর কথা মনে পড়ে? গিন্নি গল্পের নায়ক আশুতোষ। একটু গোবেচারা ভালোমানুষ শিশুটি চালাকি জানে না। সংসারে অনেক গুরুজন চালাকচতুর, স্মার্ট বালকের প্রতি প্রশ্রয়প্রবণ হলেও শান্তশিষ্ট গোবেচারাদের ক্ষেত্রে হন কঠোর। শান্তভাবে তাদের চূড়ান্ত অসহায়তার প্রকাশ ঘটে, আর তাতে শিক্ষকের প্রতাপ জাহির হয় বাঁধভাঙা নিষ্ঠুরতায়। কখনও কখনও প্রহারের চেয়ে তির্যক মন্তব্য ও বিদ্রুপবাণী দুঃসহ যন্ত্রণা দেয়। আশুর ক্ষেত্রে তেমনটা ঘটেছিল শিবনাথ পণ্ডিতের হাতে।

আশু পরিপাটি হয়ে স্কুলে আসত। বাড়ির দাসি দুপুরে রেকাবি সাজিয়ে টিফিন আনত। এতে আশু যে বাড়ির যত্নে থাকা গৃহপালিত সুবোধ প্রাণী, তা-ই যেন ফুটে উঠত পণ্ডিতমশাই ও অন্য অনেকের ব্যবহারে। তাই, এ ছিল তার জন্য বিব্রতকর এক অবস্থা।

এসব মিলিয়ে পণ্ডিতমশাই এই শান্ত বালকটিকে পরিহাসের পাত্র বানিয়ে যথেচ্ছ উত্যক্ত করতেন। এক ছুটির দিনে আশু ছোটবোনের সঙ্গে গ্যারেজে পুতুল খেলছিল। এমন সময় আকস্মিকভাবে বৃষ্টির উৎপাত। পথচারীদের কয়েকজন আশ্রয় নিয়েছেন সেখানে। সেদিন ছিল ওদের পুতুলের বিয়ে। মিছেমিছি-খাবারের আয়োজন চলছে। একসময় বিয়ের লগ্ন এল, পুরোহিত পাবে কোথায়? ছোটবোন তো নেহায়েৎ শিশু, ছুটে গিয়ে বৃষ্টির ছাঁট বাঁচিয়ে ছাতা গুটিয়ে দাঁড়ানো এক ভদ্রলোককে হাত ধরে ডেকে পুরোহিত হওয়ার আমন্ত্রণ জানাল।

দূর থেকে আশু দেখল এ যে পণ্ডিতমশাই। দেখেই তো তার আত্মারাম খাঁচাছাড়া। ছুটে পালাল। খেলা ভণ্ডুল হয়ে গেল। তখনকার মতো পরিত্রাণ মিললেও শেষরক্ষা হল না। পরের দিন স্কুলে যেতেই পণ্ডিতমশাই ওকে দেখিয়ে অন্য ছাত্রদের বললেন, 'গিন্নি' এসেছে। তারপর রসিয়ে রসিয়ে আগের দিনের ঘটনাটা ভেঙে বললেন।

পণ্ডিতমশাইয়ের প্রশ্রয়ে বাকিরা এই সুবোধ শান্ত বালকের পেছনে লাগল 'গিন্নি' 'গিন্নি' রব তুলে।

তখন তার মনের অবস্থাটা কেমন হয়েছিল?--'পৃথিবীর সমস্ত মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সবলে বালককে নিচের দিকে টানিতে লাগিল। কিন্তু ক্ষুদ্র আশু সেই বেঞ্চির উপর হইতে একখানি কোঁচা ও দুইখানি পা ঝুলাইয়া ক্লাসের সকল বালকের লক্ষ্যস্থল হইয়া বসিয়া রহিল। এতদিনে আশুর অনেক বয়স হইয়া থাকিবে। এবং তাহার জীবনে অনেক গুরুতর দুঃখলজ্জার দিন আসিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই দিনকার বালক হৃদয়ের ইতিহাসের সহিত কোনোদিনের তুলনা হইতে পারে না।'

উইকিপিডিয়া জানাচ্ছে, 'র‍্যাগিং' গুন্ডামির একটি উপসেট। 'র‍্যাগিং' বিভিন্ন জটিল ধরনের গুন্ডামি থেকে ভিন্ন, এবং সহজেই স্বীকৃত।

তবে যাদবপুরে এখন 'র‍্যাগিং' নাম বদলে এখন নতুন নাম হয়েছে 'ইন্ট্রো'। পড়ুয়াদের একাংশের দাবি, 'ইন্ট্রো' শব্দটা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়া পড়ুয়া বা আবাসিকদের কাছে স্রেফ ইংরেজি শব্দ 'ইন্ট্রোডাকশন'-র সংক্ষিপ্ত রূপ নয়। ওই একটা শব্দ তাঁদের কাছে বিভীষিকা। দু'দিনে তিনবার 'ইন্ট্রো' হয় স্বপ্নদীপ কুণ্ডুর। ইন্ট্রোর নামে চলে অকথ্য অত্যাচার, র‍্যাগিং। 'ইন্ট্রো'-র নিয়ম অনুযায়ী, প্রতিদিন ঘড়ির কাঁটা ১১ টা বা ১২ টা ছুঁলে হস্টেলের প্রতিটি দরজায় ধাক্কা দিতে হয়। সেইসময় নামমাত্র পোশাক পরে থাকতে হয় পড়ুয়াদের (উল্লেখ্য, স্বপ্নদীপের নগ্ন দেহ উদ্ধার করা হয়)। সিনিয়ররা দরজা খোলার পর গড়গড় করে কয়েকটি বিষয় মুখস্থ বলতে হয়। কী কী বলতে হবে, সেটার একটা নির্দিষ্ট 'ফর্ম্যাটও' আছে। নিজের নাম, বাবার নাম, মায়ের নাম, জন্মতারিখ, বাবা-মায়ের যৌনমিলনের তারিখ, শিক্ষাগত যোগ্যতা বলতে হয়। সেখানেই রেহাই মেলে না। নিজের শারীরিক গঠনের বর্ণনা দিতে হয়। আর 'ইন্ট্রো'-র সময় মুখ ফসকে ইংরেজি শব্দ বেরিয়ে গেলেই করা হয় শারীরিক অত্যাচার। দরজার খিল দিয়ে হাঁটুতে মারা হয়। নয়তো কান ধরে ওঠবোস করার নিদান দেয় সিনিয়ররা। যতদিন না হস্টেলের প্রতিটি পড়ুয়া নিমেষের মধ্যে নিজের পুরুষাঙ্গের আকৃতি তথা দৈর্ঘ্য বলতে পারছেন, ততদিন 'ইন্ট্রো' চলতে থকবে। প্রতিদিনের 'ইন্ট্রো'-র মেয়াদ হয় আড়াই থেকে তিন ঘণ্টা। রাত ২ টো ৩০ মিনিট চলে 'ইন্ট্রো'। [হিন্দুস্তান টাইমস]

প্রতিবছর এমন অন্তত একটি-দুটি সংবাদ আমরা পেয়েই থাকি, যেখানে দেখা যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়রদের কাছ থেকে র‍্যাগিংয়ের নামে প্রচন্ড রকম হেনস্তার শিকার হয়েছে প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীরা। এর ফলে কেউ কেউ মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে, কেউ আবার অপমানে আত্মহত্যার চিন্তাভাবনাও করতে থাকে। আর সবচেয়ে বড় বিষয় হলো, এতদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার ব্যাপারে মনের মাঝে যেসব রঙিন স্বপ্নের আঁকিবুকি কেটে এসেছে তারা, সেগুলো এক ফুঁৎকারে উড়ে যায়। ডিপ্রেশন নামক মানসিক রোগটির সাথে তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার পরই পরিচিত হয় অধিকাংশ শিক্ষার্থী। বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার কথা শিক্ষার্থীদের জন্য নিজেদের প্রকাশ করার বাঁধাহীন মুক্তমঞ্চ, কিন্তু এখানে এসেই তাদেরকে হতে হয় একপ্রকার মানসিক দাসত্বের নিগড়ে বন্দি।

'র‍্যাগিং' কী, সে বিষয়ে নতুন করে কিছু বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। এটি হলো বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে প্রচলিত এমন একটি 'পরিচিতি বা দীক্ষা পর্ব', যার মূল লক্ষ্যই থাকে প্রবীণ শিক্ষার্থী কর্তৃক নবীন শিক্ষার্থীদেরকে বিভিন্নভাবে হেনস্তা করা। একাধারে যেমন তাদেরকে মৌখিক গালিগালাজ করা হয় (বাবা-মা তুলে, যে জেলা থেকে এসেছে সেই জেলাকে হেয় করে), বিভিন্ন অপমানজনক কাজ করতে বাধ্য করা হয়, বিভিন্ন দুঃসাহসী কাজ করতে বলা হয় (যাদবপুরের 'ইন্ট্রো' হিসেবে - নিজের নাম, বাবার নাম, মায়ের নাম, জন্মতারিখ, বাবা-মায়ের যৌনমিলনের তারিখ, শিক্ষাগত যোগ্যতা বলতে হয়। সেখানেই রেহাই মেলে না। নিজের শারীরিক গঠনের বর্ণনা দিতে হয়), তেমনই সরাসরি তাদের গায়ে হাতও তোলা হয়। র‍্যাগিং মূলত দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে, অর্থাৎ ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, শ্রীলংকা প্রভৃতি দেশে প্রচলিত রয়েছে। তবে অনুরূপ সংস্কৃতি বিশ্বের আরো অনেক দেশেই বিদ্যমান। যেমন- উত্তর আমেরিকার দেশগুলোতে একে বলা হয় 'হেজিং', ফ্রান্সে 'বিজুটাহে', পর্তুগালে 'প্রায়ে', অস্ট্রেলিয়ায় 'বাস্টার্ডাইজেশন' ইত্যাদি।

২০০৯ সালে, ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন র‍্যাগিং প্রতিরোধে সহায়তা করার জন্য একটি টোল-ফ্রি 'অ্যান্টি-র‍্যাগিং হেল্পলাইন' চালু করে। ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন (ইন্ডিয়া) এর অ্যান্টি-র‍্যাগিং সেলের তথ্য অনুযায়ী, ২০২১ সালে ভারতে ৫১১টি র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ নথিভুক্ত করা হয়েছিল। নিষ্ক্রিয়তা এবং কম রিপোর্টিং র‍্যাগিংকে উৎসাহিত করার প্রধান কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। মেডিক্যাল কলেজগুলি র‍্যাগিংয়ের অভিযোগে নেতৃত্ব দেয়, যার বেশিরভাগ উত্তরপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের।

সেই খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম বা অষ্টম শতক থেকেই র‍্যাগিংয়ের অস্তিত্ব বিদ্যমান। এবং তখন এটি অন্তর্ভুক্ত ছিল গ্রিক সংস্কৃতির। কোনো ক্রীড়া সম্প্রদায়ে নতুন খেলোয়াড় বা শিক্ষার্থীদের আগমন ঘটলে, তার ভেতর কতটুকু একতা রয়েছে তা ঝালাই করে নিতে, এবং তার মধ্যে 'টিম স্পিরিট'-এর বীজ বপন করে দিতে, প্রবীণরা মিলে তাকে নানাভাবে উপহাস করত, তার নানা পরীক্ষা নিত, তার শারীরিক ও মানসিক শক্তি যাচাই করত। সময়ের সাথে সাথে এই প্রক্রিয়ায় অনেক পরিবর্তন আসে। একপর্যায়ে সৈন্যদলগুলো এই পদ্ধতিটি অনুসরণ শুরু করে, যেখান থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে এটির প্রবেশ ঘটেছে।

শিক্ষাঙ্গনে র‍্যাগিং প্রবেশ করার পরও দীর্ঘদিন এটি বিভিন্ন অদল-বদল ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়, এবং তারপর ধীরে ধীরে এটি একটি সাংগঠনিক 'ক্যাম্পাস সহিংসতা'র রূপ ধারণ করে।

শুরুতে র‍্যাগিংয়ের নামকরণ করা হতো বিভিন্ন গ্রিক বর্ণ, যেমন- আলফা, ফি, বিটা, কাপা, এপসাইলন, ডেল্টা প্রভৃতির নামানুসারে, এবং এদেরকে বলা হতো গ্রিক লেটার অর্গানাইজেশন বা ফ্র্যাটার্নিটি। এসব ফ্র্যাটার্নিটিতে আসা নবীনদেরকে বলা হতো প্লেজেস (PLEDGES)। শুরুর দিকে র‍্যাগিংয়ের ছিল একদমই প্রাথমিক রূপ। প্লেজেসদেরকে কেবল কিছু সাহসিকতা, শারীরিক সক্ষমতা ও বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষা নিয়েই ছেড়ে দেয়া হতো। কিন্তু একপর্যায়ে এটি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। কোনো একসময় যেটি ছিল কেবলই প্রবীণদের সাথে নবীনদের বন্ধন সুদৃঢ় করার একটি উপায় মাত্র, সেটিই এবার পেয়ে যায় প্রাণঘাতি রূপ।

র‍্যাগিংয়ের কারণে মারা যাওয়া প্রথম শিক্ষার্থী হলেন মর্টিমার লেগেট। আমেরিকান গৃহযুদ্ধের এক বিখ্যাত জেনারেলের সন্তান ছিলেন তিনি। ১৮৭৩ সালে নিউ ইয়র্কের কর্নেল ইউনিভার্সিটিতে প্রথম সেমিস্টারে ভর্তি হওয়ার পর তিনি অন্তর্ভুক্ত হন র‍্যাগিংয়ের কাপা আলফা ফ্র্যাটার্নিটিতে। এক রাতে, সেই ফ্র্যাটার্নিটির দীক্ষা পর্বের অংশ হিসেবে, তাকে চোখ বেঁধে নিয়ে যাওয়া হয় জঙ্গলে। তার করণীয় ছিল পথ চিনে ইথাকায় অবস্থিত চ্যাপ্টার হাউজে ফিরে আসা। নিয়ম অনুযায়ী, ফ্র্যাটার্নিটির অন্য দুই নবীনের সাথে দেখা হয়ে যাওয়ার পর তারা তার চোখ খুলে দেন। এরপর তারা তিনজন মিলে একটি ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করেন, নিকটবর্তী কোনো রাস্তায় গিয়ে ওঠা যায় কি না, সেই আশায়। কিন্তু খুব বড় ভুল করে ফেলেছিল তারা। যেটিকে তারা ঢাল বলে মনে করেছিল, যেটি আসলে ছিল ৩৭ ফুট উচ্চতার খাড়া পাহাড়ের দেয়াল। এক পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একদম নিচে গিয়ে পড়েন মর্টিমার। শক্ত পাথরের উপর পড়ে তার শরীরটা পুরোপুরি থেতলে যায়। তার সঙ্গী দুজনও আহত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রাণে বাঁচেন তারা।

ইংরেজি শিক্ষা ভারতবর্ষের শিক্ষার্থীদের সামনে নতুন দিগন্তের দ্বার উন্মোচন করেছে ঠিকই, কিন্তু একইসাথে সেটি এখানে র‍্যাগিং সংস্কৃতির আমদানিও করেছে। প্রথমে ভারতবর্ষের সৈন্যদল ও ইংরেজি স্কুলগুলোতে র‍্যাগিং আসে। তবে র‍্যাগিং তার ভয়াবহ রূপ ধারণ করে স্বাধীনতারও অনেক পরে।

ভারতবর্ষে এমনকি গত শতাব্দীর ৬০'র দশকের শেষ ভাগ পর্যন্তও র‍্যাগিং বিশেষ কোনো সমস্যা ছিল না। একে কেবল সিনিয়র-জুনিয়রের মধ্যকার পরিচিতি, সম্পর্ক গঠন এবং হাসিঠাট্টার একটি প্রক্রিয়া বলেই মনে করা হতো। এর অপব্যবহার তখনও শুরু হয়নি। কারণ তখনো বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজের সর্বস্তরের ছেলেমেয়েরা পড়তে শুরু করেনি। বেশিরভাগ শিক্ষার্থীরাই ছিল সমাজের অভিজাত স্তরের। আর মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত শ্রেণীর যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসত, তাদের কাছেও র‍্যাগিং শ্রেণীর কোনো বিষয় নিয়ে অতিরিক্ত মাথা ঘামানোর চেয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় মন দিয়ে ক্যারিয়ার গঠনই বেশি জরুরি ছিল।

সমস্যার সূচনা ঘটল উচ্চশিক্ষার দ্বার সমাজের সর্বস্তরের মাঝে ছড়িয়ে পড়ার পর থেকে। উচ্চশিক্ষা সহজ থেকে সহজতর হতে থাকায়, এর মূল্য যেন কমতে শুরু করল। আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পেলে শিক্ষার্থীরা সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করার চেষ্টা করত। কিন্তু পরবর্তীতে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, প্রতিটি ব্যাচেই এমন কিছু শিক্ষার্থী দেখা যেতই, যাদের কাছে মনে হতো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারা মানেই জীবনের চূড়ান্ত সাফল্য লাভ হয়ে গেছে, এখন আর নতুন করে তাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কিছু শেখার নেই। এ ধরনের শিক্ষার্থীরাই র‍্যাগিং সংস্কৃতিটাকে বর্তমানের ভয়াবহ রূপে নিয়ে আসতে শুরু করল। তারা নিজেরা ক্লাস-পরীক্ষা ইত্যাদির পরোয়া করত না, আর তাই অন্যদেরকেও এমনটিই মনে করত। অন্য আর সবকিছুর চেয়ে, র‍্যাগিংয়ের মাধ্যমে জুনিয়রদেরকে 'ভদ্রতা শেখানো'-ই তাদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হতো। একটু খেয়াল করলে দেখা যাবে, বর্তমান সময়েও যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে র‍্যাগিং নিয়ে বেশি মাতামাতি করে, তাদের মানসিকতাও ঠিক একই রকম।

র‍্যাগিং সংস্কৃতি যে আজকের এই কলুষিত অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছে, সেটির পেছনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষয়িষ্ণু ছাত্র রাজনীতির বড় ভূমিকা রয়েছে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, আজকের দিনে র‍্যাগিংয়ে যারা নেতৃত্ব দেয়, তাদের অধিকাংশ কিন্তু শুধু সিনিয়র বড় দাদারা নয়, তাদের আরো বড় একটি পরিচয় আছে তারা ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনটির সদস্য। এর ফলে র‍্যাগিং প্রতিহত করা অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি দুরূহ হয়ে পড়েছে। যারা র‍্যাগিং করে, তারা আবার ছাত্র রাজনীতিও করে। তাই তারা নিজেদেরকে অনেক ক্ষমতাবান মনে করে। তারা চিন্তা করে, আমাদের পেছনে একটি রাজনৈতিক দলের 'ব্যাক আপ' রয়েছে, তাই আমরা যা-খুশি-তাই করতে পারি।

মজার ব্যাপার হলো, অনেক শিক্ষার্থীই র‍্যাগিং নামক জিনিসটির সাথে মানিয়ে নেয়। প্রথম বর্ষে তারা মুখ বুজে র‍্যাগিং সহ্য করে, এবং এক বছরের সিনিয়র হয়ে যাওয়ার পর তারা নিজেরাও জুনিয়রদেরকে র‍্যাগ করতে শুরু করে। এর পেছনে কিছু সাধারণ মানসিকতা লক্ষ্য করা যায়।

অনেক শিক্ষার্থী মনে করে, আমরা যেহেতু র‍্যাগিংয়ের শিকার হয়েছি, তাই আমাদের জুনিয়রদেরকেও আমরা র‍্যাগ করব।

অনেকেই আবার মনে করে, র‍্যাগিং বিশ্ববিদ্যালয় জীবনেরই অংশ। ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে যেসব প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হবে, র‍্যাগিংয়ের মাধ্যমে সেগুলোর সাথে আগাম পরিচিত হয়ে যাওয়া যায়।

আবার কেউ কেউ মনে করে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের যেন ডানা গজায়। সেই ডানা ছেঁটে দিতে, এবং তাদেরকে ভদ্রতা শেখাতে র‍্যাগিংয়ের কোনো বিকল্প নেই। বরং র‍্যাগিং হলো তাদের জন্য একটি 'রিয়েলিটি চেক'।

আসলে র‍্যাগিংয়ের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কোনো সুনির্দিষ্ট শাস্তির ব্যবস্থা নেই। কেবলমাত্র কোনো শিক্ষার্থীর র‍্যাগিংয়ের শিকার হওয়ার খবর নিয়ে অনেক আলোচনা-সমালোচনা শুরু হলে, তখন অভিযুক্তদের বহিষ্কারের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিজেদের দায়িত্ব সারে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত র‍্যাগিংকে একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধের আওতায় আনা না হবে, এবং প্রতিটি বিভাগ থেকে র‍্যাগিং-বিরোধী প্রচারণা চালানো না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত র‍্যাগিং পুরোপুরি নির্মূল করা সম্ভব হবে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পর ক্যাম্পাস ও হলের সিনিয়রদের থেকে শুরু করে নিজের ও বাইরের বিভাগের সকল শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়াও একান্ত জরুরি। কিন্তু এগুলো শেখানোর নাম করে কোনো শিক্ষার্থীকে র‍্যাগ করা, তাকে শারীরিক ও মানসিকভাবে হেনস্তা করা কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনিয়র-জুনিয়র সম্পর্ক হওয়া উচিৎ পারস্পরিক শ্রদ্ধা-ভালোবাসা ও স্নেহের। কিন্তু কারো কাছ থেকে জোরপূর্বক সম্মান আদায় করতে তাকে ভয় দেখানো বা তার গায়ে হাত তোলা কোনো সঠিক পথ হতে পারে না। আর তাই র‍্যাগিং সংস্কৃতি বন্ধ হওয়া এখন সময়ের দাবি। অন্যথায় কত সম্ভাবনাময় শিক্ষার্থীই যে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের পরিবেশের বিরূপ পরিবেশ সহ্য করতে না পেরে আমাদের অগোচরে ঝরে যাবে, তা আমরা কোনোদিন জানতেও পারব না।

ঋণ: হিন্দুস্তানটাইমস।
রবীন্দ্ররচনাবলী।
Roar Media।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বঙ্গ সহ ৩ রাজ্যে রেল টেকার ডাক কুড়মিদের, পুজোর মুখে পরিষেবা বিপর্যস্ত হওয়ার আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: আদিবাসীদের স্বীকৃতির দাবিতে এর আগে এ রাজ্যে দু'বার কুড়মিরা রেল টেকার ডাক দিয়েছিল। দু'বারই কুড়মিদের আন্দোলনের জেরে দিনের পর দিন বিপর্যস্ত হয়েছিল এ রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের রেল পরিষেবা। দিনের পর দিন নাকাল হতে হয়েছিল হাজার হাজার রেল যাত্রীকে। ফের একই দাবিতে পুজোর মুখে রেল টেকার ডাক দিল কুড়মিরা। রবিবার বাঁকুড়ার খাতড়ায় কুড়মিদের যুব সংগঠনের রাজ্য সম্মেলন থেকে আরও জোরদার ভাবে ২০ সেপ্টেম্বর রেল টেকার ডাক দেন কুড়মি নেতা অজিত প্রসাদ মাহাতো। কুড়মিদের তরফে জানানো হয়েছে, দাবিপূরণ না হওয়া পর্যন্ত অনির্দিষ্টকাল এই রেল টেকা চালিয়ে যাবেন তাঁরা।

কুড়মিদের আদিবাসী হিসাবে স্বীকৃতির প্রক্রিয়া হিসাবে কেন্দ্রের কাছে সিআরআই রিপোর্টের কমেন্ট ও জাস্টিফিকেশন পাঠানোর দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে লড়াই চালিয়ে আসছে এ রাজ্যের কুড়মিরা। কুড়মিদের অভিযোগ, এ রাজ্যের সরকার কেন্দ্রের কাছে কুড়মিদের আদিবাসী হিসাবে স্বীকৃতি দানের প্রস্তাব পাঠালেও, ২০১৭ সালে কেন্দ্রের তরফে রাজ্যের কাছে সিআরআই রিপোর্টের যে কমেন্ট ও জাস্টিফিকেশন চেয়ে পাঠানো হয়, তা রাজ্য সরকার পাঠায়নি। কুড়মিদের দাবি, এই পরিস্থিতিতে সাঁওতালরা বিরোধী আন্দোলন শুরু করায় এ রাজ্যের সরকার এখন সাঁওতাল নাকি কুড়মি, কাদের হাতে রাখবে তা নিয়ে দোলাচলে রয়েছে। এই অবস্থায় রাজ্য সরকার বারেবারে কুড়মিদের আশ্বাস দিলেও, কাজের কাজ কিছুই হয়নি। স্বাভাবিক ভাবেই রাজ্য সরকারের এই ভূমিকায় ক্ষুব্ধ এ রাজ্যের কুড়মি সমাজ ফের একবার পুজোর মুখে রেল টেকার ডাক দিয়েছে।

কুড়মি সমাজের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এ রাজ্যের পুরুলিয়া জেলার কুশটাঁড় ও ঝাড়গ্রাম জেলার খেমাশুলিতে ২০ সেপ্টেম্বর থেকে অনির্দিষ্টকাল এই রেল টেকা আন্দোলন চলবে। দু'টি স্টেশনে সবমিলিয়ে কুড়মি সম্প্রদায়ের দু' লক্ষ মানুষ জমায়েত করবেন বলেও জানিয়েছে কুড়মি সমাজের নেতৃত্ব। তবে শুধু এবার এ রাজ্যেই নয়, পাশাপাশি ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশা রাজ্যে বসবাসকারী কুড়মিরাও আদিবাসীদের স্বীকৃতির দাবিতে রেল টেকা আন্দোলনে যোগ দিচ্ছেন বলে জানিয়েছে কুড়মি নেতৃত্ব।

তাঁদের দাবি, এ রাজ্যে দু'টি স্টেশনে রেল টেকার পাশাপাশি ঝাড়খণ্ডের পাঁচটি স্টেশন ও ওড়িশার তিনটি স্টেশনেও একই দিন থেকে রেল টেকা আন্দোলন শুরু করবেন সেখানে বসবাসকারী কুড়মিরা। শেষ পর্যন্ত ঘোষিত এই আন্দোলনে কুড়মিরা নামলে পুজোর মুখে এ রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের পাশাপাশি পূর্ব ভারতের একটা বড় অংশে রেল পরিষেবা যে বিপর্যস্ত হবে, তা বলার অপেক্ষা থাকে না।

চা বাগান দখলকে কেন্দ্র করে মালিক পক্ষ ও শ্রমিকদের সংঘর্ষ, আটক ৬

ছররা গুলিতে গুলিবিদ্ধ ১৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: চা বাগানের দখলকে কেন্দ্র করে মালিকপক্ষ ও আদিবাসী শ্রমিকদের মধ্যে সংঘর্ষে উত্তপ্ত গোটা এলাকা। সংঘর্ষের জেরে ছররা গুলি চালানোর অভিযোগ। গুলিবিদ্ধ প্রায় ১৩ জন। ঘটনাটি ঘটেছে, এদিন উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়ার হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েতের আমবাড়ি এলাকার পিয়ারেলাল চাবাগানে। আহতদের মধ্যে ৪ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পিয়ারেলাল চা বাগানটির মালিক বাগানটি সম্প্রতি অন্যজনের কছে বিক্রি করে দেয়। দীর্ঘদিন ধরেই সেই বাগানে কর্মরত শ্রমিকরা ওই বাগানের পাশেই অস্থায়ীভাবে বসবাস করত। এবং দীর্ঘদিন ধরে বাগানের নতুন মালিক পক্ষ ও শ্রমিকদের মধ্যে বাগান দখলকে কেন্দ্র করে ঝামেলা চলছিল। এই নিয়ে একাধিকবার আন্দোলনেও নামে আদিবাসীরা। সোমবার সেই বাগান দখল করতে গেলে নতুন মালিকপক্ষ ও আদিবাসী শ্রমিকদের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। এই সংঘর্ষে ছররা গুলি চালানোর অভিযোগ মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে। বেশ কয়েকজন ছররা গুলিতে আহত হয়েছে।

আহতদের উদ্ধার করে চোপড়ার দলুয়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তাদের ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। আহতদের মধ্যে ৪ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে পাঠানো হয়েছে।

শ্রমিকদের অভিযোগ, মালিকপক্ষের ভাড়া করে আনা

দুষ্কৃতীরা তাদের ওপরে গুলি চালায়। ঘটনার জেরে ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি হয় গোটা এলাকা জুড়ে।

ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় চোপড়া থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনাস্থলে মোতায়েন রয়েছে বিরাট পুলিশ বাহিনী। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনায় অভিযুক্ত ৬ জনকে আটক করা হয়েছে।

চাল চুরির অভিযোগে উত্তেজনা পানাগড় বাজার হিন্দি হাইস্কুলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: সোমবার ফের চাল চুরির অভিযোগে উত্তেজনা ছড়াল পানাগড় বাজার হিন্দি হাইস্কুলে। রবিবার পানাগড় বাজার হিন্দি হাইস্কুলে চাল চুরির অভিযোগ প্রকাশ্যে আসে। এরপর সোমবার সকালে বিদ্যালয় খুলতেই এক এক করে ভিড় করেন এলাকার মানুষ ও অভিভাবকরা। সোমবার দুপুরে এলাকার বাসিন্দা ও অভিভাবকরা পানাগড় বাজার হিন্দি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষককে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান।

স্থানীয়দের অভিযোগ, রবিবারের চুরির অভিযোগ সামনে আসার পর, সোমবার বিদ্যালয় খোলার পরেও স্কুলের প্রধান শিক্ষক কোনও রকম আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। বিদ্যালয় থেকে চাল চুরির ঘটনা বিদ্যালয়ের একাংশ অভিযুক্ত বলে দাবি স্থানীয়দের। দোষীদের শাস্তির দাবি জানিয়েছেন পানাগড় বাজার হিন্দি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক জে কে পান্ডে জানিয়েছেন, মিড ডে মিলের স্টোর রুম সাফাই করার জন্য চালের বস্তা অন্যত্র সরিয়ে রাখা হচ্ছিল। সাফাই শেষ হলে পুনরায় চালের বস্তা রাখা হত সেখানে। কিন্তু মিড ডে মিলের যিনি দায়িত্বে ছিলেন মনমোহন সিং নামের সেই ব্যক্তি চালের বস্তা স্কুলের বাইরে নিয়ে যাচ্ছিলেন। সেটা তিনি জানতেন না। এই বিষয়ে বিদ্যালয় পরিচালনা সমিতির সঙ্গে কথা বলে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন তিনি।

যদিও প্রধান শিক্ষকের সাফাই শুনতে নারাজ স্থানীয় সিপিএম নেতা হরজিত সিং। তাঁর অভিযোগ, প্রধান শিক্ষক গোটা ঘটনার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। তাই তিনি মিথ্যা কথা বলছেন। কারণ রবিবার সকালে চাল চুরির অভিযোগ যে সময় ওঠে, সে

এলাকার বাসিন্দারা। একদল বিক্ষোভকারী প্রধান শিক্ষকের ঘর ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখতে শুরু করেন।

অপর দিকে একদল মানুষ বিদ্যালয়ের সিঁড়ির লোহার গ্রিলে তালা ঝুলিয়ে দিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। স্থানীয়দের বিক্ষোভের জেরে বিদ্যালয় চত্বরে উত্তেজনার সৃষ্টি হলে কাঁকসা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী পৌঁছয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিক্ষোভ সামাল দেয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একাংশ প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে মিড ডে মিলের রান্নার বিষয়ে গাফিলতির অভিযোগও তুলেছেন।

অন্যদিকে, বিদ্যালয়ের অধিকাংশ ক্লাসের বোর্ডে 'প্রধান শিক্ষক চোর' বলে লিখলেন স্থানীয় ও পড়ুয়ারা। বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের অভিযোগ, প্রধান শিক্ষক নিয়মিত স্কুলে আসেন না। গোটা বিদ্যালয় আবর্জনা ও জল থই থই করছে। খাবার জায়গা অপরিচ্ছন্ন থাকায় নোংরার মধ্যেই তাদের মিড ডে মিলের খাবার খেতে হয়। এই বিষয়ে প্রধান শিক্ষককে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। সময় যে ব্যক্তি স্কুলের চালের বস্তা কিনবে বলে এসেছিলেন, তা হলে বীরভূমের ওই চাল ব্যবসায়ী বিদ্যালয়ে কেন ঢুকেছিলেন। একই দাবি তুলেছেন কংগ্রেসের কাঁকসা ব্লকের সাধারণ সম্পাদক ধর্মেন্দ্র শর্মা। তাঁর অভিযোগ, প্রধান শিক্ষক থানায় কোনও অভিযোগ জানাতে চাইছেন না, কারণ বিষয়টা তদন্ত হলে তিনিও ফাঁসবেন বলে। স্টোর রুম সাফাই হলে অন্য রুমে চালের বস্তা রাখা উচিত ছিল। কিন্তু স্কুল পরিচালনা সমিতি মনমোহন সিং নামে যাঁকে দায়িত্ব দিয়েছিল মিড ডে মিলের, তিনি টোটোয় করে চালের বস্তা কেন বাইরে নিয়ে যাচ্ছিলেন।আর ওই টোটোর সঙ্গে যে চালের বস্তা কেনার জন্য ব্যবসায়ী কেন সঙ্গে এসেছিলেন, সেই প্রশ্নই তুলেছেন তিনি। এই বিষয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির যুব মোর্চার পক্ষ থেকে সোমবার কাঁকসার বিডিওর কাছে বিদ্যালয়ের চাল চুরির ঘটনায় লিখিত অভিযোগ জানানো হয়। অন্যদিকে বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সভাপতি কুলদীপ সিং ভিন রাজ্যে থাকার কারণে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

SBI | **এসবিআই বিবেকানন্দ রোড শাখা, (০১৬৫১),** ৮৩/১এ, বিবেকানন্দ রোড কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০০৬ | **সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি**

কিছু ব্যক্তি/ব্যক্তিগণ যারা **এসবিআই বিবেকানন্দ রোড শাখা** থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে সোনার ঋণ নিয়েছিলেন, তারা সময়সূচী অনুযায়ী শোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যাদের সম্পত্তি নোটিশ/বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দেয়নি বা এই পরিস্থিতিতে নোটিশটি অবিলম্বে ফেরত দেওয়া হয়েছে, তাই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি সোনার ঋণ(গুলি) নিলামের দিন এর আগের দিন **বিকাল ৪টার** আগে ঋণ পরিশোধ করা না হয়, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শাখা প্রেমিসেসে/গোল্ড হাব-এ উল্লিখিত সময় এবং তারিখে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংযোগে ব্যয় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা বহন করা হবে। ব্যাঙ্ক যে কোন সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝখানে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কার দখল পেতে পারেন।
ঋণগ্রহীতা: সঞ্চিত আরওয়াল

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	৩০.০৮.২০২৩	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ ক্যারট	মোট ওজন ১৯.১৭০ গ্রাম নিট ওজন ১৬.৮৭০ গ্রাম	১টি সোনার নেকলেস
২.	৩০.০৮.২০২৩	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ ক্যারট	মোট ওজন ৮.৬৯০ গ্রাম নিট ওজন ৭.৬৫০ গ্রাম	২টি সোনার কানের দুল
৩.	৩০.০৮.২০২৩	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ ক্যারট	মোট ওজন ৫.৭৪০ গ্রাম নিট ওজন ৫.০৫০ গ্রাম	১টি সোনার মানটিকা (টিকলি)
৪.	৩০.০৮.২০২৩	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ ক্যারট	মোট ওজন ২৮.৮৫০ গ্রাম নিট ওজন ১১.০০০ গ্রাম	২টি সোনার বালা (গালা)

তারিখ: ২২.০৮.২০২৩ স্থান: কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

BANGIYA GRAMIN VIKASH BANK (A GOVT. ENTERPRISE) | নদীয়া আঞ্চলিক কার্যালয় ৫, আর.কে.মিত্র লেন, পাত্র মার্কেট, পোস্ট- কৃষ্ণনগর, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১১০১ | **দখল বিজ্ঞপ্তি**

যেহেতু, বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্কের অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেট অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৯-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতা / জামিনদারগণকে আহ্বান জানিয়ে তাদের সাপেক্ষে উল্লিখিত তারিখে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে বলেন উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহনের তারিখ থেকে ৬০ দিনের ভিতর।
ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতাগকে ও জনগণকে সাধারণভাবে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন উক্ত রুলের রুল ৯-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে, তাঁদের নামের পাশে উল্লিখিত তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণকে ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন ও এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে নীচে উল্লিখিত টাকার অঙ্ক এবং তদুপরি সুদ ও চার্জ বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্কের ধার্য সাপেক্ষ হবে।

ক্র.নং, শাখার নাম, ফোন নং, ইমেইল	অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতা/ স্বত্বাধিকারী/ জামিনদারের নাম এবং ঠিকানা	বন্ধকীকৃত সম্পত্তির বিবরণ	১) ১৩(০২) এর তারিখ ২) দখলের তারিখ ৩) দাবির পরিমাণ
(১) চিত্রশালি bmchi@bgvbank.co.in	**দীপান্বিতা সরকার (দেব) এবং সোমরাজ সরকার স্বত্বাধিকারী/ ঋণগ্রহীতা: ১. দীপান্বিতা সরকার (দেব),** স্বামী-সোমরাজ সরকার, গ্রাম- নির্মল নগর, হরিপদ চ্যাটার্জি এবং ডাকবাংলো রোড, পোস্ট- কৃষ্ণনগর, জেলা নদীয়া, পিন- ৭৪১১০১ **(ঋণগ্রহীতা)**। **২. সোমরাজ সরকার,** পিতা- ইসিদার সরকার, গ্রাম- নির্মল নগর, হরিপদ চ্যাটার্জি এবং ডাকবাংলো রোড, পোস্ট- কৃষ্ণনগর, জেলা নদীয়া, পিন-৭৪১১০১ **(সহ- ঋণগ্রহীতা)**।	জমি এবং ভবন সমন্বিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মৌজা- কৃষ্ণনগর, জেএল নং- ৯২, প্লট নং- এলআর ১১২৫৬ আরএস ৮২৪৭, খতিয়ান নং- এলআর ৪২১৭৯ আরএস ৪৯২৩, জমির প্রকৃতি- বাড়ি, এলাকা- ৪.৭৫ শতক, ২০১৫ সালের ডিড নং আই- ১৫৮৯৬ দ্বারা নিবন্ধিত। পরিবেষ্টিত (ডিড অনুযায়ী): উত্তর-ই ব্লকের সম্পত্তি, দক্ষিণ- কমন প্যাসেজ, পূর্বে- প্রাইভেট প্যাসেজ, পশ্চিম- মাঝেরপাড়া রোড দ্বারা, থানা- কোতোয়ালি, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১১০১। নিম্নোক্তদের নাম আছে- ১) দীপান্বিতা সরকার (দেব), স্বামী-সোমরাজ সরকার, গ্রাম- নির্মল নগর, হরিপদ চ্যাটার্জি এবং ডাকবাংলো রোড, পোস্ট- কৃষ্ণনগর, জেলা নদীয়া, পিন-৭৪১১০১ (ঋণগ্রহীতা)। ২) সোমরাজ সরকার, পিতা-ইসিদার সরকার, গ্রাম- নির্মল নগর, হরিপদ চ্যাটার্জি ও ডাকবাংলো রোড, পোস্ট- কৃষ্ণনগর, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১১০১(সহ-ঋণগ্রহীতা)।	১) ০১.০৬.২০২৩ ২) ১৭.০৮.২০২৩ ৩) ২৯,২৯,১৪৬.৭৪ টাকা **(উনত্রিশ লক্ষ উনত্রিশ হাজার একশো ছেচল্লিশ টাকা এবং চুয়াত্তর পয়সা মাত্র)** ২৯.০৩.২০২৩ পর্যন্ত ধার্য্য সুদ তদুপরি আনুষঙ্গিক চার্জ, ব্যয় ইত্যাদি সহ অধার্যকৃত সুদ।
(২) চিত্রশালী bmchi@bgvbank.co.in	**গৌতম বিশ্বাস স্বত্বাধিকারী/ ঋণগ্রহীতা: গৌতম বিশ্বাস,** পিতা- গোপাল বিশ্বাস, গ্রাম- চন্দনপুকুর, পোস্ট- চিত্রশালি, জেলা- নদীয়া, পিন ৭৪১১৫১। **জামিনদার: নিমাই সাধুখাঁ,** পিতা- সন্তোষ সাধুখাঁ, গ্রাম- চন্দনপুকুর পোস্ট- চিত্রশালি, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১৫১	জমি এবং ভবন সমন্বিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মৌজা- জয়পুর, জেএল নং- ৩৯, প্লট নং- আরএস ও এলআর ৪০১, খতিয়ান নং এলআর৬৩০০, জমির প্রকৃতি- ভিটি, এলাকা- ০৩ ডেসিমেল , ২০০৮ সালের দলিল নম্বর আই- ০২৪৪৪ এ নিবন্ধিত, পরিবেষ্টিত (ডিড অনুযায়ী): উত্তর- চারুবালার সম্পত্তি, দক্ষিণ- রবীন পালের সম্পত্তি, পূর্ব- রবীন পালের সম্পত্তি, পশ্চিম- মালিকের সম্পত্তি ও কমন প্যাসেজ দ্বারা, থানা- হাঁসখালি, জেলা- নদীয়া , পিন-৭৪১১৫১ গৌতম বিশ্বাস, পিতা- গোপাল বিশ্বাস এর নামে গ্রাম- চন্দনপুকুর, পোস্ট- চিত্রশালি, জেলা- নদীয়া, পিন ৭৪১১৫১, ঋণগ্রহীতা হিসাবে	১) ০৮.১২.২০২২ ২) ১৭.০৮.২০২৩ ৩) ৬,৬৯,১৪৭.৫০ টাকা **(ছয় লক্ষ উনসত্তর হাজার একশো সাতচল্লিশ টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা মাত্র)** (০৩.০৮.২০২৩ পর্যন্ত ধার্য্য সুদ) তদুপরি আনুষঙ্গিক চার্জ, ব্যয় ইত্যাদি সহ অধার্যকৃত সুদ।
(৩) নৃসিংহপুর bmnsp@bgvbank.co.in	**মাম্পি বিশ্বাস বর্মণ স্বত্বাধিকারী/ ঋণগ্রহীতা- মাম্পি বিশ্বাস বর্মন,** স্বামী- তন্ময় বর্মন, গ্রাম- বাজারপাড়া, পোস্ট- নৃসিংহপুর, থানা-শান্তিপুর, জেলা- নদীয়া, পঃবঃ, পিন-৭৪১৪০৪। জামিনদার- তন্ময় বর্মন, পিতা- প্রয়াত সুনীল বর্মন, গ্রাম- বাজারপাড়া, পোস্ট- নৃসিংহপুর, থানা-শান্তিপুর, জেলা- নদীয়া, পঃবঃ, পিন-৭৪১৪০৪।	জমি এবং ভবন সমন্বিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মৌজা- নৃসিংহপুর, জেএল নং- ১৬, প্লট নং- আরএস ১৭৬৩/৩৬৫০ এবং এলআর ৩৫৬১, আরএস ১৭৬৩/৫১৬৯ এবং এলআর ৩৫৬২, খতিয়ান নং আরএস ২৭১ ও এলআর ২৮৮৮, জমির প্রকৃতি- বাড়ি, এলাকা- ০৫ শতক, ২০১৯ সালের দলিল নং আই- ১৩১৪০৪৬৯৩ তে নিবন্ধিত। পরিবেষ্টিত (ডিড অনুযায়ী): উত্তর-সৌমেন বর্মনের জমি, দক্ষিণে- প্রয়াত নৃপেন বর্মন ও নারান বর্মন এর জমি,পূর্ব ও পশ্চিমে- মালিকের জমি, থানা- শান্তিপুর জেলা - নদীয়া, পিন-৭৪১৪০৪। তন্ময় বর্মন, পিতা- প্রয়াত সুনীল বর্মণ -এর নামে, গ্রাম- বাজারপাড়া, পোস্ট- নৃসিংহপুর, থানা- শান্তিপুর জেলা , নদীয়া, পঃবঃ, পিন- ৭৪১৪০৪, (জামিনদার)।	১) ০৮.১২.২০২২ ২) ১৭.০৮.২০২৩ ৩) ৩,৮৭,২৬০.৭০ টাকা **(তিন লক্ষ সাতাশি হাজার দুইশো ষাট টাকা এবং সত্তর পয়সা মাত্র)** (০২.০৮.২০২৩ পর্যন্ত ধার্য্য সুদ) তদুপরি আনুষঙ্গিক চার্জ, ব্যয় ইত্যাদি সহ অধার্যকৃত সুদ।

তারিখ: ২২.০৮.২০২৩ স্থান: কৃষ্ণনগর, নদীয়া — অনুমোদিত অফিসার, বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক নদীয়া রিজিওনাল অফিস

বৈঁক ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI Relationship Beyond Banking | **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** বারাসাত জোনাল অফিস অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট ৩য় তল, ডিডি-২, সল্টলেক, সেক্টর - ১ বিধান নগর, কলকাতা - ৭০০ ০৬৪

সংযোজন এফ
পরিশিষ্ট-৪, [রুল-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক** হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **১৩.০৬.২০২৩ তারিখের** একটি **দাবি বিজ্ঞপ্তি** প্রদানপূর্বক **এ/সি মেসার্স বায়ো সার্ভার এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বাধিকারী- শঙ্কর প্রসাদ চৌধুরী, ঠিকানা- ২১/১ স্বামী শিবানন্দ রোড, পোস্ট ও থানা- বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনা, -কোল- ৭০০১২৪ এর নামে ক্যাশ ক্রেডিট/টার্ম লোন-এর ঋণগ্রহীতা/অংশীদার**-কে আহ্বান জানিয়ে নোটিসে উল্লিখিত **২৬,৭৯,৫৩৪.১৯ টাকা (টাকা- ছাব্বিশ লক্ষ উনআশি হাজার পাঁচশো চৌত্রিশ টাকা এবং উনিশ পয়সা মাত্র) এবং (৩০.০৩.২০২৩ পর্যন্ত সুদ গণনা করা হয়েছে)** বকেয়া টাকা উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদার টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারকে ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে উল্লিখিত পরিসম্পদের দখল নিয়েছেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ -এর সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **১৮ অগাস্ট, ২০২৩** তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/জামিনদারকে ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই বিষয় সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি/সুরক্ষিত পরিসম্পদ নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে উল্লিখিত **২৬,৭৯,৫৩৪.১৯ টাকা (৩০.০৩.২০২৩ পর্যন্ত সুদ গণনা করা হয়েছে)** এবং তদুপরি সুদ **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, বারাসাত শাখার ধার্য** সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
১. স্টক, বুক ডেটস এর হাইপোথেকেশন
২. বি. মৌজা- বারাসাত, জেএল নং. ৭৯, রে.সা. নং ২৬১, তৌজি নং ১৪৬, আরএস দাগ নং- ৪৯৩, আরএস খতিয়ান নং-৬৪১, এলআর দাগ নং -১১৮৬ ,এলআর খতিয়ান নং- ৭৪৩৪, থানা-বারাসাত, বারাসাত পৌরসভার আওতাভুক্ত, ওয়ার্ড নং ২৭, হোল্ডিং নং ২১/১, স্বামী শিবানন্দ রোড, এডিএসআরও, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনায় অবস্থিত ২ তলা বিল্ডিং সহ কমবেশি প্রায় ২ কাঠা বা ৩.৩০ ডেসিমেল পরিমাণের জমি স্থাবর সম্পত্তির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক। ২০১৪ সালের দলিল নং আই-০৫৪২৪। **সম্পত্তিটি পরিবেষ্টিত: উত্তরে**- শঙ্কর প্রসাদ কর্মকারের বাড়ি, **দক্ষিণে**- পুকুর দ্বারা, **পূর্বে**- খালি জমি দ্বারা, **পশ্চিমে**- সড়ক দ্বারা।

তারিখ: ১৮.০৮.২০২৩ স্থান: বারাসাত — স্বা/- চিফ ম্যানেজার ও অনুমোদিত অফিসার ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, বারাসাত শাখা

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) Punjab & Sind Bank (A Govt. of India Undertaking) Where service is a way of life

বাঁশদ্রোনি শাখা, ১/৫৩, নাকতলা, কলকাতা - ৭০০০৪৭
ফোন নং : ০৩৩-২৪৭১০৭২৫, ইমেল আইডি : c0669@psb.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১)]

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী **পাঞ্জাব এন্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক** -এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এক্ট ২০০২ (২০০২-এর ৫৪) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে তাঁর উপর ন্যস্ত ক্ষমতাবলে **০৫.১২.২০১৯ তারিখে** একটি **দাবি বিজ্ঞপ্তি** জারি করে **ঋণগ্রহীতা: শ্রী অমরনাথ চৌধুরী,** পিতা- রাম বিলাশ চৌধুরী এবং **সহ-ঋণগ্রহীতা: শ্রী প্রদীপ কুমার চৌধুরী,** পিতা- অমরনাথ চৌধুরী, ঠিকানা- রানীপাড়া, উদয়নপল্লী, পোস্ট- বোড়াল, থানা- সোনারপুর, কলকাতা-৭০০১৫৪ এবং শ্রী কিশোরী চৌধুরী (জামিনদার), পিতা- রাম বিলাশ চৌধুরী -কে আহ্বান জানিয়ে নোটিশে উল্লিখিত অর্থ **১৩,৯৪,৯২১/- টাকা** (তেরো লক্ষ চুরানব্বই হাজার নয়শো একুশ টাকা মাত্র) ৩০.১১.২০১৯ অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ সহ উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতা অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণ জনগণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলস-এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩ এর সাব-সেকশন (৪) এর অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর ন্যস্ত অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন **২১ অগাস্ট ২০২৩** তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেনের জন্য **১৩,৯৪,৯২১/- টাকা** (তেরো লক্ষ চুরানব্বই হাজার নয়শো একুশ টাকা মাত্র) ৩০.১১.২০১৯ অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ **পাঞ্জাব এন্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক** -এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ: সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল পরিমাপ কমবেশি ৭৬৫ বর্গ ফুট যার হোল্ডিং নং.১০২২ রানিয়া , ''সি'' রোড ওয়ার্ড নং ৩৫, থানা- সোনারপুর, রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার অধীনে, কলকাতা-৭০০১৫৪ বিক্রয় দলিল নং ২৬.০৩.২০১০ সালের ০২৩৫৩ **শ্রী অমরনাথ চৌধুরীর নামে** আলিপুর অফিসে সম্পাদিত হয়েছিল এবং বই নং আই, ভলিউম নং ৯, পৃষ্ঠা -৭২৩ থেকে ৭৩৭ পর্যন্ত তে লিপিবদ্ধ হয়েছে। পরিবেষ্টিত- উত্তরে- দাগ নং ২৬ এর অংশ, পূর্বে- ৩০ ফুট প্রশস্ত বুড়িয়া মেইন রোড, দক্ষিণে- দাগ নং ২৬ এর অংশ, পশ্চিমে- মৌজা রানিয়া, দাগ নং ১১৮০ দ্বারা।

তারিখ : ২১.০৮.২০২৩ স্থান : কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার পাঞ্জাব এন্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক

ইংডিয়ন বৈংক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD | **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** জোনাল অফিস: কলকাতা দক্ষিণ ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০০১ | পরিশিষ্ট-৪-এ" [অনুবিধি রুল ৮(৬) দেখুন] স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ -এর রুল ৮(৬) -এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রয়-এর জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে নিচে বর্ণিত বন্ধকীকৃত/ ধার্যকৃত স্থাবর সম্পত্তি যার প্রতীকীদখল নিয়েছেন সুরক্ষিত ঋণদাতা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক-এর অনুমোদিত আধিকারিক, যা বিক্রি হবে **''যেখানে যেমন আছে'', ''সেখানে যা আছে'', এবং ''সেখানে যা কিছু আছে'' ভিত্তিতে, আগামী** ২৭.০৯.২০২৩ তারিখে **সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা** পর্যন্ত, বকেয়া টাকা পুনরুদ্ধারের জন্য যা নিচে উল্লিখিত প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে, যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সুরক্ষিত ঋণদাতা-এর প্রাপ্য। ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে গণনা করা হয়েছে।

ক্র নং	ঋণগ্রহীতা/শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	ক) দখলের ধরন খ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা গ) সংরক্ষিত মূল্য ঘ) ইএমডি পরিমাণ ঙ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ চ) সম্পত্তি আইডি ছ) বকেয়া পরিমাণ
১.	শ্রী রাজু মজুমদার এবং শ্রীমতী তৃপ্তি মজুমদার, শাখা : বড়িশা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি ফ্ল্যাট নং সি-৩ (দক্ষিণ পূর্ব দিকে) ৪র্থ তলে, ভবনের পরিমাণ ৮৪০ বর্গফুট কমবেশি ২৫ শতাংশ সুপারবিল্ট আপ এরিয়া সহ দুই বেড রুম, একটি কিচেন তথা ডাইনিং, দুই বাথরুম, জমিস্থিত সম্পত্তির অবিভক্ত অংশের যথাযথ অংশ রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় দলিল নং : ১-১৬০৭০৪৩৭৪, বুক নং : ১, ভল্যুম নং : ১৬০৭-২০১৬, পৃষ্ঠা ১৩৯০২২ থেকে ১৩৯০৬০, দলিল নং : ১৬০৭০৪৩৭৪ - ২০১৬ এডিএসআরও -বেহালা, জমির বিস্তারিত : জমির পরিমাণ ০৬ কাঠা ১৪ ছটাক কমবেশি মৌজা- পূর্ব বড়িশা, জেএল নং ২৩, আরএস নং ৪৩, তৌজি নং : ১-৬, ৮-১০, ১২-১৬, খতিয়ান নং ২০৮৪, দাগ নং ৩১১২/৩১৯৪, পরগনা -খাসপুর, প্রেমিসেস নং ২৯২২, বিদ্যাসাগর সরণি, ওয়ার্ড নং- ১২৪, পোঃ- ঠাকুরপুকুর, থানা -হরিদেবপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঠিকানায় শ্রী রাজু মজুমদার এবং শ্রীমতী তৃপ্তি মজুমদারের নামে সমুদয় সম্পত্তি। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** ১৮ ফুট চওড়া কেএমসি রোড, **দক্ষিণে :** দাগ নং ৩১/৩১৯৪ জমি, **পূর্বে :** শ্রী তাপস কুমার ঘোষের জমি, **পশ্চিমে :** বকুল চক্রবর্তীর জমি সমন্বিত।	ক) প্রতীকী খ) নেই গ) ২৩,৮১,০০০.০০ টাকা ঘ) ২,৩৯,০০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০/- টাকা চ) IDIB50296601251 ছ) ১২,৭১,২৯০.০০ টাকা

বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য আমাদের ই-অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার এমএসটিসি লিঃ -এর ওয়েবসাইট (**www.mstcecommerce.com**) দেখুন। টেকনিক্যাল সাহায্যের জন্য এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২২৯০১০০৪ এবং সার্ভিস প্রোভাইডারদের অন্য চালু হেল্পলাইন নম্বরে অনুগ্রহ করে ফোন করুন। এমএসটিসির সাথে রেজিস্ট্রেশন স্টেটাস এবং ইএমডি স্টেটাস জানার জন্য অনুগ্রহ করে ibapifin@mstcecommerce.com -এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট বিশদ তথ্যাদি এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়মাবলী ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে **https://ibapi.in** দেখুন এবং এই পোর্টাল সংশ্লিষ্ট কোনও সংশয় দূরীকরণের জন্য অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর '১৮০০১০২৫০২৬' এবং '০১১-৪১১০৬১৩১' -এ যোগাযোগ করুন।
বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com**-এ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়ার সময় উপরে উল্লিখিত **সম্পত্তির আইডি নং ব্যবহার করুন**।

তারিখ: ২২.০৮.২০২৩, স্থান: কলকাতা — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI | **শাখা - স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা** শাখার ঠিকানা : ১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭১ শাখার ই-মেইল আইডি: sbi.05171@sbi.co.in | দ্য সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩(২) অধীনে বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, ঋণগ্রহীতা: **মেসার্স লতিকা সি ফুড প্রাইভেট লিমিটেড** ব্যাঙ্ক থেকে যে ঋণ সুবিধা পেয়েছিলেন সেই ঋণের মূল রাশি ও সুদ ফেরত দিতে ব্যর্থ হন ও ঋণটি নন-পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩(২) অধীনে বিজ্ঞপ্তিসমূহ তাঁদের প্রদান করা হয়েছিল, তাঁদের সর্বশেষ ঠিকানায়, কিন্তু সেগুলি গৃহীত না হয়ে ফিরে আসে এবং এই কারণেই এতদ্দ্বারা তাঁদের এই পাবলিক নোটিস মাধ্যমে জানানো হচ্ছে।

ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারের নাম সহ ঠিকানা	সম্পত্তির বিশদ/সুরক্ষিত সম্পদের ঠিকানা বলবৎ করা হবে	বিজ্ঞপ্তির তারিখ	এনপিএ-র তারিখ	বকেয়া পরিমাণ (বিজ্ঞপ্তির তারিখ অনুযায়ী)
ঋণগ্রহীতা : মেসার্স লতিকা সি ফুড প্রাইভেট লিমিটেড গ্রাম : খাদালগোবরা, পোঃ এবং থানা- দিঘা, জেলা- মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭২১৪২৮ **এবং** পদমপুকুরিয়া, কাঁথি, পিন-৭২১৪০১, পশ্চিমবঙ্গ **ডিরেক্টর এবং জামিনদাতা : শ্রী শুভাশিস সামন্ত শ্রীমতী স্বরূপা সামন্ত সকলের ঠিকানা:** নিবেদিতা কমপ্লেক্স, বিএল-বি৪, হাতাবাড়ি, কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ- ৭২১৪০১ **এবং** পদমপুকুরিয়া, কাঁথি, পিন- ৭২১৪০১, পশ্চিমবঙ্গ। **লোন অ্যাকাউন্ট নং : ১১২৬১৩৫৪১০০ (সি.সি), ৪০২০২২৯৪০১৬ (সি.সি), ৪০২৯৬৭১০৯০৫ (জিইসিএল ১.০), ৪১০১৪১৫১৭২২ (জিইসিএল ৩০%), ৪০০৫৫০১১৯৩১ (ডব্লুসিটিএল), ৪০০৫৫৭৮৫১২৩(এফআইটিএল)**	**সম্পত্তি নং ১:** সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং একতলা ভবন পরিমাণ ৮.১৭ ডেসিমেল অবস্থিত জেএল নং ২৬৩, আরএস খতিয়ান নং ১০৮, এলআর খতিয়ান নং ১০৫৪, আরএস প্লট নং ৮০৫, এলআর প্লট নং ৮৭৭, মৌজা- পদমপুকুরিয়া, থানা- কাঁথি, জেলা -পূর্ব মেদিনীপুর। **সম্পত্তি শুভাশিস সামন্তর নামে।** ক) ৪৯০৯/২০০৪ রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর কাঁথি-১, খ) ৬৬৫৭/২০০৪ রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর কাঁথি-১, গ) ৭৩৪/২০০৫ রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর কাঁথি-১, ঘ) ৭৩৫/২০০৫ রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর কাঁথি -১, (উল্লিখিত সমুদয় দলিল অধীন মোট এরিয়া ৮.১৭ ডেসিমেল) **সম্পত্তি নং ২:** সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ফ্ল্যাট পরিমাণ আনুমানিক ১০৮০ বর্গফুট ৪র্থ তলে, বি-ব্লক, নির্মাণ সরঞ্জামের স্পেসিফিকেশন, ভবনটি আর সি সি কলম ফাউন্ডেশন ডিজাইনে একতলা এবং তিনটি তলা বেসমেন্ট মেঝে সহ যার মধ্যে থেকে ৭০ বর্গফুট নং ২ চিহ্নিত পার্কিং এরিয়া। সম্পত্তি অবস্থিত জেএল নং ৩৬৯, খতিয়ান নং ১৪৮, প্রা.এলআর খতিয়ান নং ১০৭৭, সাবেক প্লট নং ১৭১, মৌজা- হাতাবাড়ি, ওয়ার্ড নং ৯, এডিএসআর অফিস, কাঁথি-১, পরগনা- মাজনামুথা, থানা-কাঁথি, কাঁথি মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা ২৪ পরগনা, **দলিল নং ২১২৮/২০১১। সম্পত্তি শুভাশিস সমান্তর নামে।** **সম্পত্তি নং ৩ :** সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত কমার্সিয়াল জমি এবং ভবন পরিমাণ আনুমানিক ১২.৫ ডেসিমেল অবস্থিত জেএল নং ২৬৩, আরএস দাগ নং ৬৫০ এবং ৬৫১, এলআর দাগ নং ৭০৩ এবং ৭০৪, আরএস খতিয়ান নং ২০৪, ১৪৬, এলআর খতিয়ান নং ১১৬০, মৌজা- পদমপুকুরিয়া, ওয়ার্ড নং ১৮, এডিএসআর -কাঁথি-১, থানা- কাঁথি, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, **দলিল নং ৬১৪৭/২০১১। সম্পত্তি শুভাশিস সমান্তর নামে।** **সম্পত্তি নং ৪ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি সম্পত্তি পরিমাণ আনুমানিক ১৯ ডেসিমেল,মৌজা- ফরিদপুর,জেএল নং ৫৭৫, এলআর খতিয়ান নং ৪৪২, এলআর দাগ নং ১২১৪, থানা-কাঁথি, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, **দলিল নং : ৮৪১৬/২০০৯। সম্পত্তি শুভাশিস সমান্তর নামে।**	২৭.০৭.২০২৩	২৯.১২.২০২২	৪,৫১,৬৪,৬৩৯.১৩ টাকা **(চার কোটি একান্ন লক্ষ চৌষট্টি হাজার ছয়শত উনচল্লিশ টাকা এবং তেরো পয়সা মাত্র) ২৭.০৭.২০২৩ তারিখে,** আনুষঙ্গিক খরচ, খরচ, চার্জ, ইত্যাদি সহ উপরোক্ত পরিমাণে চুক্তিভিত্তিক হারে ভবিষ্যৎ সুদ দিতেও আপনি দায়বদ্ধ।

বিজ্ঞপ্তির পরিবর্ত পরিষেবার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। উপরের ঋণগ্রহীতাকে এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া টাকা পরিশোধের জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে। অপারগ হলে এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩ ধারার (৪) উপধারা অধীনে পরবর্তী পদক্ষেপ গৃহীত হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।
দ্রষ্টব্য : আমরা সারফেসি আইন, ২০০২ এর ১৩(২) ধারা অনুসারে আপনাকে জারি করা আমাদের পূর্ববর্তী সমস্ত নোটিশ বাতিল এবং / অথবা প্রত্যাহার করছি, এটি উক্ত আইনের প্রাসঙ্গিক বিধান এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিগুলির অধীনে উপলব্ধ আমাদের অধিকার এবং প্রতিকারের প্রতি কোনও পক্ষপাত ছাড়াই।

তারিখ: ২২.০৮.২০২৩ স্থান: কলকাতা — অনুমোদিত আধিকারিক স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI | রিটেল অ্যাসেটস সেন্ট্রাল প্রসেসিং সেন্টার, হাওড়া, ২৩৯এ, পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া- ৭১১১০১, ই-মেইল : sbi.10263@sbi.co.in | **দখল বিজ্ঞপ্তি** (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১)]

লোন অ্যাকা. -৩৩৬৩৫৫১৭০৫৮ (এইচবিএল)এবং ৩৩৬৩৫৫১৭১৬১ (সুরক্ষা) ৩৭৩০০৫৩৬৭১৮ (হোম টপ আপ)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি, হাওড়া শাখার** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর নং-৩) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর **রুল ৩** -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে **০৬.০৫.২০২৩** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতা **শ্রী শুকদেব সেট,** পিতা-কৃষ্ণপদ সেট, ঠিকানা: গ্রাম- কৌতুকপুর, পোস্ট- কৃষ্ণনগর, থানা- জঙ্গিপুর, হুগলী- ৭১২৪০২ এবং অন্য **ঠিকানা: ৬১/১, নেতাজি সুভাষ রোড, হাওড়া- ৭১১১০১** -কে আহব্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ **২২,৩৪,১৯৩.০০ টাকা (বাইশ লক্ষ চৌত্রিশ হাজার একশো তিরানব্বই টাকা মাত্র ০৬.০৫.২০২৩** অনুযায়ী তদুপরি হালনাগাদ অর্জিত সুদ উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলা হয়েছিল, এছাড়াও আপনি আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদির সাথে উপরোক্ত পরিমাণের উপর চুক্তির হারে ভবিষ্যতের সুদ দিতেও দায়বদ্ধ।
ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, উক্ত রুলস-এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২ এর সেকশন ১৩ এর সাব-সেকশন(৪) অধীনে তাঁর উপর **অর্পিত ক্ষমতাবলে ১৭ ই অগাস্ট, ২০২৩ তারিখে।**
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/জামিনদারকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনওপ্রকার লেনদেনে, **২২,৩৪,১৯৩.০০ টাকা (বাইশ লক্ষ চৌত্রিশ হাজার একশো তিরানব্বই টাকা মাত্র ০৬.০৫.২০২৩** অনুযায়ী তদুপরি হালনাগাদ অর্জিত সুদ এবং সেইসঙ্গে আরও সুদ, আনুসঙ্গিক খরচ ইত্যাদি স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি হাওড়া শাখা -র ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
তথায় থাকা কাঠামো সহ দাগ নং ৬০৬৭ তে ৬০ ডেসিমেল, দাগ নং ৬০৭০ তে ১৩ ডেসিমেলে, দাগ নং ৬০৭১ তে ৭৯ ডেসিমেল এবং ৬০৭২ তে ১ একর এবং ১৪ ডেসিমেল, মোট পরিমাপ ২ একর এবং ৬৬ ডেসিমেল পরিমাপের বাস্তু জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা মৌজা- কৃষ্ণনগরে অবস্থিত যার জেএল নং ৫৬, রে. সা. নং ১৫৯৮, আর.এস. খতিয়ান নং ১৩৪৭, থানা- জঙ্গিপাড়া, জেলা- হুগলী।
জমিটি নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তরে- জঙ্গিপাড়া থেকে প্রসাদপুর রোড, দক্ষিণে- সরকারী খাল, পূর্বে- অমর দাসের জমি, পশ্চিমে- অশোক শো এর জমি ও পুকুর দ্বারা।
১৯৮৮ সালের দলিল নং ১৮০১, ভলিউম নম্বর ২২, পৃষ্ঠা ২৪৭ থেকে ২৫২ পর্যন্ত, বই- আই, এডিএসআর জঙ্গিপাড়া, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ-এ **নিবন্ধিত সম্পত্তিটি শ্রী শুকদেব সেটের নামে আছে।**
বিঃদ্রঃ: দখল বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যেই ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণকে স্পিড পোস্ট মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে। যদি ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণ এটি না পেয়ে থাকেন, তাহলে এই বিজ্ঞপ্তিটিই তাঁদের কাছে পরিষেবার পরিবর্ত পন্থা হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

তারিখ: ১৭.০৮.২০২৩ স্থান: হুগলী — অনুমোদিত অফিসার, এসবিআই, আরএসিপিসি-কাম-এসএআরসি, হাওড়া

গৃহবধূকে বিদ্যুতের শক দিয়ে খুনের অভিযোগ শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে, পলাতক অভিযুক্তরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: জামাইকে মোটরবাইক কিনে না দেওয়ায় নববধূকে বিদ্যুতের শক দিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার শ্রীপুর এলাকায়। সোমবার সকালে ওই গৃহবধূর মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজের মর্গে নিয়ে আনা হয়। এই ঘটনায় মৃতের পরিবার অভিযুক্ত জামাই জাহাঙ্গীর আলম-সহ শ্বশুরবাড়ির লোকেদের বিরুদ্ধে হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। ঘটনার পর থেকে পলাতক অভিযুক্তরা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গৃহবধূর নাম জুলি পারভিন (২০)। তার বাড়ি চাঁচল মহকুমার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার খরা গ্রাম এলাকায়। ওই গ্রামের স্থানীয় বাসিন্দা হাইমুদ্দিন শেখের মেয়ে জুলি পারভিনের সঙ্গে ছয় মাস আগে বিয়ে হয় শ্রীপুরের যুবক জাহাঙ্গীর আলমের।

মৃত গৃহবধূর পরিবারের অভিযোগ, বিয়েতে নগদ ৫০ হাজার টাকা সোনার গয়না সহ অন্যান্য ঘর সাজানোর সরঞ্জাম দিয়েছিলেন। এরপর মোটর বাইক কেনার জন্য আবার এক লক্ষ টাকা পণের দাবি করে জামাই-সহ শ্বশুরবাড়ির লোকেরা বলে অভিযোগ। গৃহবধূর বাবা হাইমুদ্দিন শেখ পণ না দিতে পারায় গৃহবধূকে মাঝেমধ্যে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করত।

মৃতের বাবা হাইমুদ্দিন শেখ পুলিশকে অভিযোগে জানিয়েছেন, রবিবার গভীর রাতে তার মেয়ে মোবাইলে ফোন করে জানিয়েছিল তাকে মাঝেমধ্যেই বিদ্যুতের শক দিয়ে মারা হচ্ছে। তাকে উদ্ধারের কথাও বলেছিল মেয়ে। ভেবেছিলাম সোমবার সাত সকালেই মেয়েকে নিয়ে আসব। কিন্তু ভোর হতেই মেয়ের মৃত্যুর কথা গ্রামের লোকেদের মুখে জানতে পারি। গিয়ে দেখি মেয়ের নিথর দেহ শোবার ঘরে পড়ে রয়েছে। গোটা শরীরে বিদ্যুতের তার জাড়ানো রয়েছে। হাত এবং পা ছিল বাধা। এরপরই বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়।

হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ওই গৃহবধূর শ্বশুরবাড়ির পাঁচ জনের বিরুদ্ধে খুনের একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযুক্তরা পলাতক তাদের খোঁজ চালানো হচ্ছে।

পঞ্চায়েতের পর পুরসভাতেও গোঁজ তিন কাউন্সিলরকে দলে ফেরাল তৃণমূল

কোন সমীকরণে দলে ফিরছেন তা জোর চর্চায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: গ্রাম পঞ্চায়েতের পর এবার পুরসভাতেও জয়ী গোঁজ কাউন্সিলরদের ঘরে ফেরাল তৃণমূল। সোমবার বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর পুরসভায় গোঁজ হিসাবে প্রতিদ্বন্দিতা করা তিন কাউন্সিলরের হাতে তৃণমূলের পতাকা তুলে দেন বিষ্ণুপুরের বিধায়ক তন্ময় ঘোষ। উন্নয়নের কর্মযজ্ঞে সামিল হতেই এই যোগদান বলে তৃণমূল দাবি করলেও, কোন সমীকরণে এই যোগদান হচ্ছে, তা নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে।

গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচন হোক বা বিগত পুরসভা নির্বাচন। উভয় ক্ষেত্রেই নির্বাচনের আগে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব গোঁজ কাঁটা এড়াতে ঘোষণা করেছিল দলীয় প্রার্থীর বিরুদ্ধে কোন দলীয় কর্মী প্রতিদ্বন্দিতা করলে তাঁর জন্য দলের দরজা চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকেই বদলাতে শুরু করে ছবিটা। বহু ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতের বোর্ড দখল করতে মরিয়া তৃণমূল দলীয় ঘোষণাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে জয়ী গোঁজ প্রার্থীদের দলে ফেরায়। এবার সেই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি দেখা গেল পুরসভায়।

জানা গিয়েছে, ২০২২ সালে পুরসভা নির্বাচনে দলের টিকিট না পেয়ে বিষ্ণুপুর পুরসভায় বিক্ষুব্ধ হয়ে ৮ ও ১২ নম্বর ওয়ার্ডে নির্দল হিসাবে প্রতিদ্বন্দিতা করে জয়লাভ করেন তৃণমূলের পরিচিত মুখ যথা সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় ও হীরালাল দত্ত। দলের টিকিট না পেয়ে কংগ্রেসের টিকিট জোগাড় করে জয় ছিনিয়ে নেন শ্রীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। ভোটে জিতলেও ওই তিন কাউন্সিলর এতদিন তৃণমূলে ফিরতে পারেননি। তবে শেষ অবধি এদিন বিষ্ণুপুর বিধায়ক কার্যালয়ে বিধায়ক তন্ময় ঘোষের হাত থেকে তাঁরা তৃণমূলের পতাকা কাঁধে তুলে নেন।

দলের টিকিট না পেয়ে এই তিন কাউন্সিলরই যে পুর নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীদের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দিতা করেছিলেন, তা তাঁরা নিজ মুখে স্বীকারও করে নিয়েছেন। তাঁদের দাবি, উন্নয়নের কর্মযজ্ঞে সামিল হতেই ফের তাঁরা ফিরছেন নিজের ঘরে। বিধায়কও সুর মিলিয়েছেন দলবদলুদের গলাতেই। কিন্তু দলবদলুদের চিরাচরিত যুক্তির আড়ালে কী রয়েছে অন্য কোনও সমীকরণ? অন্তত তেমনটাই দাবি করছে বিরোধী কংগ্রেস ও বিজেপি। দু'পক্ষেরই দাবি এভাবে দলবদল আসলে ভোটারদের সঙ্গে প্রতারণাই।

গঙ্গা ভাঙনের আতঙ্ক গোপালপুরের বাসিন্দাদের, রাজ্য সড়কে বিক্ষোভ প্রদর্শন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: গঙ্গার ভাঙনের আতঙ্কে দিশেহারা মানিকচক ব্লকের গোপালপুরের বাসিন্দারা রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন। আর এই অবরোধের সঙ্গেই রাজ্য সড়কে আগুন জ্বালিয়ে ও স্কুল পড়ুয়াদের সামিল করে চললো চরম বিক্ষোভ। সোমবার সকাল থেকেই একটানা কয়েক ঘণ্টা ধরে মিল্কি গ্রাম পঞ্চায়েতের বুধিয়া মোড় এলাকায় গোপালপুরের শতাধিক বাসিন্দারা এই বিক্ষোভ অবরোধের সামিল হন। সেইসঙ্গে গোপালপুরের কয়েকটি স্কুলের পড়ুয়াদেরও এই বিক্ষোভ সামিল করা হয়। ভাঙনের কবল থেকে বাঁচতে বিক্ষোভকারীরা প্রত্যেকে হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে এই অবরোধে হাজির হন। বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য, গঙ্গার ভাঙন ব্যাপক হারে শুরু হয়েছে। যে কোনও মুহূর্তে নদীর বাঁধ ভেঙে গোটা গোপালপুর গ্রাম ভাঙনে তলিয়ে যেতে পারে। অথচ প্রশাসন কোনও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে না। অস্থায়ীভাবে নদী ভাঙনের কাজও করা হচ্ছে না। উল্লেখ্য, গত রবিবার থেকেই মানিকচক ব্লকের গোপালপুর এবং ভুতনিতে ব্যাপকহারে গঙ্গার ভাঙন শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে কয়েকশো বিঘা, চাষযোগ্য জমি এবং ৫০ থেকে ৬০টি ঘর গঙ্গা গর্ভে তলিয়ে গিয়েছে বলে ক্ষতিগ্রস্ত সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দারা জানিয়েছেন। ওই সব এলাকায় গঙ্গার ভাঙনের জেরে অসংখ্য মানুষ অন্যত্র আশ্রয় নিয়ে রয়েছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মানিকচকের গোপালপুর এবং ভূতনি এলাকায় শুরু হয়েছে ব্যাপক গঙ্গা ভাঙন। আর সেই গঙ্গা ভাঙনের ফলে ইতিমধ্যেই কয়েকশো বিঘা চাষের জমি গঙ্গা গর্ভে তলিয়ে গেছে। যার ফলে ওই এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

এদিন বিক্ষোভকারী বিশিষ্ট শিক্ষক আব্দুল ওয়াহাব জানিয়েছেন, গঙ্গা ভাঙনের ফলে জমি, বসতভিটা গঙ্গা গর্ভে তলিয়ে যেতে শুরু করেছে। অথচ প্রশাসনের ভাঙন রক্ষার কোনও ভ্রুক্ষেপ করছে না। এরফলে ভুক্তভোগী হচ্ছে গ্রামের বাসিন্দারা। আমরা চাই ভাঙন রোধের কাজে প্রশাসন দ্রুত ব্যবস্থা নিক। না হলে আমাদের আরো চাষের জমি ও বসতভিটা গঙ্গা গর্ভে তলিয়ে যাবে।

দক্ষিণ মালদার কংগ্রেস দলের সাংসদ আবু হাসেম খান চৌধুরী (ডালু) বলেন, মালদায় গঙ্গার ভাঙন ঠেকাতে ইতিমধ্যে আমি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি লিখে অনুরোধ জানিয়েছি। অবিলম্বে ভাঙন প্রতিরোধের কাজের ক্ষেত্রে কেন্দ্রকে হস্তক্ষেপ করা দরকার।বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় সরকার সবসময় ভাঙন প্রতিরোধের কাজে জোর দিয়েছে। কিন্তু মালদায় যে সব জায়গায় ভাঙন প্রতিরোধের কাজ বিগত দিনে ফারাক্কা ব্যারেজ করছিল। সেখানে শাসক দলের তোলাবাজিতেই মাঝপথে কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এখন সেচ দপ্তর ভাঙন প্রতিরোধের কাজে চরম গাফিলতি করছে।

তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী বলেন, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভাঙন ঠেকাতে সব রকম প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসনকে। এখন আমাদের সেচ দপ্তরের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন রয়েছেন। তিনি সমস্তটা দেখছেন।

যাদবপুরে মৃত ছাত্রের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে এলেন আনিস খানের পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: ১৪ দিনের মাথায় দু'জনকে গ্রেপ্তার করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, দেড় বছর হয়ে গেল আমরা কোনও বিচার পাইনি! আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেল থেকে পড়ে যাওয়া মৃত ছাত্রের পরিবারে ইনসাফ চাই। আবারও আমরা আন্দোলনের নামব। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত ছাত্রের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে এসে রাজ্য সরকার ও প্রশাসনকে কটাক্ষ করলেন আনিস খানের পরিবার। এদিন নদিয়ার রানাঘাটে মৃত ছাত্রের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে আসেন আনিস খানের পরিবারের ৫ সদস্য সহ মোট ৯ জন। দীর্ঘক্ষণ তার পরিবারের সঙ্গে কথা বলে তারা। এরপরেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের শাসক দল এবং প্রশাসনকে কটাক্ষ করেন আনিস খানের দাদা শামসুদ্দিন খান। তিনি বলেন, আমার ভাই খুন হওয়ার পর দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু ১৪ দিনের মাথায় তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়। দেড় বছর হয়ে গেল কোনও ইনসাফ পাইনি আমরা। আমরা চাই আমাদের যে ভাইটা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে প্রাণ হারালেন সেই অভিযুক্তরা যেন সাজা পায়। আনিস খানের পরিবার আগামী দুই-তিন দিনের মধ্যেই আনিস খান এবং যাদবপুরের মৃত ছাত্রের অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে পথে নেমে আন্দোলন শুরু করবে বলেও জানান।

রানাঘাটে মৃত ছাত্রের পরিবারের সঙ্গে দেখা করল তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিনিধি দল

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: আমরা জানতাম না যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এইভাবে নিয়মিত র‍্যাগিং চলে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিয়নের দায়িত্বে রয়েছে বাম সমর্থিত সংগঠন। তারা যে এত নৃশংস অত্যাচারী সেটা কল্পনা করা যায় না। নদিয়ার রানাঘাটে মৃত ছাত্রের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে এসে বামেদের আক্রমণ করলেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদ নেত্রী রাজন্যা হালদার। এদিন তৃণমূলের ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি ত্রিনাঙ্কুর ভট্টাচার্য সহ চার প্রতিনিধিদল দেখা করতে আসেন রানাঘাটে মৃত ছাত্রের পরিবারের সঙ্গে। দীর্ঘক্ষণ তার পরিবারের সঙ্গে দেখা করে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন রাজন্যা হালদার। প্রথমে ছাত্রের মৃত্যু নিয়ে সমবেদনা প্রকাশ করেন। এরপরই তিনি পুরো দায়ভার বাম সমর্থিত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে তুলে ধরেন। রাজন্যা বলেন, বাম ও অতি দাম সমর্থকরা এত নৃশংস হতে পারে সেটা আমরা জানতাম না। সেই কারণে তারা সিসিটিভি পর্যন্ত লাগাতে দিচ্ছে না। এত বড় স্পর্ধা তাদের। ইউনিয়নের দায়িত্ব থাকা সদস্যরা যে অমানবিকতার কাজকর্ম করে সেগুলো যাতে সবার নজরে না আসে সেই কারণেই তারা বাধা দিচ্ছে সিসিটিভি লাগাতে। তবে আমাদের প্রতিবাদ চলবে, যাতে র‍্যাগিং বন্ধ করা যায়, সেই আন্দোলন আমরা চালিয়ে যাব বলেই জানান।

দুবাইয়ে গিয়ে জীবন সংশয়, ফিরিয়ে আনার ভিডিও বার্তা ১৩ যুবকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: বেশি পয়সা রোজগারের আশায় দুবাইয়ে কাজে গিয়ে বিপাকে নদিয়ার ১৩ জন যুবক। দেশে ফিরিয়ে আনার বার্তা দিয়ে ভিডিও পোস্ট করল দুবাই থেকে। যা ঘিরে আতঙ্কে গোটা দুবাইয়ে কাজে যাওয়া শ্রমিকদের পরিবার। প্রায় মাস খানেক আগে নদিয়ার হাঁসখালি থানার সিলবেরিয়া, এবং দত্তপুলিয়ার এজেন্টের মাধ্যমে বেশি রোজগারের আশায় দুবাই পাড়ি দিয়েছিল নদিয়ার বিভিন্ন প্রান্তের ১৩ জন যুবক। এক ভিডিও বার্তার মাধ্যমে কাতর আর্তি ১৩ যুবকের। আর এই ভিডিও দেখেই উদ্বেগ তৈরি হয়েছে গোটা পরিবারগুলোতে। পরিবার সূত্রে খবর, নদিয়া থেকে দুবাইয়ের উদ্দেশে যে সমস্ত শ্রমিকরা কাজে গিয়েছিল তাদের প্রতিদিন ১৬ ঘণ্টা করে হাড় ভাঙা পরিশ্রম করানো হচ্ছে। ঠিকমতো তাদের খেতে দেওয়া হচ্ছে না। মোটা মাইনের চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে বিভিন্ন প্রান্তের যুবকদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল দুবাইয়ে। নদিয়ার ধানতলা করিমপুর, কল্যাণী প্রভৃতি এলাকা থেকে ১৩ জনকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল দুবাইয়ে পরিবার সূত্রে এমনটাই খবর। পরিবারের সদস্যদের ফিরিয়া আনার জন্য ইতিমধ্যেই নদিয়া এবং মুর্শিদাবাদের দুটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার দ্বারস্থ হয়েছে আটকে থাকা পরিবারের লোকজন। করিমপুর ২ ব্লকের রহমতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গোয়াশ গ্রামের বাসিন্দা রুপালি হালদার জানান, দেড়মাস আগে তাদের পরিবারের

৪ সদস্য দুবাই গিয়েছে কাজের জন্য। সেখানে যে কাজের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেই কাজ না দিয়ে তাদের দিয়ে রান্না করানো হচ্ছে। হাড় ভাঙা পরিশ্রম করানো হচ্ছে তাদের দিয়ে। কয়েক কিলোমিটার দূর থেকে জল আনানো হচ্ছে। হাড়ভাঙা পরিশ্রম করানো হলেও ঠিকমতো খাবার দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ। এমনকী শরীর খারাপ হলে চিকিৎসা পর্যন্ত করাচ্ছে না যে কোম্পানি হয়ে কাজে গেছে সেই সংস্থা। পরিবার সূত্রে আরও জানা যায়, কেড়ে নেওয়া হয়েছে তাদের পাসপোর্ট, ভিসা সহ যাবতীয় নথি। যে সমস্ত এজেন্টের মাধ্যমে তারা দুবাইয়ে গিয়েছিল সেই এজেন্টও বর্তমানে হাত তুলে দিয়েছে। ফলে পরিবারের সদস্যরা কবে বাড়িতে ফিরে আসবে সে আশায় প্রহর গুনছে নদিয়ার ১৩ জন শ্রমিকের পরিবার। ইতিমধ্যেই যোগাযোগ করা হয়েছে জেলা প্রশাসনের সঙ্গেও।

রোগী মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ক্ষোভ আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে এক রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে হাসপাতাল চত্বরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন মৃত রোগীর পরিবারের সদস্যরা। উল্লেখ্য, পূর্ব বধমান জেলার মাধবডিহি থানার ভূরকুন্ডা গ্রামের বাসিন্দা শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে গত রবিবার রাতে ভর্তি হন হাসপাতালে। তার আগে শরীর খারাপ অনুভব করায় প্রথমে গ্রামের এক চিকিৎসককে দেখায় তার পরিবারের সদস্যরা। এরপর রাতেই ভর্তি করে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। মৃত ব্যক্তির নাম সুকুমার মালিক, বয়স আনুমানিক ৪৫ বছর বলে তাঁর পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে। চিকিৎসা চলাকালীন সোমবার সকালে তারা মৃত্যু হয়। মৃত রোগীর পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, হাসপাতালে চিকিৎসার গাফিলতির কারণে তাদের রোগীর মৃত্যু হয়েছে। তারা এটাও জানিয়েছেন হাসপাতালে ভর্তির পর থেকেই সেলাইন এবং অক্সিজেন তারাই পাল্টেছেন। কেউ রোগীকে দেখতে পর্যন্ত আসেনি। এমনকী, মৃতের পরিবারের সদস্যরাই সেই কাজ করেছে বলে জানিয়েছেন। মৃত ব্যক্তি পেশায় চাষবাসের কাজ করতেন। বাড়িতে স্ত্রী ছাড়াও রয়েছে দুটি ছেলে। এই ঘটনায় মৃত ব্যক্তির ছেলে সৌরভ মালিক হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েন। পরিশেষে বলা যেতে পারে,

এর আগেও মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের বিরুদ্ধে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ উঠেছিল। যদিও এই বিষয়ে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। সবমিলিয়ে চিকিৎসায় গাফিলতিতে রোগীর মৃত্যু হয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন বলে মনে করছেন এলাকার মানুষ। এখন দেখার রোগী মৃত্যু নিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কি ব্যবস্থা নেয়।

ডেঙ্গি মোকাবিলায় প্রস্তুত ঝালদা পুরসভা, জানালেন পুরমাতা শীলা চট্টোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: ডেঙ্গি মোকাবিলায় প্রস্তুত ঝালদা পুরসভা। জানালেন পুরমাতা শীলা চট্টোপাধ্যায়। এবিষয়ে ঝালদা পুরসভার পুরমাতা শীলা দেবী সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, 'বর্ষা মানেই জমা জলে মশার জন্ম ও ডেঙ্গির আক্রমণ। তাই আমরা বর্ষার শুরু থেকে কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। আজ কয়েকদিন ধরে ঝালদা পুরসভার ১২টি ওয়ার্ডের বাড়ি বাড়ি গিয়ে পুর স্বাস্থ্যকর্মীরা সার্ভে ও এলাকাবাসীদের ডেঙ্গি সম্পর্কে সচেতন করছেন।' তিনি জানান, বর্ষার বিভিন্ন জায়গায় জমেছে জল। বাড়ির বিভিন্ন স্থান ও জমা জল পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে যাতে ঝালদা শহরে ডেঙ্গি থাবা না বসাতে পারে। নর্দমা সহ বিভিন্ন জায়গার জমা জলে মশা নিধনে স্প্রে করাও হচ্ছে। যদিও ঝালদা শহরে এখনও ডেঙ্গির প্রকোপ নেই। তবুও শহরবাসীকে সচেতন করতে এবং ডেঙ্গির প্রকোপের হাত থেকে রক্ষা পেতে প্রস্তুত রয়েছে পুরসভা, জানালেন শীলা চট্টোপাধ্যায়।

ডেঙ্গি প্রতিরোধ ময়দানে নামলেন নবনিযুক্ত সভাধিপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, আমডাঙা: জেলা সভাধিপতির দায়িত্ব নিয়েই ঠান্ডা ঘর ছেড়ে ময়দানে নেমে কাজের ঘণ্টা বাজিয়ে দিলেন নারায়ণ গোস্বামী। জানিয়ে দিলেন ঘরে বসে থাকলে চলবে না। মাঠে নেমে মানুষের সঙ্গে কথা বলে সমস্যার সমাধান করে ডেঙ্গি প্রতিরোধ করতে হবে। সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ করে দিয়ে কাজের প্রতিদিনের তদারকি করবেন বলেও জানিয়ে দিলেন। পাশাপাশি ডেঙ্গি প্রতিরোধে যে জনপ্রতিনিধি ভালো কাজ করবেন তার জন্যও পুরস্কার ঘোষণা করলেন উত্তর ২৪ পরগনার নবনিযুক্ত জেলা সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী। স্বাভাবিকভাবেই জন প্রতিনিধিদের মধ্যে কাজের উদ্যোম তৈরি হয়ে গেল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

উত্তর ২৪ পরগনায় যে কটি ব্লকে ডেঙ্গির প্রভাব বেশি সেই তালিকায় প্রথম সারিতেই আছে আমডাঙা ব্লক। জেলা পরিষদের সভাধিপতি হয়েই সোমবার তিনি সশরীরে আমডাঙায় যান। সেখানে গিয়ে আমডাঙার বিধায়ক রফিকুর রহমানের উপস্থিতিতে বিডিও, স্বাস্থ্যকর্মী, প্রশাসনিক আধিকারিক সহ জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতের সব জয়ী প্রার্থীদের নিয়ে ডেঙ্গি প্রতিরোধের মিটিং করেন। তিনি নিজে সকলের সঙ্গে আলাদা আলাদা ভাবে কথা বলে সমস্যার কথা শোনেন। পরে

সকলকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, ঘরে বা দপ্তরে বসে থাকলে চলবে না। ডেঙ্গিকে প্রতিহত করতে গেলে বাড়ি বাড়ি গিয়ে দেখতে হবে কোথায় জল জমে আছে। জনপ্রতিনিধি সহ আধিকারিকদের নিয়ে একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ করে দিয়ে বলেন, এই গ্রুপে প্রতিদিনের কাজের অগ্রগতি, কি কি সমস্যা হচ্ছে তা তুলে ধরতে হবে। আমি গ্রুপটি ফলো করব এবং দেখব কাজের কি অগ্রগতি হচ্ছে।

পরকীয়ার সন্দেহে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: পরকীয়া সন্দেহে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ বাগদার নাটাবেরিয়া এলাকায়, গ্রেপ্তার অভিযুক্ত। বাগদার নাটাবেরিয়া কুজারবাগী সরদার পাড়া এলাকার ঘটনা। ঊষা বালা নামের এক মহিলার অভিযোগ তার প্রতিবেশী অঘোর বিশ্বাস সোমবার সকালে তার স্বামীকে কুপিয়ে খুন করেছে। মৃত ব্যক্তির নাম রঞ্জিত বালা। মৃত ব্যক্তির স্ত্রী ঊষা বালা বলেন, অঘোর বিশ্বাস তাদের প্রতিবেশী। তিনি এও বলেন, অঘোর বিশ্বাস সন্দেহ করতো যে তার স্ত্রীর সঙ্গে আমার স্বামীর সম্পর্ক আছে,

ফোনে কথা বলত। এই নিয়ে সোমবার সকালে বচসা বাঁধে এবং তার স্বামী রঞ্জিত বালাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপাতে থাকে অঘোর বিশ্বাস। রঞ্জিত বালার বুকে এবং হাতে গুরুতর আঘাত লাগে এবং রক্তাক্ত অবস্থায় তিনি মাটিতে পড়ে যান। এরপর তার স্ত্রী তাকে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন অঘোর বিশ্বাস রঞ্জিত বালার প্রতিবেশী। অভিযুক্ত এর আগেও এলাকায় বেশ কয়েকজনকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়েছে। এমনকী নিজের শ্বশুর-শাশুড়িকেও কুপিয়েছে। ঘটনার পর উত্তেজিত এলাকার বাসিন্দারা অঘোর বিশ্বাসের বাড়ি ভাঙচুর করে। পরে পুলিশ অভিযুক্তকে আটক করে।

জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনায় মৃত দুই, পুলিশ চৌকিতে আগুন জনতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ঝাড়গ্রাম ব্লকের ৬ নম্বর জাতীয় সড়কে নেতুরার কাছে এমভিআইয়ের চেকপোস্টে সোমবার বিকেলে দুর্ঘটনায় দু'নের মৃত্যু হয়। উত্তেজিত জনতা পুলিশ চৌকিতে আগুন লাগিয়ে দেয়। বন্ধ হয়ে যায় ৬ নম্বর জাতীয় সড়কের যান চলাচল। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। যার ফলে ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সোমবার কলকাতায় দিদির বাড়ি থেকে সপরিবারে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের ভিলাই ফিরছিলেন রাহুল গুহ (৩৮) তাঁর স্ত্রী মৌমিতা গুহ (৩৫) এবং ছোট মেয়ে দেবস্মিতা গুহ (৮)। গাড়িটির চালক ছিলেন বিনয় নামে এক যুবক। ঝাড়গ্রাম ব্লকের ৬ নং জাতীয় সড়কে নেতুরার কাছে চেকপোস্টে হঠাৎ করে গাডরেল টেনে দিলে লরি দাঁড়িয়ে যায়। পিছনে থাকা গুহ পরিবারের গাড়ি ধাক্কা খায়। পিছন থেকে একটি ট্রলার এসে সজোরে ধাক্কা মারে মারুতিকে। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের পেছনে প্রায় পুরো গাড়িটি ঢুকে যায়। মৌমিতা গুহ এবং তাঁদের চালককে গ্যাসকাটার দিয়ে কেটে বার করা হয়। মৌমিতা গুহকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। চালকের মৃত্যু হয় ঘটনাস্থলেই। গুরুতর আহত রাহুল গুহ এবং তাঁর মেয়েকে ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাঁদের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

বাজি কারখানায় বিস্ফোরণের ঘটনায় অভিযুক্তদের সাজা ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: ২০১৫সালে পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংলার ব্রাহ্মণবাড়ে বেআইনি বাজি কারখানায় পরপর বিস্ফোরণে ১০ জন শিশুশ্রমিক-সহ ১৩ জনের মৃত্যুর ঘটনায় সোমবার অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সাজা ঘোষণা করেছে মেদিনীপুরের প্রথম অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালত। শনিবার অভিযুক্ত তিনজনকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল মেদিনীপুরের প্রথম অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারক সেলিম সাহিল।

সোমবার দোষীদের বিরুদ্ধে ১১টি দফাতে সাজা ঘোষণা করা হয়। অভিযুক্ত তিনজনের ১৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক, সেই সঙ্গে ১০ হাজার টাকা আর্থিক জরিমানা, অনাদায়ে আরো ছয় মাসের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন। ঘটনায় মৃত দশজন শিশুশ্রমিকের প্রত্যেকের পরিবারকে দুই লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ২০১৫ সালের ৬ মে রাতে পিংলার ব্রাহ্মণবাড় গ্রামে বেআইনি বাজি কারখানায় পরপর বিস্ফোরণ হয়েছিল। এই ঘটনায় ১০জন শিশুশ্রমিক সহ ১৩ জন মারা যায়। পরে ঘটনার তদন্তভার হাতে নিয়েছিল সিআইডি। মেদিনীপুরের প্রথম অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালতে এই মামলার বিচার প্রক্রিয়া চলে। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা রঞ্জন মাইতির জমিতে বেআইনি বাজি কারখানার আড়ালে বোমা তৈরি হত বলে অভিযোগ ছিল স্থানীয়দের। রঞ্জনের ভাই নিমাই মাইতি-সহ তিন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। শনিবার মেদিনীপুরের আদালত রঞ্জন মাইতি, নিমাই মাইতি ও শেখ সুরজকে দোষী সাব্যস্ত করে। সোমবার দোষীদের সাজা ঘোষণা করা হয়।

৫০০ বছর ধরে মনসা পুজোয় হিন্দু-মুসলিম মিলনক্ষেত্র ভাতারে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: প্রায় ৫০০ বছরের ধর্মীয় রীতি মেনে মুসলিম বাড়ি থেকে পুজো আসার পর সোমবার শুরু হয় ভাতারের খুন্না গ্রামের মনসা পুজো। সকাল থেকেই গ্রামের সমস্ত ধর্মের মানুষজনের বাড়িতে রান্না বন্ধ থাকে এদিন। পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতারের খুন্না গ্রামে এই রকমই নিয়ম হয়ে আসছে গত ৫০০ বছর ধরে। পুজোর দিন কোনও বাড়িতে উনুন জ্বলে না। হয় না কোনও বাড়িতে রান্না বান্নার কাজ। মা মনসার পুজো শেষ হওয়ার পর তবেই রান্না শুরু হয় সকল ধর্মের মানুষের বাড়িতে।

প্রথমে গ্রামের মুসলিম কাজীবাড়ি থেকে পুজোর তত্ত্ব আসে। তারপর শুরু হয় পুজোপাঠ। পুজোর শেষে কাজী বাড়ির সবথেকে বয়স্ক ব্যক্তির কপালে দেওয়া হয় ফোঁটা। সেই ফোঁটা বিসর্জন করেন ওই কাজী বাড়ির সব থেকে বয়স্ক সদস্য। তারপর শুরু হয় খাওয়া-দাওয়া রান্নাবান্না। গ্রামে হিন্দু মুসলিম মিলে একটি যাত্রা অনুষ্ঠান করেন। যা মঙ্গলবার গ্রামেই অনুষ্ঠিত হবে। মনসা পুজোকে ঘিরে হিন্দু-মুসলিম দুই ধর্মের মানুষের এক মিলনক্ষেত্র হয়ে ওঠে প্রতি বছর পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতারের খুন্না গ্রাম।

গ্রামের বাসিন্দারা জানিয়েছেন, কী ভাবে এর শুরু হয়েছিল তা কারও জানা নেই। তবে কয়েক পুরুষ ধরে এই প্রথা আজও বহন করে চলেছেন নিষ্ঠার সঙ্গে। যদিও এই বিষয়ে গ্রামের মুসলিম পরিবারের কারও কোনও আপত্তি নেই। পুরোহিত মন্দিরে এসে পৌঁছলেও তাঁকে ঠাঁয় বসে থাকতে হয়। গ্রামের প্রবীণ মুসলিম ব্যক্তির বাড়ি থেকে পুজো আসলে তবেই শুরু হয় পুজো। গ্রামের মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষরা জানিয়েছেন, কী কারণ জানা নেই কারও, তবে এই রীতি মেনে গ্রামের যদি কল্যাণ হয় তাতে ক্ষতি কী।

জম্মু ও কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বাতিলকে বৈধতা দিতে নারাজ সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২১ অগস্ট: জম্মু ও কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বাতিলের সিদ্ধান্তকে 'সাংবিধানিক ভাবে বৈধ' ঘোষণার দাবি খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ সোমবার এ সংক্রান্ত একটি দাবি খারিজ করে দিয়েছে। শনিবার সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছিল, জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারার অবলুপ্তির ক্ষেত্রে কোনও সাংবিধানিক বিধি লঙ্ঘিত হয়েছিল কি না, তার উপর ভিত্তি করে নরেন্দ্র মোদি সরকারের ২০১৯ সালের পদক্ষেপের বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনা হবে। তার পরে শীর্ষ আদালতের এই পদক্ষেপ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন সংবিধান বিশেষজ্ঞদের একাংশ।

প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ সোমবার জানিয়েছে, ৩৭০ ধারা বাতিলের সাংবিধানক বৈধতা সংক্রান্ত মামলা বিচারধীন। তাই নতুন করে এই সংক্রান্ত শুনানির প্রয়োজন নেই। প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালের ৫ অগস্ট রাজ্যসভায় জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা দানকারী ৩৭০ নম্বর ধারা প্রত্যাহারের কথা ঘোষণা করার সময় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানিয়েছিলেন, এ সংক্রান্ত নির্দেশনামায় সই করেছেন রাষ্ট্রপতি। এর পরে সংসদের দুই কক্ষে ৩৭০ বাতিলের বিল পাশের ফলে 'বিশেষ' মর্যাদা হারায় কাশ্মীর। এমনকী, হারায় রাজ্যের মর্যাদাও। জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যকে ভেঙে জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখ; দু'টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল তৈরি করা হয়।

মণিপুর নিয়ে রিপোর্ট পেশ সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লি, ২১ অগস্ট: মণিপুরের দুর্গতদের ত্রাণ-পুনর্বাসনের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রকল্পে বদলের প্রয়োজন। এমনটাই সুপারিশ করে সুপ্রিম কোর্টে রিপোর্ট জমা দিল তিন প্রাক্তন মহিলা বিচারপতির কমিটি। শীঘ্রই এ বিষয় রায় দেবে শীর্ষ আদালত।

মণিপুর নিয়ে সোমবার শীর্ষ আদালতে তিনটি রিপোর্ট জমা দিল তিন প্রাক্তন মহিলা বিচারপতির কমিটি। এই কমিটির নেতৃত্বে রয়েছেন জম্মু ও কাশ্মীর হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি গিতা মিত্তল। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জেবি পার্দিওয়ালা এবং মনোজ মিশ্রের বেঞ্চে রিপোর্টগুলি পেশ করা হয়। এই বেঞ্চের তরফে জানানো হয়েছে, 'মণিপুরের হিংসায় পীড়িতদের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়েছে। তাতে মণিপুরের দুর্গতদের ত্রাণ-পুনর্বাসনের জন্য যে আর্থিক সহায়তা ধার্য করা হয়েছে, তার পরিমাণ বাড়ানোর উল্লেখ রয়েছে। এছাড়াও জানানো হয়েছে, অনেকেরই প্রয়োজনীয় নথিপত্র নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তাদের পুনরায় সেই সমস্ত নথি বানিয়ে দেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে নোডাল অফিসার নিয়োগের কথাও বলা হয়েছে।' সুপ্রিম কোর্টের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী শুক্রবার এ বিষয়ে রায় দেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, চলতি মাসের ৭ তারিখ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় নির্দেশ দিয়েছিলেন, অশান্ত মণিপুরে ত্রাণ, পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণের মতো বিষয়গুলি খতিয়ে দেখতে নতুন কমিটি গঠন করা হবে। কমিটিতে থাকবেন জম্মু ও কাশ্মীর হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি গিতা মিত্তাল, বম্বে হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি শালিনী ফানসালকর জোশী। থাকবেন দিল্লি হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি আশা মেনন। কমিটির নেতৃত্বের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল প্রাক্তন বিচারপতি গিতা মিত্তলকে। নতুন এই কমিটি গঠনের ১৪ দিনের মাথায় হিংসাদীর্ণ মণিপুর নিয়ে রিপোর্ট জমা পড়ল শীর্ষ আদালতে।

উত্তরাখণ্ডের ৫ জেলায় জারি সতর্কতা

ভেঙে পড়ল দেরাদুনের তপকেশ্বর শিব মন্দির

দেরাদুন, ২১ অগস্ট: প্রচণ্ড বৃষ্টি ও ধসের জেরে প্রসিদ্ধ শিব মন্দির ভেঙে পড়ে অনেকের মৃত্যুর সাক্ষ্য হয়েছে সিমলা। সেই ঘটনার রেশ এখনও কাটেনি। সপ্তাহ খানেকের মধ্যে ফের প্রায় একই ঘটনা ঘটল। এবার উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনে ভেঙে পড়ল তপকেশ্বর শিব মন্দির। সোমবার সকালে মন্দিরটি ভেঙে পড়ার সময় বহু পুণ্যার্থী সেখানে জড়ো হয়েছিলেন। বরাতজোরে এই দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত প্রাণহানির কোনও খবর নেই। তবে নতুন করে বৃষ্টি শুরু হওয়ায় উত্তরাখণ্ডের ৫ জেলায় সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর। অন্যদিকে, হিমাচল প্রদেশ ও উত্তরাখণ্ডে বৃষ্টি ও ভূমিধসের জেরে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৮।

প্রশাসন সূত্রে খবর, সিমলায় ভেঙে পড়া শিব মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ থেকে আরও একটি দেহ উদ্ধার হয়েছে। যার জেরে হিমাচল প্রদেশ ও উত্তরাখণ্ডে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৮। এর মধ্যে এদিন সকালে নতুন করে বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে দুই রাজ্যে। যার জেরে উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনে তপকেশ্বর শিব মন্দিরের একাংশ ভেঙে পড়ে। গাছ ভেঙে পড়ে বন্ধ হয়ে যায় তপকেশ্বর মন্দিরে ঢোকার পথ। স্থানীয় প্রশাসনের এক আধিকারিক জানান, সোমবার উপলক্ষে এদিন সকালে পুণ্যার্থীরা তপকেশ্বর মন্দিরে শিবের মাথায় জল ঢালতে গিয়েছিলেন।

সর্বক্ষেত্রে মহিলাদের শিখর ছোঁওয়ার প্রশংসায় রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২১ অগস্ট: বর্তমানে মহিলারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিখরে পৌঁছেছে। মিসাইল থেকে মিউজিক - সমস্ত ক্ষেত্রেই মহিলারা প্রতিবন্ধকতা জয় করেছে। সোমবার নয়া দিল্লিতে আর্মি ওয়াইভস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত 'নারী শক্তি'-র অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এমনই জানালেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু।

এদিন এডব্লুউডব্লুউডব্লুউএ-এর অনুষ্ঠানে গিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বীর নারীদের প্রশংসা করেন এবং মহিলাদের ক্ষমতায়নে সংস্থা-র কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। তিনি বলেন, 'মিসাইল থেকে মিউজিক, মহিলারা এক উন্নত পর্যায়ে পৌঁছেছে, সমস্ত প্রতিবন্ধকতার মোকাবিলা করেছে এবং সেগুলি জয় করেছে।'

এদিনের অনুষ্ঠানে ঝাড়খণ্ডের এক বীর নারী তাঁর কঠিন ও বেদনাদায়ক জীবনের কাহিনি বর্ণনা করেন। কীভাবে তিনি দৃঢ় সংকল্পের মধ্য দিয়ে সমস্ত প্রতিকূলতা অতিক্রম করেছিলেন, তার বর্ণনা দেন। সেই ঘটনা শুনে এদিন 'নারী শক্তি'-র ভূয়সী প্রশংসা করেন রাষ্ট্রপতি মুর্মু। সমাজ ও দেশে 'নারী শক্তি'-র অবদানের কথা তুলে ধরে রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, 'আগে বলা হত, প্রত্যেক সফল ব্যক্তির পিছনে এক মহিলা রয়েছে। কিন্তু, আজ বলা উচিত, প্রত্যেক সফল ব্যক্তির পাশে এক মহিলা রয়েছে।'

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুও যে 'নারী শক্তি'-র প্রতীক, সেকথাও এদিন অনুষ্ঠানে তুলে ধরেন এ ডব্লুউডব্লুউডব্লুউএ প্রেসিডেন্ট অর্চনা পাণ্ডে। তিনি বলেন, 'রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু নারী শক্তির উদাহরণ।' মহিলাদের আর্থিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে এবং তার প্রচারে এদিনের অনুষ্ঠানে সংস্থার সদস্যরা বেশ কিছু দোকান খোলেন। সেই দোকানগুলি ঘুরে দেখেন রাষ্ট্রপতি। এদিন সংস্থা-র 'নারী শক্তি'-র অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উপ-রাষ্ট্রপতির স্ত্রী সুদেশ ধনখড়, সংস্কৃতি ও বিদেশ প্রতিমন্ত্রী মীনাক্ষী লেখি-সহ বিশিষ্টরা।

যুদ্ধাস্ত্র তৈরির তৎপরতার মাঝে ফের মিসাইল ছুঁড়ল কিমের ফৌজ

পিয়ংইয়ং, ২১ অগস্ট: একদিকে চিন ও উত্তর কোরিয়া। অন্যদিকে আমেরিকা, দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপান জোট। দু'পক্ষের বিবাদে কার্যত বারুদের স্তূপের উপর দাঁড়িয়ে আছে কোরীয় উপদ্বীপ। যে কোনও সময় বাজতে পারে যুদ্ধের ডঙ্কা। দ্রুত অত্যাধুনিক ও শক্তিশালী অস্ত্রের উৎপাদন বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান কিম জং উন। এবার যুদ্ধাস্ত্র তৈরির তৎপরতার মাঝেই ফের মিসাইল ছুঁড়ল কিমের ফৌজ। উত্তর কোরিয়ার সরকারি সংবাদ সংস্থা কেসিএনএ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার জাপান সাগরে মিসাইল পরীক্ষা শুরু করে পিয়ংইয়ং। রণক্ষেত্রে প্রতিপক্ষকে মাত দিতে শুধু অস্ত্রশস্ত্র নয়, কৌশলগত দিক থেকেও পুরোপুরি তৈরি থাকতে চাইছে কিমের দেশ।

তাই এই মহড়া শুরু করেছে উত্তর কোরিয়া।উল্লেখ্য, শত্রুপক্ষকে হুঁশিয়ারি দিয়ে এর আগেও বেশ কয়েকবার জাপান সাগরে ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা করেছে উত্তর কোরিয়া। গত জুলাই মাসে দক্ষিণ কোরিয়ার বন্দরে প্রবেশ করেছিল মার্কিন নৌসেনার সাবমেরিন। তাতে 'অস্তিত্ব সংকটে'র আশঙ্কায় মিসাইল উৎক্ষেপণও করা হয়েছিল। এখন এই যুদ্ধাস্ত্রের পরীক্ষা নিরীক্ষার তৎপরতা কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে পিয়ংইয়ং। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে দ্রুত অত্যাধুনিক ও শক্তিশালী অস্ত্রশস্ত্র তৈরি হচ্ছে সে দেশে। গোটা পরিস্থিতির তীক্ষ্ণ উপর নজর রাখছেন কিম। নিজেই ঘুরে দেখছেন বিভিন্ন অস্ত্র তৈরির কারখানা। প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগেই জানা গিয়েছিল খুব শীঘ্রই আমেরিকা ও দক্ষিণ কোরিয়া যৌথভাবে সামরিক মহড়া শুরু করবে। এই জোটের বিরুদ্ধে অস্ত্রে শান দিচ্ছে পিয়ংইয়ংও। যদিও ওয়াশিংটন ও সিওল জানিয়েছিল, উত্তর কোরিয়ায় আক্রমণের কোনও উদ্দেশ্য তাদের নেই। কিন্তু অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত থাকাই এখন একনায়ক কিমের লক্ষ্য। তাই গত ৯ অগস্ট 'সেন্ট্রাল মিলিটারি কমিশনের'বৈঠকে সেনাবাহিনীকে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, যে কোনও পরিস্থিতিতে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

আপ-কংগ্রেস তরজার মধ্যেই 'ইন্ডিয়া'র বৈঠকে থাকছে আপ

নয়াদিল্লি, ২১ অগস্ট: লোকসভা নির্বাচনে দিল্লিতে আসন রফা নিয়ে তুঙ্গে আপ-কংগ্রেস তরজা। তবে কিছুটা ড্যামেজ কন্ট্রোল করে মুম্বইয়ে আসন্ন জোট বৈঠকে উপস্থিত থাকার কথা জানিয়েছে আম আদমি পার্টি।

গত বুধবার কংগ্রেস নেত্রী অলকা লাম্বা হঠাৎ ঘোষণা করেন, ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে দিল্লির সব আসনে একাই লড়বে দল। সেই ঘোষণার পরই দক্ষযজ্ঞ শুরু হয়েছে রাজধানীর রাজনীতিতে। পালটা তোপ দেগে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দল সাফ বলে, 'কংগ্রেসের এহেন ঘোষণার পর আর মুম্বইয়ে ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে যাওয়ার কোনও অর্থ নেই।' যদিও পরে আসরে নেমে ক্ষত সারাতে উদ্যোগী হয় কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব। সেই প্রসঙ্গে সোমবার সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখে পড়েন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। উত্তরে তিনি বলেন, 'আমরা মুম্বই যাচ্ছি। আগামী দিনে কি সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে তা আপনাদের জানিয়ে দেওয়া হবে।' বিশ্লেষকদের মতে, রাজনীতির প্রাথমিক পাঠ হচ্ছে, 'চেনা ময়দান ছাড়তে নেই।' অতএব, লোকসভা ভোট নিয়ে কংগ্রেসের অন্দরে দিল্লিতে 'একলা চলো'র দাবি জোরাল। শীলা দীক্ষিত না থাকলেও রাজধানীতে এখন যথেষ্ট শক্তি ধরে শতাব্দী প্রাচীন দলটি। সেখানে আপ এবং বিজেপি দুইই প্রতিদ্বন্দ্বী। জোটের স্বার্থে শক্ত জমিতে আপকে আসন ছেড়ে দিলে তা নিজের পায়ে কুড়ুল মারার শামিল। তাছাড়া, আপ আসলে বিজেপির বি টিম বলেও মনে করে কংগ্রেসের অনেকেই।

মেক্সিকোতে আছড়ে পড়ল ঘূর্ণিঝড় 'হিলারি', নিহত ১

মেক্সিকো, ২১ অগস্ট: মেক্সিকোর বাহা অঞ্চলে আঘাত হেনেছে শক্তিশালী হারিকেন 'হিলারি'। এতে বন্যার জলে ভেসে একজনের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় সময় রবিবার সকালে মেক্সিকোর বাহা অঞ্চলে আঘাত হানে হারিকেন 'হিলারি'। ঘূর্ণিঝড় হারিকেনের প্রভাবে সকাল থেকেই বৃষ্টি আর ঝড়ো হাওয়া শুরু হয়। এতে বিভিন্ন অঞ্চল প্লাবিত হয়ে বন্যা দেখা দিয়েছে। রাজ্যের গভর্নর ও লস অ্যাঞ্জেলসে সিটি মেয়র জরুরি অবস্থা জারি করে বাসিন্দাদের ঘর থেকে বাইরে বের না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। এদিকে এই ঘূর্ণিঝড় ভয়াবহ বন্যা ডেকে আনতে পারে বলে সতর্ক করেছেন আমেরিকার আবহাওয়াবিদরা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল হারিকেন সেন্টার (এনএইচসি) জানিয়েছে, হিলারি এর আগে ঘণ্টায় ১৩০ মাইল বেগে বাতাস নিয়ে শক্তিশালী ক্যাটাগরি ৪ ঝড় ছিল। হারিকেনটি শক্তি হারিয়ে ক্যাটাগরি ৪ থেকে ক্যাটাগরি-১ এ রূপ নিয়েছে। এখন শক্তি হারালেও এর প্রভাবে দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া এবং দক্ষিণ নেভাদার কিছু কিছু এলাকায় ১০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হতে পারে।

গুজরাত হাইকোর্টকে ভর্ৎসনা সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ২১ অগস্ট: সুপ্রিম কোর্টে তোপের মুখে পড়ল গুজরাত হাইকোর্ট। ধর্ষণের জেরে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়া মহিলার গর্ভপাত করানো নিয়ে মামলার শুনানিতে গুজরাত হাইকোর্টের সময় নষ্টের অভিযোগকে কেন্দ্র করে এই ভর্ৎসনা করেছে সুপ্রিম কোর্ট। প্রসঙ্গত, ধর্ষণের জেরে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়া মহিলার গর্ভপাত করানো নিয়ে মামলা দায়ের হয়েছিল গুজরাত হাইকোর্টে।

জানা গিয়েছে, ধর্ষণের জেরে ২৫ বছর বয়সি এক তরুণী অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েন। গর্ভপাতের অনুমতি চেয়ে গুজরাত হাইকোর্টে আবেদন করেন তিনি। গত ৭ আগস্ট মামলা দায়ের হওয়ার পর আদালতের নির্দেশেই ১০ অগস্টের মধ্যে ওই তরুণীর মেডিক্যাল পরীক্ষা করে একটি দল। তাদের রিপোর্টে জানানো হয়, গর্ভপাত করতে ওই তরুণীর কোনও সমস্যা হবে না। কিন্তু রিপোর্ট জমা পড়ার ১২ দিন পরে আগামী শুনানির দিন স্থির করে গুজরাত হাইকোর্ট। পরে শুনানির দিন এগিয়ে আনা হলেও ওই তরুণীর গর্ভপাতের অনুমতি খারিজ হয়ে যায়।

ভারতীয় কায়দায় ভিডিও বার্তার মাধ্যমে সামিটে নমোকে স্বাগত জানালেন ক্রিকেটার জন্টি রোডস

কেপটাউন, ২১ অগস্ট: মোদি ম্যাজিকে মজেছে বিশ্ব! মার্কিন কংগ্রেসে ইতিহাস তৈরির পর এবার দক্ষিণ আফ্রিকাতেও উঠছে নমো ঢেউ। এবার পঞ্চদশ ব্রিকস সামিটে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে স্বাগত জানালেন কিংবদন্তি ক্রিকেটার জন্টি রোডস। ভারত, চিন, ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা ও রাশিয়াকে নিয়ে তৈরি হয়েছে গোষ্ঠী। মঙ্গলবার থেকে শুরু হচ্ছে জোটের পঞ্চদশ শীর্ষ সম্মেলন। চলবে তিনদিন (২২ থেকে ২৪ অগস্ট)। শুরুতে জল্পনা থাকলেও মঙ্গলবার জোহানেসবার্গের উদ্দেশে রওনা দেবেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। আর তা নিয়েই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন কিংবদন্তি ক্রিকেটার জন্টি রোডস। রীতিমতো ভারতীয় কায়দায় হাতজোড় করে তিনি বলেন, নমস্কার মোদিজি। ব্রিকস সম্মেলনে আপনাকে স্বাগত। আমরা দক্ষিণ আফ্রিকাবাসীরা জানি আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও বিশ্ব অর্থনীতিতে আপনার বিরাট ভূমিকা রয়েছে।

এদিন নমোকে স্বাগত জানিয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার বিশ্বকাপজয়ী কোচ গ্যারি কার্স্টেনও। উল্লেখ্য, ২০১১ সালে কোচ কার্স্টেন ও ক্যাপ্টেন মহেন্দ্র সিং ধোনির নেতৃত্বে ভারত বিশ্বসেরা হয়। কার্স্টেন বলেন, আমার সৌভাগ্য আপনাকে (মোদি) স্বাগত জানাতে পারছি। ভারতের কোচ থাকাকালীন সেই জনসমর্থনের কথা আজও আমার স্মৃতিতে অমলিন। সেই সময়ের বহু মধুর স্মৃতি রয়েছে। এবছর বিশ্বকাপ ভারতে হচ্ছে। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

উল্লেখ্য, মঙ্গলবার জোহানেসবার্গের উদ্দেশে রওনা দেবেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। তিনদিনের ওই সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। লাদাখে সীমান্ত সমস্যার আবহে দুই রাষ্ট্রপ্রধানের বৈঠকের দিকে তাকিয়ে রয়েছে গোটা দুনিয়া।

BARANAGAR MUNICIPALITY
87, DESH BANDHU ROAD (EAST), KOLKATA-700035

The Chairman invites e-Tenders (Online) for "Annual Operation and Maintenance Contract for Movable Compactor No. WB-23E-7594, WB-23E-0526, WB-23D-7053 & WB-23D-7054 under Baranagar Municipality (2nd Call)", **NIeQ No: WBMAD/ BM/HD/NIQ- 64 (eP)/2023-24 (2ND CALL) Date-21.08.2023, Tender ID: 2023_MAD_ 558867_1 To 2023_MAD_558867_4.** Bid submission of end date (Online) is **31.08.2023 up to 6.00 P.M.** For details please log on to www.wbtenders.gov.in and visit www.baranagarmunicipality.org

Sd/- Chairman

PANIHATI MUNICIPALITY
P.O.- Panihati, P.S.-Khardah, Dist.- North 24 Parganas, Kolkata-700114
Tel No.- 033 2553-2909 ; Fax: 033 2553 1487

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work **Tender Nit No.: PM/PWD/NIT-4/23-24 dated 21.08.23** under Panihati Municipality for details log on **www.wbtenders.gov.in**. Contact concern authority P.W.Department. Panihati Municipality at the above address. **Last Date of submission 08.09.2023.**

Sd/-
Executive Officer
Panihati Municipality

NABADWIP MUNICIPALITY
NABADWIP, NADIA
SHORT TENDER NOTICE

E-Tenders are invited by the Chairman, Nabadwip Municipality, Nabadwip Nadia.
Tender title:- NIT No:- NM/PWDT/ NIT-016e/2023-2024, NM/PWDT/ NIT-017e/2023-2024, NM/PWDT/ NIT-018e/2023-2024, NM/PWDT/ EOI-019e/2023-2024.
Tender ID:-2023_MAD_558791_1, 2023_MAD_558793_1, 2023_MAD_558799_1, 2023_MAD_558802_1.
Type of Work:- Cement Conc Work & Lease of Property.
Bid Submition Start Date:- **22-08-2023.**
Bid Submition End Date:- **01-09-2023 at 5:00 PM.**
N.B. : Any other information may be had on enquiry from office of Nabadwip Municipality in working day and Govt. Website **https://wbtenders.gov.in** also given **https://nabadwipmunicipality.in**

Sd/- Chairman
Nabadwip Municipality

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, হাওড়া স্টেশনের নিকটে যাত্রী নিবাস, হাওড়া-৭১১১০১ এতদ্বারা ০৫ বছরের জন্য মাল্টি পারপাস স্টল বন্টনের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। আরও তথ্যের জন্য ই-অকশন লিজিং মডিউলের মাধ্যমে **www.ireps.gov.in** দেখুন। **অকশন ক্যাটালগ নংঃ** এমপিএস-এইচডব্লুএইচএসটিএটিএন-ওসি। **এসইকিউ নংঃ** এএ/২, **লট নং/ক্যাটেগরিঃ** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-এমপিএস-৭০-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস স্টলস্)। **স্টেশনঃ** হাওড়া (ওল্ড কমপ্লেক্স)। **রেট ইউনিটঃ** অ্যানুয়াল লাইসেন্সিং ফি। **বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ০৪.০৯.২০২৩ তারিখ সকাল ১০.৩০ মিনিট। **ন্যূনতম আইএনসিআর(%)ঃ** ০.২, **ইএমডি (%)ঃ** ৫।

HWH-217/2023-24

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এসটি-ওটি-ডিআরএম_কন্ফ_২০২৩, তারিখ ঃ ১৮.০৮.২০২৩। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিভিশনাল সিগন্যাল ও টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার(কো)/খড়গপুর-৭২১৩০১, দঃপূঃরেলওয়ে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন যা আইটেমের প্রেক্ষিতে উল্লেখিত তারিখে বেলা ১২টার আগে জমা করতে হবে এবং বেলা ১২.৩০টায় খোলা হবে। **কাজের বিবরণ ঃ** খড়গপুরে ডিআরএম মিটিং কনফারেন্স রুমে টেলিকম সুবিধা সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা এবং চালুকরণ। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ১২,০২,৫১৮.০৮ টাকা। **ইএমডি ঃ** ২৪,১০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ** নেই। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ০৩ মাস। **জমার তারিখ ঃ** ১৪.০৯.২০২৩-এ বেলা ১২.৩০টা পর্যন্ত। **খোলার তারিখ ঃ** ১৪.০৯.২০২৩। আগ্রহী টেন্ডারদাতা টেন্ডারের পুরো বিবরণ, বর্ণনা, স্পেসিফিকেশনের জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে এবং অনলাইন বিড জমা করতে পারেন। কোনওভাবে কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **দ্রষ্টব্য ঃ** সমস্ত টেন্ডারে অংশ নিতে সম্ভাব্য বিডাররা নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-529)**

হেক্সাগন কমার্স প্রাঃ লিঃ
১১৩বি, মনোহর দাস স্ট্রিট, ৫ম তল, থানা- বড়বাজার, কলকাতা-৭০০০০৭
CIN : U51109WB1995PTC067752, ই-মেল : hcpl.kolkata@gmail.com
সাধারন বিজ্ঞপ্তি

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (আরবিআই) কর্তৃক ইস্যুকৃত ০৯ জুলাই ২০১৫ তারিখের সার্কুলার নং ডিএনবিআর (পিডি) সিসি নং ০৬৫/০৩.১০.০০১/২০১৫-১৬ অনুযায়ী এবং আরবিআই এবং অন্যান্য সম্পর্কিত কর্তৃপক্ষের আবশ্যিক শর্তপূরণ' সাপেক্ষে শ্রীমতি সারদা ধুত (ডিন- ০৫২১৫৫৫৯) কোম্পানির ডিরেক্টর পদ ত্যাগ করেছেন ২১.০৮.২০২৩ তারিখ কার্যকর হিসেবে। ফলে কোম্পানির পরিচালন এবং নিয়ন্ত্রন শ্রী শ্যাম সুন্দর মালানি এবং শ্রী বিকাশ লাড়িয়ার উপর বর্তেছে।
কোনও ব্যক্তির স্বার্থ উক্ত পরিবর্তনের ফলে ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে কোম্পানির ১১৩বি, মনোহর দাস স্ট্রিট, ৫মতল, থানা-বড়বাজার, কলকাতা- ৭০০০০৭ ঠিকানায় এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ডিএনবিএস, ১৫, এন এস রোড, ৬ষ্ঠতল,কলকাতা-৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় জানাতে পারেন।

হেক্সগন কমার্স প্রাঃ লিঃ'-র পক্ষে
স্বা/-
তারিখ : ২২/০৮/২০২৩ শ্যাম সুন্দর মালানি
স্থান : কলকাতা ডিরেক্টর

হেক্সাগন কমার্স প্রাঃ লিঃ
১১৩বি, মনোহর দাস স্ট্রিট, ৫ম তল, থানা- বড়বাজার, কলকাতা-৭০০০০৭
CIN : U51109WB1995PTC067752, ই-মেল : hcpl.kolkata@gmail.com
সাধারন বিজ্ঞপ্তি

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (আরবিআই) কর্তৃক ইস্যুকৃত ০৯ জুলাই ২০১৫ তারিখের সার্কুলার নং ডিএনবিআর (পিডি) সিসি নং ০৬৫/০৩.১০.০০১/২০১৫-১৬ অনুযায়ী এবং আরবিআই এবং অন্যান্য সম্পর্কিত কর্তৃপক্ষের আবশ্যিক শর্তপূরণ' সাপেক্ষে ২০১৩ তারিখে কোম্পানি আইনের ১৬১ ধারা অধীনে শ্রী বিকাশ লাড়িয়া (ডিন- ০০৩৫৪৯৩২) কোম্পানির অতিরিক্ত ডিরেক্টর হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন ১৯/০৮/২০২৩ তারিখে থেকে কার্যকর হিসাবে।
কোনও ব্যক্তির স্বার্থ উক্ত পরিবর্তনের ফলে ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে কোম্পানির ১১৩বি, মনোহর দাস স্ট্রিট, ৫মতল, থানা-বড়বাজার, কলকাতা- ৭০০০০৭ ঠিকানায় এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ডিএনবিএস, ১৫, এন এস রোড, ৬ষ্ঠতল,কলকাতা-৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় জানাতে পারেন।

হোক্সগন কমার্স প্রাঃ লিঃ'-র পক্ষে
স্বা/-
তারিখ : ২১/০৮/২০২৩ শ্যাম সুন্দর মালানি
স্থান : কলকাতা ডিরেক্টর

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

NOTICE INVITING E-TENDER

e-Tender is hereby invited on behalf of Chairman, Habra Municipality for supply within Habra Municipality.

Sl. No.	Ref. e-Tender No.	Last Date of submission of e-Tender
1	WBMAD/HM/PWD/NIT e-552/2023-24 (Sl.- 1 & 2)	01/09/2023 up to 5.00 PM

For details please see at the website www.wbtenders.gov.in
sd/- Executive Officer, Habra Municipality

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া-৭১১ ১০১

নং. WB-HMC/TN/ED/WS/13/23-24 ই-টেন্ডার তারিখ : ১৯/০৮/২০২৩
ই-টেন্ডার নোটিশ

এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, এইচএমসির বিভিন্ন ওয়ার্ডে সাবমার্সিবল পাম্প সংস্থাপন এবং প্রত্যাহারের মাধ্যমে, পাম্প হাউসের চালু কাজ, নতুন পাইপলাইন সংস্থাপন দ্বারা জল সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য একই ধরনের কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রখ্যাত সঙ্গতিপন্ন এবং প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদারদের কাছ থেকে (নির্ধারিত ফর্মে) ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত তথ্যাদি পাওয়া যাবে ই-টেন্ডার নোটিশ এবং ডিপার্ট. অব ওএসডি (ডব্লুএস), অফিস ওয়েবসাইট www.wbtenders.gov.in টেন্ডার (অনলাইনে) দাখিলের শেষ তারিখ ০৫.০৯.২০২৩, বিকেল ৫ টা পর্যন্ত। এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও আবেদন গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখেন।

১২০(৩)/ ২৩-২৪ একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
২১.০৮.২০২৩ হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

SALE NOTICE UNDER THE INSOLVENCY AND BANKRUPTCY CODE, 2016
M/s. ROYALPET VANIJYA PRIVATE LIMITED (In Liquidation)
Liquidator's Address: 8, N. N. Mukherjee 3rd Lane Uttarpara, Hooghly-712258, West Bengal

The following Assets and Properties of M/s. ROYALPET VANIJYA PRIVATE LIMITED (In Liquidation) having CIN No. U51909WB2012PTC189048 forming part of Liquidation Estate are for sale by the Liquidator through e-auction on "AS IS WHERE IS," "AS IS WHAT IS" and "WHATEVER THERE IS AND WITHOUT RECOURSE BASIS" as per details mentioned in the table below:

Asset Description	Manners of Sale	Inspection Date	Date and Time of Auction	Reserve price Rs. In Lacs	EMD Amount (In Rs.) & Documents submission dead line
Loans and Advances & Sundry Debtors	Standalone Basis	Before 12th September, 2023	16th September, 2023 (10.30 am to 4.30 pm) with unlimited extension of 5 minutes each	1.00	10,000 & on or before 14th September, 2023

1. Interested applicants may refer to the COMPLETE E- AUCTION PROCESS INFORMATION DOCUMENT containing details of terms and conditions of online E-Auction, E-Auction Bid form, Eligibility Criteria, Declaration by Bidders etc., available at Linkstar Infosys Pvt. Ltd.'s website: **https://www.eauctions.co.in** and their E Mail: **admin@eauctions.co.in**.
2. The Liquidator has right to accept or cancel or extend or modify, etc. any terms and conditions of E-Auction at any time. He has right to reject any of the bid without giving any reasons. The Liquidator can cancel E-Auction at any time without giving any reason.
3. E-Auction platform: **www.eauctions.co.in** Interested bidders are requested to visit the above-mentioned websites and submit a bid document and tender document KYC to Liquidator.

Sd/-
Sudipta Ghosh, Liquidator
IBBI Reg. No: IBBI/IPA-001/IP-P00484/2017-18/10872
admin@eauctions.co.in (Process and Specific)
Cell No: 9230823033 / 7003384289
Place : Kolkata
Date : 22.08.2023

ফর্ম জি (সময় সম্প্রসারণ)
প্রশস্থ, মোহিয়ারি, ডোমজুড়, এনএইচ-৬, হাওড়া- ৭১১৩০২ ঠিকানায় বয়লার রক্ষণাবেক্ষণ (ইপিসি) কার্যরত পাওয়ার ম্যাক্স (ইন্ডিয়া) প্রা. লি.-এর জন্য আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ (১) অধীনে)

প্রাসঙ্গিক বিবরণ

১.	প্যান/সিআইএন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	পাওয়ার ম্যাক্স (ইন্ডিয়া) প্রা. লি. U31403WB1984PTC037436
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	স্টিফেন কোর্ট, ১৮এ, পার্ক স্ট্রিট, ফ্ল্যাট ৫জে, ৬ষ্ঠ তল লিফট-৩, কলকাতা ৭০০০৭১
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	http://www.powermaxindia.com/
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত তার বিস্তারিত	**সাইটের ঠিকানা:** প্রশস্থ, মোহিয়ারি, ডোমজুড়, এনএইচ-৬, হাওড়া- ৭১১৩০২ **অফিসের ঠিকানা:** ফ্ল্যাট নং ৫জে, ৬ষ্ঠ তল এবং ফ্ল্যাট ২৪এ, ৫ম তল, স্টিফেন কোর্ট, ১৮এ, পার্ক স্ট্রিট, লিফট-৩, কলকাতা ৭০০০৭১
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবার উৎপাদন ক্ষমতা	সার্ভিস বয়লার ইরেকশন, সংস্কার সাধন এবং সম্পর্কিত কাজ
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে বিক্রয়কৃত প্রধান পণ্য পরিষেবার পরিমাণ ও মূল্য	চালু নয়
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	নেই
৮.	শেষ দুই বছরের প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন (শিডিউল সহ), বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়ার ঘটনার তারিখ পাওয়া যাবে-	cirp.powermax@gmail.com -তে ইমেল মাধ্যমে সংগ্রহ করা যাবে।
৯.	সংশ্লিষ্ট কোডের ২৫(২)(এইচ) ধারাধীনে প্রস্তাবক আবেদনকারীর উপযুক্ততা	cirp.powermax@gmail.com -তে ইমেল মাধ্যমে সংগ্রহ করা যাবে।
১০.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	মূল: ২১/০৮/২০২৩, বর্ধিত: ২৮/০৮/২০২৩
১১.	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীর সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	মূল: ৩১/০৮/২০২৩, বর্ধিত: ০৭/০৯/২০২৩
১২.	সাময়িক তালিকার বিরুদ্ধে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	মূল: ০৫/০৯/২০২৩, বর্ধিত: ১২/০৯/২০২৩
১৩.	ইওআই দাখিলের ইমেল আইডি প্রক্রিয়া	cirp.powermax@gmail.com

পাওয়ার ম্যাক্স (ইন্ডিয়া) প্রা. লি.-এর পক্ষে
রচনা ঝুনঝুনওয়ালা রেজলিউশন প্রফেশনাল
রেজিস্ট্রেশন নং: IBBI/IPA-001/P00389/2017-18/10707
এএফএ বৈধ ০৪.১২.২০২৩ পর্যন্ত, যোগাযোগের ঠিকানা: সিদ্ধা ওয়েস্টন, ৯ ওয়েস্টন স্ট্রিট, স্যুট নং ১৩৪, ২য় তল, কলকাতা ৭০০০১৩
egress.rac@gmail.com
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২২.০৮.২০২৩

এশিয়া কাপে কামব্যাক করলেন রাহুল-শ্রেয়স, সহ অধিনায়ক হার্দিক পাণ্ডিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি: সময় বদলে গিয়েছে। বদলে গিয়েছে নিয়ম। অতীতে জাতীয় দলের নির্বাচনের সময় কোচ উপস্থিত থাকার নিয়ম ছিল না। তবে এই প্রথমবার দল নির্বাচনে উপস্থিত থাকলেন রাহুল দ্রাবিড়। আর এবার টিম ইন্ডিয়ার কোচ ও অধিনায়ক রোহিত শর্মার উপস্থিতিতে দলে ফিরলেন কেএল রাহুল ও শ্রেয়স আইয়ার। এছাড়া আরও বড় চমক হল ১৭ জনের দলে সুযোগ পেয়েছেন প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা। দলে ব্যাক আপ হিসবে রয়েছেন সঞ্জু স্যামসন।

দুই তারকা ক্রিকেটার কেএল রাহুল ও শ্রেয়স আইয়ার কতটা ফিট হয়েছেন সেটা ছিল দেখার। তবে শেষ পর্যন্ত তাঁদের ফিটনেস দেখে দলে নেওয়া হল। একইসঙ্গে দলে এলেন অক্ষর প্যাটেল। যদিও ভারতের চিন্তার কারণ হল ৫০ ওভারের ফরম্যাটে এখনও নিজেকে মেলে ধরতে পারেননি সূর্য কুমার যাদব। কিন্তু মারকুটে মেজাজে ব্যাট করার জন্য সূর্যের দলে রাখা হয়েছে। এদিকে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজে দারুণ পারফরম্যান্স করে এবার ৫০ ওভারের ফরম্যাটে জায়গা করে নিলেন জশপ্রীত বুমরাহ ও প্রসিদ্ধ। তবে সহ-অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন হার্দিক পাণ্ডিয়া।

সোমবার বিসিসিআই-এর নির্বাচক কমিটি বৈঠকে বসে। সেখানে পাঁচ নির্বাচক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দ্রাবিড় ও অধিনায়ক রোহিত। ছিলেন বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির এক আধিকারিকও। চোট পাওয়া ক্রিকেটারদের শারীরিক অবস্থা কী রকম সেই তথ্য দেন তিনি। পরে সাংবাদিক বৈঠকে দল ঘোষণা করেন আগরকর ও রোহিত।

একনজরে ১৭ জনের ভারতীয় দল

রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), বিরাট কোহলি, শুভমন গিল, কেএল রাহুল (উইকেটকিপার), শ্রেয়স আইয়ার, সূর্যকুমার যাদব, তিলক বর্মা, ঈশান কিষান (উইকেটকিপার), হার্দিক পাণ্ডিয়া, রবীন্দ্র জাদেজা, অক্ষর প্যাটেল, শার্দূল ঠাকুর, জশপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ শামি, মহম্মদ সিরাজ, কুলদীপ যাদব, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা

ব্যাক আপ- সঞ্জু স্যামসন (উইকেটকিপার)

চার নম্বরে অনেক বিকল্প আছে, বিশ্বাস সৌরভের

নিজস্ব প্রতিনিধি: রোহিত শর্মা যে 'ফ্লেক্সিবিলিটি'র কথা বলছেন, তাই শোনা যাচ্ছে প্রাক্তন ভারতীয় ক্যাপ্টেনের মুখেও। চার নম্বর জায়গাটা ভারতীয় টিমের কাছে এখন সবচেয়ে স্পর্শকাতর বিষয়। কে খেলবেন চার নম্বরে? লোকেশ রাহুল ফিরলেন টিমে। শ্রেয়স আইয়ারকেও দেখা যাবে। বিশ্বকাপে ভারতের সাফল্য নির্ভর করবে এই চার নম্বর কে খেলেন, কেমন খেলেন, তার উপর। রোহিতের সুর যাঁর গলায়, তিনি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ২০০৩ সালে ভারতকে বিশ্বকাপ ফাইনালে তোলা নেতা কিন্তু বলে দিচ্ছেন, এই মুহূর্তে ভারতের হাতে চার নম্বরে খেলানোর মতো যথেষ্ট বিকল্প রয়েছে। লোকেশ রাহুল, শ্রেয়স আইয়ার তো বটেই, বিরাট কোহলিকেও খেলানো যেতে পারে।

এশিয়া কাপের দল ঘোষণার পর পরই সৌরভের মন্তব্য, 'কোনও নিয়ম নেই। চার নম্বর একটা জায়গা। যে কেউ সেখানে খেলতে পারে। কেউই ওপেনার হিসেবে কিংবা তিন বা চার নম্বরে খেলার জন্য জন্ম নেয়। আমি মিডল অর্ডার ব্যাটার হিসেবে ওয়ান ডে কেরিয়ার শুরু করেছিলাম। সচিন যখন ক্যাপ্টেন, তখন আমাকে ওপেন করতে বলা হয়। সচিন নিজেও ৬ নম্বরে ওয়ান ডে কেরিয়ার শুরু করেছিল। কিন্তু যখন ওপেন করতে শুরু করে, বিশ্বমানের ব্যাটার হয়ে যায়।' মুম্বইয়ের এক অনুষ্ঠানে সৌরভের যুক্তি, 'চার নম্বরে যে কেউ ব্যাট করতে পারে। বিরাট কোহলি পারে, শ্রেয়স আইয়ার পারে। লোকেশ রাহুলও পারে। কী আছে, কী নেই, এ নিয়ে বলতে ভালো লাগে না। আমাদের টিমে যথেষ্ট মশলা আছে। রোহিত শর্মা, রাহুল দ্রাবিড় এবং নির্বাচকরা যাকে চার নম্বরের জন্য উপযুক্ত বলে মনে করবে, আমি তার উপরেই আস্থা রাখব। একটা ব্যাটিং স্লটের জন্য বিরাট ফারাক তৈরি হবে না। শুধু চার নম্বর জায়গাটা দিয়েই বিশ্বকাপ জেতা যাবে না।' ২০১১ সালে ঘরের মাঠে শেষবার বিশ্বকাপ জিতেছিল ভারত। ১২ বছর পর আবার ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ। আইসিসি ট্রফির খরা কি এ বার কাটবে? সৌরভ বলছেন, 'এর মাঝে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে খেলেছে ভারত। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পনিয়শিপের ফাইনালে খেলেছে ভারত। এই টিমের উপর আমার যথেষ্ট ভরসা আছে। এশিয়া কাপ, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে হোম সিরিজ, বিশ্বকাপে চমৎকার খেলবে টিম, এই আশা নিয়েই এগোব। বুমরা ফিট হয়ে টিমে ফিরেছে, এটা একটা ভালো দিক। সামি, সিরাজ, জাডেজা, হার্দিকরাও সম্প্রতি ভালো পারফর্ম করেছে। টিম বাছাটা কঠিন কাজ হবে।

ক্যারিবিয়ান সফরে ভালো পারফরম্যান্সের পুরস্কার, এশিয়া কাপের দলে তিলক

মুম্বই: ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টি ২০ সিরিজই ভাগ্য বদলে দিল তিলক ভার্মার। ক্যারিবিয়ান সফরে সিরিজ হারলেও অভিষেক সিরিজে মেন ইন ব্লু-র হয়ে সর্বাধিক রান করেন তিলক। শেষ ম্যাচে হাত ঘুরিয়ে উইকেটও নেন। তারপর থেকেই ২০ বছরের এই বাঁ হাতি ব্যাটারকে এশিয়া কাপ ও বিশ্বকাপ দলে দেখার ইচ্ছেপ্রকাশ করেছেন দেশের প্রাক্তনীরা। রবি শাস্ত্রী, সন্দীপ পাটিল, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এমনকী রবিচন্দ্রন অশ্বিনও তিলকের হয়ে ব্যাট ধরেন। মনে করা হচ্ছিল, লোকেশ রাহুল এবং শ্রেয়স আইয়ার এশিয়া কাপে খেলতে না পারলে তিলকের এন্ট্রি পাকা। কিন্তু অজিত আগরকরের নির্বাচন কমিটি এখানেও চমক দেখাল। চোট সারিয়ে এশিয়া কাপে রাহুল-শ্রেয়সের কামব্যাক হচ্ছে ঠিকই, তবে এশিয়া কাপের জন্য ঘোষিত ১৭ সদস্যের স্কোয়াডে তিলককেও রাখা হয়েছে। হায়দরাবাদের এই বাঁ হাতি মিডল অর্ডার ব্যাটারের এখনও ওডিআই ফরম্যাটে অভিষেক হয়নি।

আইপিএলের গত মরসুমে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে উঠতি প্রতিভা হিসেবে প্রবেশ ঘটেছিল তিলক ভার্মার। এ বারের মরসুমে প্রথম দিকে ধুঁকতে থাকা মুম্বইয়ের মিডল অর্ডারকে ভরসা দেন তিলক। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে যখন সবাই রিঙ্কু সিংয়ের ডাক পাওয়ার অপেক্ষা করছেন তখন গুটি গুটি পায়ে টি ২০ টিমে প্রবেশ তিলকের। ক্যারিবিয়ান সিরিজে শুভমন গিল, ঈশান কিষাণদের ব্যর্থতার দিনে উজ্জ্বল ছিলেন তিলক। অভিষেক সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচেই অর্ধশতরান করেন। পাঁচ ম্যাচের টি ২০ সিরিজে তিলকের ১৭৩ রান ছিল ভারতীয় দলের মধ্যে সর্বাধিক। টপ অর্ডার এবং মিডল অর্ডারে তিলকের দায়িত্বশীল ব্যাটিং নির্বাচকদের নজর কেড়েছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ডেবিউ সিরিজেই তিলকের পারফরম্যান্সে আত্মবিশ্বাস দেখা গিয়েছে। এর পাশাপাশি বাঁ হাতি ব্যাটার হওয়া হায়দরাবাদি ক্রিকেটারের জন্য বর হয়েছে।

বোল্টকে ছোঁয়ার স্বপ্ন, বিশ্বের নয়া দ্রুততম মানব নোয়া

বুদাপেস্ট: বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ১০০ মিটার জামাইকান স্প্রিন্টার উসেইন বোল্টের ৯.৫৮ সেকেন্ডের বিশ্ব রেকর্ড রয়েছে। বিশ্বের দ্রুততম মানবকে ছোঁয়ার সাধ্যি কার? তাঁর রেকর্ড ছুঁতে না পারলেও বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে বিশ্ব পেল এক নয়া 'উসেইন বোল্ট'কে। তিনি আমেরিকার স্প্রিন্টার নোয়া লাইলস। বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে পুরুষদের ১০০ মিটার দৌড়ে সোনার পদক জিতেছেন নোয়া। এই দূরত্ব অতিক্রম করতে তাঁর সময় লেগেছে ৯.৮৩ সেকেন্ড। দ্বিতীয় স্থানাধিকারী দক্ষিণ আফ্রিকার দেশ বৎসোয়ানার লেটসাইল তেবোগো। ৯.৮৮ সেকেন্ডে দৌড় সম্পূর্ণ করে রুপো পেয়েছেন তিনি। ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছেন ব্রিটেনের দৌড়বিদ জার্নেল হিউজ। হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে চলছে বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপের ১৯তম আসর।

অথচ নোয়া লাইলসের পছন্দের ইভেন্ট ২০০ মিটার। এই ইভেন্টে উসেইন বোল্টকে ছোঁয়ার উদ্দেশে বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নেওয়া মার্কিন স্প্রিন্টারের। ২০০ মিটারে বোল্টের হ্যাটট্রিকের রেকর্ড রয়েছে। বিশ্বের দ্বিতীয় পুরুষ স্প্রিন্টার হিসেবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ২০০ মিটারে হ্যাটট্রিকের স্বপ্ন নোয়ার চোখেমুখে। সেটি করতে গিয়ে ১০০ মিটারেও বিশ্বের দ্রুততম মানব হয়ে গেলেন তিনি। এই ইভেন্টে ফেভারিট ছিলেন ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ফ্রেড কার্লি। তবে কার্লি ফাইনালে উঠতে পারেননি।

কিছুদিন আগে টুইটারে নোয়া লেখেন, ১০০ মিটার ৯.৬৫ সেকেন্ডে সম্পূর্ণ করতে পারবেন তিনি। তাঁর পোস্টে সমালোচনার ঝড় বয়ে গিয়েছিল। বিশ্ব অ্যাথিলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপের ১০০ মিটারে সোনা জিতে তাঁদের মুখ বন্ধ করেছেন নোয়া। টুইটারে তিনি লেখেন, তওরা তোমার সমালোচনা করবে, তোমাকে পাগল বলবে এমনকী মজা করতেও ছাড়বে না। তোমার নিজের উপর ভরসা কতটা সেটাই আসল।

ডুরান্ড কাপে আর্মিকে ৫-০ গোলে হারাল কেরালা ব্লাস্টার্স।

'এটা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট, ক্লাব ক্রিকেট নয়', চার নম্বর পজিশন নিয়ে বললেন রোহিত

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতের চার নম্বর পজিশন নিয়ে চর্চা চলছে। টিম ইন্ডিয়ার হয়ে চার নম্বরে নামবেন কে? এশিয়া কাপের দল ঘোষণার পরে ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা চার নম্বর পজিশন নিয়ে মুখ খুললেন। স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, কেবলমাত্র চার নম্বর নয়, যে কোনও ব্যাটিং অর্ডারে খেলার মতো ব্যাটার দরকার দলের।

রোহিত বলেন, দনির্দিষ্ট কোনও ব্যাটিং পজিশনে আমি স্বচ্ছন্দ, এমন কথা কেউ বলবে না। যে কোনও পজিশনে ব্যাট করার মতো খেলোয়াড় দরকার আমাদের। শুধুমাত্র এখন নয়, অনেক দিন ধরেই এটাই চাইছে দল। দলের প্রত্যেকের কাছে বার্তাও পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এটা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট, ক্লাব ক্রিকেট নয়। দরকারে যে কোনও সময়ে, যে কোনও পজিশনে খেলার জন্য তৈরি থাকতে হবে। দলের প্রয়োজনে যে কোনও পজিশনে নামতে হতে পারে।দ এশিয়া কাপের দলে ফিরেছেন লোকেশ রাহুল ও শ্রেয়স আইয়ার। রোহিত কিন্তু বারংবার বলছেন, একটা বিশেষ পজিশনে একজন নির্দিষ্ট প্লেয়ারকে পাঠিয়ে দলটাকে হ্যান্ডিক্যাপড করে দিতে চান না। রোহিত বলেছেন, দএকজন খেলোয়াড়কে একটি নির্দিষ্ট পজিশনে খেলাতে চাই না। আমাদের প্লেয়ারদের থেকে সেরাটা বের করে নেওয়াই উদ্দেশ্য। দলে কারওরই সেট পজিশন নেই। প্লেয়ারদের বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। ব্যাটিং অর্ডার নমনীয় রাখাই আমাদের লক্ষ্য।দ এশিয়া কাপে ভারতকেই ফেভারিট ধরা হচ্ছে। অধিনায়ক রোহিত অবশ্য এই ফেভারিট ট্যাগে বিশ্বাসী নন। এশিয়া কাপে ঘরের মাঠের মতো পরিবেশে খেলতে হবে, এটাই ভারতকে এগিয়ে রাখছে বলে মনে করেন হিটম্যান। রোহিত বলেন, দফেভারিট ট্যাগে বিশ্বাসী বহির্বিশ্ব। বাইরের পৃথিবী এরকম ধরনের পরিস্থিতি তৈরি করে। এটা সবারই জানা সব দলই কঠিন লড়াইয়ের জন্য তৈরি। ঘরের মতো পরিবেশে খেলতে হবে এটাই আমাদের সুবিধায় রাখবে। আর প্রস্তুতির কথাই যদি বলা হয়, তাহলে বলবো নিজেদের যাচাই করে নেওয়ার এটাই সঠিক টুর্নামেন্ট। বিশ্বকাপের আগে নিজেদের শক্তি পরীক্ষা করে নেওয়ার জন্য উপযুক্ত টুর্নামেন্ট এশিয়া কাপ।

ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ নিয়ে অনুশোচনা নেই হরমনপ্রীতের

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত মাসে মিরপুরে বাংলাদেশ-ভারত মেয়েদের তৃতীয় ওয়ানডেতে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করেছিলেন ভারতের অধিনায়ক হারমানপ্রীত কৌর। এর জন্য তাঁর শাস্তিও হয়েছে। সেই সময় হারমানপ্রীতের সমালোচনা করেছিলেন ভারতের সাবেক ক্রিকেটারদের অনেকেই। কিন্তু হারমানপ্রীত ছিলেন মুখে কুলুপ এঁটে। ঘটনার এক মাস পর সেই বিষয় নিয়ে মুখ খুললেন হারমানপ্রীত। বললেন, তিনি ভুল কিছু করেননি। তাই ওই ঘটনা নিয়ে কোনো অনুতাপ বা অনুশোচনা নেই তাঁর!

হারমানপ্রীত এই মুহূর্তে আছেন ইংল্যান্ডে। মেয়েদের দ্য হান্ড্রেডে ট্রেন্ট রকেটসের হয়ে খেলছেন। সেখানে ম্যাচের ফাঁকে দ্য ক্রিকেট পেপার নামের একটি পত্রিকার সঙ্গে মিরপুরের ঘটনা নিয়ে বলেছেন ভারত অধিনায়ক, 'আমি এটা বলব না যে (ওই ঘটনা নিয়ে) অনুশোচনায় ভুগছি।'

ওই ঘটনা নিয়ে কেন কোনো অনুশোচনা নেই, সে ব্যাখ্যাও দিয়েছেন হারমানপ্রীত, 'দিন শেষে একজন খেলোয়াড় হিসেবে দেখতে চাই যে সবকিছু ন্যায্য হচ্ছে। একজন খেলোয়াড় হিসেবে আপনাকে অবশ্যই নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে হবে।' ২২ জুলাই শেরেবাংলা স্টেডিয়ামের ম্যাচটিতে হারমানপ্রীতের অখেলোয়াড়সুলভ আচরণের শুরুটা হয় আউট হওয়ার পর। আম্পায়ার আউট দেওয়ার পর ভারতীয় অধিনায়ক তাৎক্ষণিকভাবে ব্যাট দিয়ে স্টাম্প ভেঙে ফেলেন। এরপর আম্পায়ারের উদ্দেশে ক্ষোভ ঝাড়েন। এমনকি মাঠ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় দর্শকদের দিকে তাকিয়েও কিছু একটা বলেন। সেখানেই শেষ হয়নি; পরে ম্যাচের পুরস্কার বিতরণীতেও তাঁর শরীরী ভাষায় ছিল তাচ্ছিল্য ভাব।

সিরিজ ১-১ সমতায় শেষ হওয়ায় দুই দলের হাতে ট্রফি তুলে দেওয়া হয়। ভারত ও বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা ট্রফি হাতে ছবি তোলার জন্য দাঁড়ালে হারমানপ্রীত বাংলাদেশ অধিনায়ক নিগার সুলতানার উদ্দেশে বলেন, 'শুধু তোমরা কেন, আম্পায়ার তোমাদের ম্যাচ টাই করিয়েছে। আম্পায়ারকেও ডাকো। একসঙ্গে ছবি তুলি।' হারমানপ্রীতের এমন আচরণের তীব্র সমালোচনা করেন ভারতের সাবেক ক্রিকেটার মদন লাল, ডায়ানা এডুলজি, আনজুম চোপড়ারা। এডুলজি হারমানপ্রীতের আচরণকে 'আপত্তিকর ও কুৎসিত' বলে অভিহিত করেন, আর বিশ্বকাপজয়ী খেলোয়াড় মদন লাল বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে আলাদাভাবে শাস্তির দাবি জানান। পরে আইসিসি হারমানপ্রীতকে দুই ম্যাচ নিষেধাজ্ঞা ও ম্যাচ ফির ৭৫ শতাংশ জরিমানা করে। তবে এত কিছুর পরও নিজের আচরণকে অন্যায় বলতে নারাজ হারমানপ্রীত, 'আমি মনে করি না, কোনো খেলোয়াড় বা অন্য কাউকে ভুল কিছু বলেছি। মাঠে যা ঘটেছে, আমি তো শুধু সেটাই বলেছি। আমার কোনো অনুশোচনা নেই।'

বিশ্বজয়ের পর মহিলা তারকাকে চুমু স্প্যানিশ ফেডারেশন প্রেসিডেন্টের, তুঙ্গে বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি: মহিলাদের বিশ্বকাপ জিতল স্পেন। আর বিতর্কে জড়ালেন স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট লুইস রুবিয়ালেস। বিশ্বজয়ের পরে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে রুবিয়ালেস স্পেনের মিডফিল্ডার জেনি হারমোসোর ঠোঁটে চুম্বন করেন। উল্লেখ্য, ফাইনালে স্পেন ১-০ গোলে হারায় ইংল্যান্ডকে।

ফাইনালে স্পেনের হয়ে একমাত্র জয়সূচক গোলটি করেন ওলগা কারমানো। প্রথম বিশ্বকাপ জেতার পর স্পেনের প্লেয়ার, কোচ সাপোর্টিং স্টাফ থেকে স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতির উচ্ছ্বাস-উন্মাদনা ছিল বাঁধন হারা। আর ফাইনালে পুরস্কার বিতরণের সময় স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি লুইস রুবিয়ালসের একটি কাণ্ড ঘিরে তৈরি হয়েছে বিতর্ক।

মহিলা বিশ্বকাপ ফাইনাল শেষে যখন পুরস্কার দেওয়া হচ্ছিল মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন লুইস রুবিয়ালস। স্পেনের ফুটবলার জেনি হার্মোসোর ঠোঁটে চুমু খেয়ে নেন স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি। সেই ঠোঁট ঠাসা চুমুর ভিডিও ভাইরাল হতে বেশি সময় লাগেনি। যা নিয়ে নেট দুনিয়ায় শুরু হয়েছে বিতর্কও। মহিলা ফুটবলারের সঙ্গে এহেন আচরণে ক্ষোক্র উগরে দিয়েছেন নেটিজেনদের একাংশ। লুইস রুবিয়ালসের আচরণ ও ব্যবহার নিয়ে ওঠে প্রশ্ন। স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট এবং স্পেনের ফুটবলারের এমন চুম্বন দৃশ্য সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায় মুহূর্তে। জেনি হারমোসোকে বলতে শোনা গিয়েছিল, দআমি মোটেও পছন্দ করিনিদ ইনস্টাগ্রাম লাইভ স্ট্রিমে বলার সময় হাসছিলেন জেন হারমোসো। স্প্যানিশ ফেডারেশনের মুখপাত্র বলেন, দএটা স্বতঃস্ফূর্ত উদযাপন ছিল। দু' জনেই খুব ভাল বন্ধু।দ হারমোসো তাঁর ও রুবিয়ালেসের মধ্যে দারুণ সম্পর্কের কথা পরে স্বীকার করেন। বলেন, আমাদের সঙ্গে ওঁর সম্পর্ক দারুণ। ওটা পুরোপুরি স্নেহ ও কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ ছিল। মেক্সিকোর ক্লাব পাচুকার হয়ে খেলেন হারমোসো। ফাইনালে পেনাল্টি নষ্ট করেন তিনি। খেলার শেষে দলের পারফরম্যান্স নিয়ে বলার সময়ে আবেগতাড়িত হারমোসোকে কাঁদতে দেখা যায়।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**